৪২. Nc. ৪৭০. ২.

RARE BOOK

বিসর্জন।

(রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথমাংশ হইতে
নাট্যাকারে রচিত।)

NATIONAL LIBRARY
No. hmp. 4037
DATE 4/7/09
CALCUTTA

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূল্য এক টাকা।

১৪৭০ (১২৯৭ সাল)

IMP... RARY
2 AUG. 10

উৎসর্গ।

শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রাণাধিকেষু—

তোরি হাতে বাঁধা খাতা, তারি শ-খানেক পাতা
অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে,
মস্তিষ্ককোটরবাসী চিন্তাকীট রাশি রাশি
পদচিহ্ন গেছে যেন রেখে।
প্রবাসে প্রত্যহ তোরে হৃদয়ে স্মরণ ক'রে
লিখিয়াছি নির্জ্জন প্রভাতে,
মনে করি অবশেষে শেষ হলে ফিরে দেশে
জন্মদিনে দিব তোর হাতে।

বর্ণনাটা করি শোন্, একা আমি, গৃহ কোণ,
কাগজ পত্তর ছড়াছড়ি,
দশ দিকে বইগুলি সঞ্চয় করিছে ধূলি,
আলস্যে যেতেছে গড়াগড়ি।
শয্যাহীন খাটখানা এক পাশে দেয় থানা,
প্রকাশিয়া কাঠের পাঁজর।
তারি পরে অবিচারে যাহা-তাহা ভারে ভারে
স্তূপাকারে সহে অনাদর।

চেয়ে দেখি জানালায় খাল খানা শুষ্কপ্রায়,
মাঝে মাঝে বেঁধে আছে জল,

একধারে রাশ রাশ অর্দ্ধমগ্ন দীর্ঘ বাঁশ,
তারি পরে বালকের দল।
ধরে মাছ, মারে ঢেলা, সারাদিন করে খেলা
উভচর মানব শাবক।
মেয়েরা মাজিছে গাত্র অথবা কাঁসার পাত্র
সোনার মতন ঝক্ ঝক্।

উত্তরে যেতেছে দেখা পড়েছে পথের রেখা
শুষ্ক সেই জলপথ মাঝে,
বহুকষ্টে ডাক ছাড়ি চলেছে গরুর গাড়ি,
ঝিনি ঝিনি ঘণ্টা তারি বাজে।
কেহ দ্রুত, কেহ ধীরে, কেহ যায় নতশিরে,
কেহ যায় বুক ফুলাইয়া,
কেহ জীর্ণ টাট্টু চড়ি চলিয়াছে তড়বড়ি
দুই ধারে দু'পা দুলাইয়া।

পরপারে গায়ে গায় অভ্রভেদী মহাকায়
স্তব্ধচ্ছায় বট অশত্থেরা;
স্নিগ্ধ বন-অঙ্কে তারি সুপ্তপ্রায় সারি সারি
কুঁড়েগুলি বেড়া দিয়ে ঘেরা।
বিহঙ্গে মানবে মিলি আছে হোথা নিরিবিলি,
ঘনশ্যাম পল্লবের ঘর;
সন্ধেবেলা হোথা হতে ভেসে আসে বায়ু স্রোতে
গ্রামের বিচিত্র গীত স্বর।

পূর্ব্ব প্রান্তে বন শিরে   সূর্য্যোদয় ধীরে ধীরে,
চারিদিকে পাখীর কূজন ;
শঙ্খঘণ্টা ক্ষণ পরে   দূর মন্দিরের ঘরে
প্রচারিছে শিবের পূজন।
যে প্রত্যুষে মধুমাছি   বাহিরায় মধু যাচি
কুসুমকুঞ্জের দ্বারে দ্বারে,
সেই ভোর বেলা আমি   মানস কুহরে নামি
আঁয়োজন করি লিখিবারে।

লিখিতে লিখিতে মাঝে   পাখী গান কানে বাজে,
মনে আনে কাল পুরাতন,
ওই গান, ওই ছবি,   তরু শিরে রাঙা রবি
ওরা প্রকৃতির নিত্য ধন।
আদি কবি বাল্মীকিরে   এই সমীরণ ধীরে
ভক্তি ভরে করেছে বীজন,
ওই, মায়া চিত্রবৎ,   তরুলতা, ছায়াপথ,
ছিল তাঁর পুণ্য তপোবন।

রাজধানী কলিকাতা   তুলেছে স্পর্দ্ধিত মাথা,
পুরাতন নাহি ঘেঁসে কাছে।
কাষ্ঠ লোষ্ট্র চারিদিক ;   বর্ত্তমান আধুনিক
আড়ষ্ট হইয়া যেন আছে।
"আজ" "কাল" ছুটি ভাই   মরিতেছে জন্মিয়াই,
কলরব করিতেছে কত।
নিশিদিন ধূলি প'ড়ে   দিতেছে আচ্ছন্ন ক'রে
চিরসত্য আছে যেথা যত।

জীবনের হানাহানি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি,
মত নিয়ে বাক্য বরিষণ,
বিদ্যা নিয়ে রাতারাতি, পুঁথির প্রাচীর গাঁথি
প্রকৃতির গণ্ডী বিরচন,
কেবলি নূতনে আশ, সৌন্দর্য্যেতে অবিশ্বাস,
উন্মাদনা চাহি দিনরাত,
সে সকল ভুলে গিয়ে কোণে বসে খাতা নিয়ে
মহানন্দে কাটিছে প্রভাত।

দক্ষিণের বারান্দায় বেড়াই মুগ্ধের প্রায়,
অপরাহ্নে পড়ে তরুচ্ছায়া,
কল্পনার ধনগুলি হৃদয়-দোলায় দুলি
প্রতিক্ষণে লভিতেছে কায়া।
সেবি বাহিরের বায়ু বাড়ে তাহাদের আয়ু,
ভোগ করে চাঁদের অমিয়,
ভেদ করি মোর প্রাণ জীবন করিয়া পান
হইতেছে জীবনের প্রিয়।

এত তারা জেগে আছে নিশিদিন কাছে কাছে,
এত কথা কয় শত স্বরে,
তাহাদের তুলনায় আর সবে ছায়াপ্রায়
আসে যায় নয়নের পরে।
আজ সব হল সারা, বিদায় লয়েছে তারা,
নূতন বেঁধেছে ঘরবাড়ি,
এখন স্বাধীন বলে বাহিরে এসেছে চলে
অন্তরের পিতৃগৃহ ছাড়ি।

তাই এতদিন পরে আজি নিজমূর্ত্তি ধরে
প্রবাসের বিরহ বেদনা,
তোদের কাছেতে যেতে তোদিকে নিকটে পেতে
জাগিতেছে একান্ত বাসনা।
সম্মুখে দাঁড়াব যবে "কি এনেছ" বলি সবে
যদ্যপি শুধাস্ হাসিমুখ,
খাতাখানি বের ক'রে বলিব "এ পাতা ভ'রে
আনিয়াছি প্রবাসের সুখ।"

সেই ছবি মনে আসে, টেবিলের চারিপাশে
গুটিকত চৌকি টেনে আনি,
শুধু জন দুই তিন, ঊর্দ্ধে জলে কেরোসিন্,
কেদারায় বসি ঠাকুরাণী।
দক্ষিণের দ্বার দিয়ে বায়ু আসে গান নিয়ে,
কেঁপে কেঁপে উঠে দীপশিখা,
খাতা হাতে সুর ক'রে অবাধে যেতেছি প'ড়ে
কেহ নাই করিবারে টীকা!

ঘণ্টা বাজে, বাড়ে রাত, ফুরায় ব'য়ের পাত,
বাহিরে নিস্তব্ধ চারিধার;
তোদের নয়নে জল করে আসে ছলছল
শুনিয়া কাহিনী করুণার।
তাই দেখে শুতে যাই, আনন্দের শেষ নাই,
কাটে রাত্রি স্বপ্ন রচনায়,
মনে মনে প্রাণ ভরি' অমরতা লাভ করি
নীরব সে সমালোচনায়।

তার পরে দিনকত কেটে যায় এই মত,
তার পরে ছাপাবার পালা।
মুদ্রাযন্ত্র হতে শেষে বাহিরায় ভদ্রবেশে,
তার পরে মহা ঝালাফালা।
রক্তমাংস-গন্ধ পেয়ে ক্রিটিকেরা আসে ধেয়ে,
চারিদিকে করে কাড়াকাড়ি,
কেহ বলে, "ড্রামাটিক্ বলা নাহি যায় ঠিক,
লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি।"

শির নাড়ি কেহ কহে "সব সুদ্ধ মন্দ নহে,
ভাল হ'ত আরো ভাল হলে !"
কেহ বলে "আয়ুহীন বাঁচিবে দুচারি দিন,
চির দিন রবে না তা বলে !"
কেহ বলে "এ বহিটা লাগিতে পারিত মিঠা
হত যদি অন্য কোন রূপ !"
যার মনে যাহা লয় সকলেই কথা কয়
আমি শুধু বসে আছি চুপ।

লয়ে নাম লয়ে জাতি বিদ্বানের মাতামাতি
ও সকল আনিস্‌নে কানে।
আইনের লৌহ ছাঁচে কবিতা কভু না বাঁচে
প্রাণ শুধু পায় তাহা প্রাণে।
হাসি মুখে স্নেহভরে সঁপিলাম তোর করে
বুঝিয়া পড়িবি অনুরাগে।
কে বোঝে কে নাই বোঝে ভাবুক তা নাহি খোঁজে,
ভাল যার লাগে তার লাগে।

রবি কাকা।

নাটকের পাত্রগণ।

গোবিন্দমাণিক্য।	ত্রিপুবার রাজা।
নক্ষত্র রায়।	গোবিন্দমাণিক্যের কণিষ্ঠ ভ্রাতা।
বঘুপতি।	রাজ পুবোহিত।
জয়সিংহ।	বঘুপতিব পালিত রাজপুত যুবক। রাজ মন্দিবের সেবক।
চাঁদপাল।	দেওয়ান।
নযন রায়।	সেনাপতি।
ধ্রুব।	একটি পিতৃ মাতৃহীন বালক।
মন্ত্রী।	
একটি অন্ধ বৃদ্ধ।	
গৌবগণ।	

গুণবতী।	মহিষী।
অপর্ণা।	বৃদ্ধ অন্ধের ভিখারিণী কন্যা।
হাসি।	ধ্রুবর ভগ্নী।
পবিচারিকা।	

বিসর্জন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্দির। গোমতীর ঘাট। গোবিন্দমাণিক্য
পূজায় আসীন।

বেগে অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা। বিচার প্রার্থনা করি!
গোবিন্দ। কিসের বিচার?
অপর্ণা। দুই দিন দ্বারে তব কাঁদিয়া ফিরেছি,
প্রহরী তাড়ায়ে দেছে।
গোবিন্দ। প্রাসাদ থাকিতে
চাহে অন্ধ ও বধির, শত লৌহদ্বারে
দুর্ব্বলের ক্রন্দন রুধিয়া; দুঃখ দৈন্য
অত্যাচার কোথা কিছু নাই—হেন ভান
ক'রে গর্ব্বভরে উচ্চশির উচ্চপানে
তুলিয়া রাখিতে চায় চিরদিন! তাই
হেথা নিত্য আসি দেবতার মুক্তদ্বার
সিংহাসনতলে, শুনিবারে দীন দুঃখী

প্রজাব প্রার্থনা! কে তুমি, কি চাও, বৎসে,
জানাও নির্ভয়ে!

অপর্ণা। আমি ভিখাবীর মেয়ে—
পিতা মোর অন্ধ বৃদ্ধ—গান গেয়ে ভিক্ষা
মেগে ফিরি!

গোবিন্দ। আহা, তোমারে কে দিলে ব্যথা?

অপর্ণা। যতনে পালিযাছিনু আপনার কোলে
মাতৃহীন ছাগশিশু। দুধেব মতন
শাদা—কেবল কপালে ছিল কালো বেখা।
"কমল" বলিযা তাবে ডাকিতাম—এই
পৃথিবীতে এসে, শুধু সে চিনেছে দুটি
কাঙালেবে—বাছনি আমাব। তাবে কেন
কেড়ে নিলে?

গোবিন্দ। এমন নির্দ্দয কে সে?

অপর্ণা। নিত্য
তাবে সাথে নিয়ে ফিবি, সেদিন আকাশে
মেঘ দেখে, শুষ্ক তৃণ বিছাইযা,ঘবে
রেখে তাবে, ভিক্ষায বাহির হযেছিনু।
ফিবে গেনু বেলা না ফুবাতে, যাহা পেনু
তাই হাতে নিযে। গিয়ে দেখি তৃণদল
ছড়াছড়ি যায আঙিনায়—অন্ধ পিতা
কাঁদিছেন দ্বাবে—কমল আমাব নেই।

গোবিন্দ। জান, কে নিযেছে তাবে?

অপর্ণা। বাজভৃত্য তব।
বাজমন্দিবেব পূজা। বলিব লাগিযা

নিয়ে গেছে। মরি মরি কেঁদেছিল কত
আমারে ডাকিয়া—চেয়েছিল চারিদিকে
ব্যাকুল নয়নে—কেন আমি শুনিতে না
পেনু তাহা! কেন প্রাণ কাতর হইয়া
ছুটিয়া এল না!—মূল্য তারা রেখে গেছে!
দরিদ্রজনের মর্ম্মবেদনার মূল্য!
তাম্রখণ্ড ক'টা রাঙা আঙারের মত
দহিতেছে করতল! এই লও, প্রভু!
আজ্ঞা কর তারে ফিরে দিতে!

গোবিন্দ। (নেপথ্যে চাহিয়া) জয়সিংহ।

জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়। কি আদেশ মহারাজ!

গোবিন্দ। ক্ষুদ্র ছাগশিশু
দরিদ্র এ বালিকার স্নেহের পুত্তলি,
তারে না কি কেড়ে আনিয়াছ মার কাছে
বলি দিতে? এ দান কি নেবেন জননী
প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে?

জয়। কেমনে জানিব,
মহারাজ, কোথা হতে অনুচরগণ
আনে পশু দেবীর পূজার তরে!—হাঁ গা,
কেন তুমি কাঁদিতেছ? আপনি নিয়েছে
যারে বিশ্বমাতা, তার তরে ক্রন্দন কি
শোভা পায়?

অপর্ণা। কে তোমার বিশ্বমাতা! মোর

শিশু চিনিবে না তারে। মা-হারা শাবক
জানে না সে আপন মায়েরে। আমি যদি
বেলা ক'রে আসি, খায় না সে তৃণদল,
ডেকে ডেকে চায় পথপানে—কোলে ক'রে
নিয়ে তারে, ভিক্ষা অন্ন তিন জনে ভাগ
করে খাই। আমি তার মাতা!

জয়। মহারাজ,
আপনার প্রাণঅংশ দিয়ে, যদি তারে
বাঁচাইতে পারিতাম দিতাম বাঁচায়ে।
কি জানি সে দৈবক্রমে যদি বেঁচে থাকে
খুঁজে আসি একবার।

অপর্ণা জয়সিংহ প্রস্থান।

গোবিন্দ। এখনো এলনা
তারা দুটি ছেলে মেয়ে, আনন্দ আমার।
প্রতিদিন প্রাতে আসে—যেন তা'রা মোর
সুপ্তচিত্ত বাতায়নে দুটি কিরণের
রেখা,—প্রভাতের প্রথম সংবাদ নিয়ে
আসে, বৈকুণ্ঠের দুটি শুভ্র দূতশিশু।
দু'খানি আঁচল ভ'রে ফুল তুলে দিই,
ছোট হৃদয়ের ছোট আশা মিটে গিয়ে
নির্ম্মল হাসিটি ফোটে দুটি রাঙা ঠোঁটে,
তবে মোর পূজা সাঙ্গ হয়—তবে দেখা
দেয় উদয় গগনভালে দেবতার
প্রসন্ন প্রকাশ। ওই আসে।

হাসি ও ধ্রুব প্রবেশ।

হাসি। রাজা, আমি
এসেছি।

ধ্রুব। আমি এসেছি।

গোবিন্দ। দুটি ভাই বোন
যেন ধ্বনি প্রতিধ্বনি! (ধ্রুবের প্রতি) কে তুমি, চিনিনে
আমি।

হাসি। বল্ ভাই, আমি "তাতা"।

ধ্রুব। আমি তাতা।

হাসি। আমাদের তাতা! তুমি ওকে কি দিয়েছ
নাম, মুখে আসেনাক! ও ত ধ্রুব নয়।
কি বলিস্ ভাই! তুই আমাদের তাতা।

ধ্রুব। আমি তাতা!

হাসি। আমি তোর দিদি!

ধ্রুব। তুমি দিদি!

হাসি। (ধ্রুবর প্রতি) চল্ ভাই, মন্দিরে ঠাকুর দেখে আসি,
চল্! জান রাজা, আমি ওকে শিখিয়েছি
মন্দির বলিতে। ও আগে বলিত "নন্দি।"
তাতা ভাই, বল্ দেখি মন্দির কোথায়!

ধ্রুব। ওই যে মন্দির!

হাসি। (রাজার প্রতি) তাতা ভাই সব জানে।
চল্ ভাই! (রাজার হাত ধরিয়া) চল রাজা!

গোবিন্দ। (ধ্রুবের প্রতি) এই হাত ধর!

ধ্রুব সরিয়া গিয়া হাসির অঞ্চল গ্রহণ।

ও কেবল আপন দিদির অঞ্চলের
ধন—আর কারো নয়! নূতন এসেছে
ধরণীতে—কে ওরে শিখালে, এ সংসার
সংশয়ের ঠাঁই? এ জগতে, আপনার
জন ছাড়া কেহ আর নাহি কি আপন?
(মন্দিরের সোপানের কাছে আসিয়া)

হাসি। এ কিসের দাগ রাজা?

গোবিন্দ। রক্তচিহ্ন মাতঃ।

হাসি। (শিহরিয়া) মাগো! এত বক্ত কেন?

গোবিন্দ। এত রক্ত কেন?
তুই কি শুধালি? কিম্বা শুধাইল দেবী?
কিম্বা এ আমার আপন মর্ম্মের মাঝে
আপনি উঠিল বেজে—"এত রক্ত কেন?"
তাইত মা, এত রক্ত কেন?
(মন্দিরের প্রতি) মাগো, এত
রক্ত কেন?

হাসি। আয় ভাই, আমরা দুজনে
রক্ত মুছে ফেলি।
(বসন প্রান্ত ভিজাইয়া ভাই বোনে রক্ত মুছিতে প্রবৃত্ত)

অপর্ণা জয়সিংহের প্রবেশ।

অপর্ণা। মা তাহারে নিয়েছেন?
মিছে কথা! রাক্ষসী নিয়েছে তারে!

জয়। ছি, ছি,

ও কথা এনোনা মুখে!

অপর্ণা। মা, তুমি নিয়েছ
কেড়ে দরিদ্রের ধন? রাজা যদি চুরি
করে, শুনিয়াছি নাকি, আছে জগতের
রাজা, তুমি যদি চুরি কর, কে তোমার
করিবে বিচার? মহারাজ, বল, তুমি—

গোবিন্দ। বৎসে, আমি বাক্যহীন! এত ব্যথা কেন?
এত রক্ত কেন? কে বলিয়া দিবে মোরে?

জয়। মাতারে কোরোনা দোষী! আমি অপরাধী!
মোর পরে কর রোষ! আমি দণ্ড লব
নিজ শিরে!

উভয়ের প্রস্থান।

হাসি। এইবার সব মুছে গেছে!
চল রাজা এখন্ মন্দিরে যাই!

গোবিন্দ। না, না,
বৎসে, আজ থাক্! আজ মন্দিরেতে নয়!

প্রস্থান।

গুণবতীর প্রবেশ।

গুণবতী। মা'র কাছে কি করেছি দোষ! ভিখারী যে
উদরের দায়ে সন্তান বিক্রয় করে
তারে দাও শিশু—পাপিষ্ঠা যে লোকলাজে
সন্তানেরে বধ করে, তার গর্ভে দাও
পাঠাইয়া—অসহায় জীব! আমি হেথা

সোনার পালঙ্কে মহারাণী, শত শত
দাস দাসী সৈন্য প্রজা লয়ে বসে আছি
তপ্তবক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ
লালসিয়া, আপনার প্রাণের ভিতরে
আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে
অনুভব,—এই বক্ষ, এই বাহু, এই
কোল, এই দৃষ্টি দিয়ে, রচিতে নিবিড়
ক'রে একটি জীবন্ত নীড়, একটুকু
প্রাণকণিকার তরে! একটি নূতন
আঁখি প্রথম আলোকে হেরিবে আমার
মুখ,—ফুটিবে আমারি কোলে কথাহীন
কচি রাঙা ঠোঁটে, অকারণ আনন্দের
প্রথম হাসিটি। মাতঃ, কোন্ পাপে মোরে
করিলি বঞ্চিত মাতৃস্বর্গ হতে?

রঘুপতির প্রবেশ।

প্রভু,
চিরদিন মা'র পূজা করি। জেনে শুনে
কিছুত করিনি দোষ। পুণ্যের শরীর
মোর স্বামী মহাদেবসম—তবে কোন্
দোষ দেখে আমারে করিল মহামায়া
নিঃসন্তানশ্মশানচারিণী?

রঘু। মা'র খেলা
কে বুঝিতে পারে বল? পাষাণ-তনয়া
ইচ্ছাময়ী, সুখ দুঃখ তাঁরি ইচ্ছা। ধৈর্য্য

ধর! এবার তোমার নামে মা'র পূজা
হবে। প্রসন্ন হইবে শ্যামা!

গুণ। এবৎসর
আমি নিজে দিব পূজার বলির পশু!
করিনু মানৎ, মা যদি সন্তান দেন্
বর্ষে বর্ষে দিব তাঁরে একশ' মহিষ,
তিন শত ছাগ!

রঘু। পূজার সময় হল।

প্রস্থান।

গুণ। ওই তারা আসিতেছে দুই ভাই বোনে!
ওদের দেখিলে, কেন জ্ব'লে ওঠে বুক,
পূজা যায় ঘুরে? যেথা যাই সেথা কেন
ওরা দোঁহে মোর চখে পড়ে—মনাগুণ
জ্বালাইয়া রাখে, স্থির হতে নাহি দেয়
মোরে। ওরে, তোরা চুরি করে নিয়েছিস্
আমার সন্তান তরে যে আসন ছিল।
না আসিতে আমার বাছারা, তাহাদের
পিতৃস্নেহপরে তোরা বসাইলি ভাগ!
রাজহৃদয়ের সুধাপাত্র হতে, তোরা
নিলি প্রথম অঞ্জলি, কে তোরা পথের
ছেলে! রাজপুত্র এসে তোদের প্রসাদ
পাবে!

হাসি ও ধ্রুবর প্রবেশ।

হাসি। আয় ভাই তাতা, ফুলগুলি রেখে

আসি মা'র পার কাছে। জানিস্, কেমন
করে প্রণাম করিতে হয়?

গুণ। কে আছিস,
নিয়ে যা দুরন্ত দস্যুদের! (হাসি ও ধ্রুবের ভীতভাব)
না, না, ছি, ছি,
পরের ছেলেরে হিংসা ক'রে অকল্যাণ
হবে, লাগিবে পুত্রহীনারে মাতৃশাপ।
আয় বাছা, ভয় নেই, আরো ফুল দেব—
হাসিমুখ কর্ দেখি! শুভ হাস্যমুখ
দেখে, দুরদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়া উঠে!
ওই আসিছেন মহারাজ! যা যা তোরা,
আড়ালে লুকায়ে থাক্—শীঘ্র পলায়ন
কর্ হেথা হ'তে!

হাসি ও ধ্রুবর প্রস্থান।

গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ।

কারে খুঁজিতেছ, প্রভু,
ম্লানমুখে?

গোবিন্দ। দুটি ছোট ভাইবোন আসে
মোর কাছে প্রতিদিন প্রাতে। আমি ফুল
তুলে দিই, তা'রা দেয় দেবীর চরণে।
আজিকে উদ্বিগ্নমনে দুশ্চিন্তার বশে
মন্দিরের দ্বার হতে ফিরে গিয়েছিনু,
প্রাতঃসন্ধ্যা অসম্পূর্ণ। ফিরিয়া এসেছি
খুঁজিতে তাদের—যাদের কোমল দুটি

করপুটে দ্বিগুণ নির্ম্মল হয়ে ওঠে
পূজার কুসুমগুলি।

গুণ। এ কি ছেলেখেলা
মহারাজ! ভূপতিরে এ কি শোভা পায়!

গোবিন্দ। ছেলেখেলা! কা'র ছেলেখেলা? শিশুদের
মুখে যিনি ফুটালেন অকলঙ্ক হাসি,
সঙ্গীহীন শিশুসনে আপনি করেন
খেলা, হাসান্, কাঁদান্, দেখান্ জগত-
দৃশ্য, আনেন টানিয়া চারিদিক্ হতে
দুর্ব্বলের পরে সবলের অনিবার
স্নেহ—তাঁরি ছেলেখেলা!
অনুমতি কর,
দেখে আসি কোথা আছে তারা!

গুণ। একটুকু
স্থির হও মহারাজ! চক্ষে দেখিয়োনা
অন্ধকার! আছে তারা! আছে, আছে! ছি ছি!
কোথাকার কুলশীলহীন, তাহাদের
এত ভালবাসা! দেবীর কৃপায় যবে
রাজপুত্র আপনি আসিবে পিতৃদ্বারে,
কি পাবে সে? ভগ্ন স্নেহ, আধখানি কোল!
ভিখারীর ছেলে এর চেয়ে বেশি পায়
ভূমিতলে এসে! এই কি উচিত তব?

গোবি। স্নেহ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, যত দান
কর। স্রোতস্বতী হয়ে ওঠে, যত ঝরে
নির্ঝরের ধারা।

গোবিন্দ

গুণ। (স্বগত) দুর্ভাগিনী, রাজচক্ষে
আছি অপরাধী হ'য়ে! দগ্ধগর্ভে মোর,
স্বামীর স্নেহের ধন নারিনু বহিতে!
মহামায়া, কত রক্ত কত প্রাণ চাস্
আমারে করিতে দান সেই প্রাণ টুকু!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অপর্ণার কুটীর।

অপর্ণার অন্ধ পিতা ও জয়সিংহ।

অন্ধ। তার কথা শুধাইছ? এক মাত্র কন্যা
সে আমার। আর যারা ছিল, ভগবান
নিয়েছেন একে একে! জীর্ণ তরু বেঁধে
রাখে লতা, পরস্পর আশ্রয় আশ্রিত,
সেই মত আছি মোরা দোঁহে। বড় ভয়,
বড় সুখ, শুধু দুই জনে দুজনার!
লোকলাজ লোক ব্যবহার কিছুই সে
শেখে নাই—একা আসে, একা চলে যায়।
আমি গেলে এ জগতে কে তার রহিবে,
তাই তারে শিখায়েছি চির-একাকিনী
হতে! শঙ্কাহীন সরলতা একমাত্র
সতত-সহায় তার, আর তিনি, যিনি

অনাথের নাথ, সঙ্গী একাকীর। কিন্তু—
কে তুমি? এসেছ কেন দরিদ্র কুটীরে?
শুধাইছ কেন তার কথা? তোমার সে
কেহ নয়—তারে তব কোন্ প্রয়োজন?
নির্দ্ধনের একমাত্র ধন, ওরে, তোরা
তারে করিস্‌নে চুরি! তোমাদের দয়া
চাহিনে, চাহিনে আমি—তারে নিয়ে যত
দুঃখে কষ্টে থাকি সেই মোর বড় সুখ!
মনে করিতেছ কেহ নাই তার—অন্ধ
আমি বৃদ্ধ বলহীন? তাই তারে আরো
ভয় কোরো। অসহায় অনাথ যাহারা
বিশ্বের অতিথি তারা!

জয়। পিতা, এতই কি
ক্রূর এ জগৎ? দয়া শুধু একমাত্র
জগৎ মাতার আছে, তাঁর সন্তানের
কিছু নাই?

বৃদ্ধ। বৎস, তোর বড় মিষ্ট কথা!
ক্ষমা কর্ মোরে? অন্ধ আমি; পদে পদে
পৃথিবীরে সন্দেহ করিয়া ফেলি পদ।
শত্রু মিত্র সকলেই সমান আঁধার
মোর চখে।—বল বৎস, আমার অপর্ণা
কেমন দেখিতে? শুনিয়াছি লোকমুখে—
যেমন কোমল কণ্ঠ তার, মুখখানি
তেমনি মাধুরীমাখা!

জয়। দেখে তারে মনে

হয়, স্বর্গ হতে এসেছেন কোন্ দেবী
অয়ি ভিক্ষাছলে নির্দ্দয়েরে শিখাইতে
দয়া!

অন্ধ। মরি মরি, বড় মিষ্ট কথা তোর!
অপর্ণা আমার করুণারূপিনী দেবী!
বিভু তোর করুন কল্যাণ! এ অন্ধেরে
বড় সুখ দিলি আজ!—অপর্ণা আমার
একান্ত অবোধ, তবুও অনেক বোঝে!
একা একা থাকে, একা একা চিন্তা করে
নিজ মনে, অন্তর আপন চিন্তাতাপে
আপনি ফুটিয়া ওঠে,—বাহিরে না পায়
সমাজ সংশ্রব; বাহিরে বালিকা তাই
অন্তরে রমণী। যখন শুনাই তারে
পুরাণ কাহিনী—মনে করি বুঝি কিছু
বুঝিবে না, সহসা এমন কথা বলে
মাঝে মাঝে, শুনিয়া অবাক্ হয়ে থাকি!
অনেক সহজ কথা বুঝিতে পারে না,
অনেক গভীর কথা বোঝে! কিন্তু বৎস,
সত্য করে বল কি কাজে এসেছ তুমি,
তার কথা কেন শুধাইছ?

জয়। তবে শোন!
অজ্ঞানে দিয়েছি বলি দেবীর চরণে
তোমার পালিত ছাগশিশু। বালিকার
চখে তাই দেখেছি কাতর অশ্রুজল।
সে হতে অধীর চিত্ত খুঁজিছে তাহার

প্রতিকার। চল পিতা মন্দিরেতে র'বে,
পুত্র হয়ে র'ব আমি, করিব তোমার
সেবা, যদি ক্ষমা কর মোরে!

অন্ধ। নানা বৎস!
হেথা হতে কোথা যাবে? মন্দিরেতে বহু
লোক, বহু দৃষ্টি, আমি দৃষ্টিহীন। ক্ষমা
তোরে করিয়াছি আমি! দেবকার্য্যে কোন
দোষ নাই—আমি তাহা বুঝি—অপর্ণারে
বুঝান কঠিন হবে বটে! এখনো সে
দেব দেবী চেনে নাই! আমি চলে গেলে,
আরো একা হবে যবে, তখন চিনিবে
দেবতারে! ওই পদধ্বনি! ওই শোন
পালিত বিহঙ্গ উঠেছে চঞ্চল হয়ে
পিঞ্জরের মাঝে। এ কুটীরে সকলেই
চেনে তারে, যত সব মাতৃহীন জীব!
এইবার দ্বারে এল! কইরে অপর্ণা,
এসেছিস্ বাছা?

(নেপথ্যে) এসেছি, এসেছি পিতা।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দির প্রাঙ্গন। জনতা।

গণেশ। এবারে রক্তমেখে নৃত্য কর্‌ব। এবার বড় আনন্দ!

হারু। এবারে ছেলে বুড়ো সবাই রাঙা হয়ে মায়ের সন্তান সাজ্‌ব।

কানু। এবছর রাণীমা তিনশো পাঁঠা, একশো এক মোষ ঠাকরুণকে দিয়েছে। রাণীমার জয় হোক্!

গণেশ। এবারে শ্যামা মা পেটভ'রে রক্ত খেয়ে নেবে।

সকলে নৃত্য। ও গান।

বিভাস। কাওয়ালি।

ঝরঝর রক্ত ঝরে কাটামুণ্ডু বেয়ে।
ধরণী রাঙা হল রক্তে নেয়ে!
ডাকিনী নৃত্য করে প্রসাদ রক্ততরে,
তৃষিত ভক্ত তোমার আছে চেয়ে!

গণেশ। (নেপালের প্রতি) ওহে, তোমরা ত দক্ষিণদ থেকে পূজো দেখ্‌তে এসেছ! তোমাদের যে বড় জাঁক ছিল—কেমন! তোমাদের এমন ঠাকরুণ আছে?

নেপাল। ওবে,সোণা দিয়ে হাত বাঁধিয়ে দিলেই কি ঠাকরুণ হয়? আমাদের দক্ষিণেশ্বরী জাগ্রত দেবতা। তোদের ঠাকরুণ পাঁটা খেয়ে থাকে আমাদের মা আস্ত মানুষ গেলে!

হারু। শোন একবার কথা শোন! তোদের দেশে মানুষ আছে না কি?

কানু। ওদের যেমন মানুষ তেম্‌নি ঠাকরুণ!

জন্মেজয়। কেহে তুমি বেল্লিক—আমাদের দেশে—

নেপাল। আরে তুই রোস্! আমি এব জবাব দিচ্চি! বলি, ও আক্কেলমন্ত! মানুষ যদি না থাক্‌বে ত আমরা হলুম কোথা থেকে? আমরা কি ভুঁই ফুঁড়ে উঠেছি?

জন্মেজয়। বেশ জবাব দিয়েছ! আচ্ছা জবাব দিয়েছ! বেটার মুখের মত জবাব হয়েছে!

হারু। ওহে, তোমরা সবাই সাক্ষী থাক আমাকে "বেটা" বলেছে!

নেপাল। শালা, আমাদের ঠাকরুণকে—

হারু। শুন্‌লে? সকলেই শুন্‌লে? ও ব্যক্তি আমাকে বেটা বলেছে, আবার এব্যক্তি আমাকে শালা বল্লে!

নেপাল জন্মেজয়। ছশোবার বল্‌ব।

হারু। হ্যা দেখ বাপু, নেই বা বল্লে! ওতে কি তোমাদের বড় সুখ্যাৎ হবে? আচ্ছা, আমি তোমাকে ভালমানুষের মত বাপু বল্‌চি, বাছা বল্‌চি, তুমি কেবল বল যে আমাকে বেটা বলনি তা হলেই আজকের মত গোলমাল চুকে যায়।

কানু ও গণেশ। চলনা এখান থেকে বেরিয়ে মাঠে যাওয়া যাক্! দেখি কোন্ দল জেতে!

নেপাল জন্মেজয়। চল না রাজি আছি!

হারু। তা যাওনা, তোমরা এগোওনা! আমি আস্‌চি! তামাক খেয়ে আস্‌চি!

প্রস্থান।

জয়সিংহ অপর্ণার প্রবেশ।

জয়। আমারে নিষ্ঠুর ব'লে মনে কর যদি,
নিষ্ঠুরতা হবে! ওই চোখে দুই ফোঁটা
জল শুষ্ক হয়ে গেছে—তপ্ত অনুতাপ
রেখে গেছে আমার মর্ম্মের মাঝখানে!
তোমার হৃদয়ব্যথা আমার হৃদয়ে
এসে পেয়েছে চিরজীবন!

অপর্ণা। তোমাপরে
পারিনে করিতে রোষ! তুমি আমাদেরি

একজন। অশ্রু দেখে অশ্রু পড়ে তব,
অপরাধে অনুতাপ হয়—ব্যথা দিয়ে
ব্যথা পাও শেষে; তুমি যদি নিয়ে থাক
কোলের বাছারে মোর—ক্ষমা করিলাম!
কিন্তু ওর কোন দয়া আছে? দেখ চেয়ে!
সে আমার একান্ত তরুণ ক্ষুদ্রতনু
ভিখারীর স্নেহজীবী জীবশিশু, তারি
শোণিত শোষণ ক'রে করিয়াছে পান
ওই লালায়িত জিহ্বা—তবু ওর কোন
লজ্জা আছে? দেখ! দেখ!

জয়। ও কথা বোলো না!
আমরা কেবল মানবের মন জানি,
দেবের রহস্য আমাদের অগোচর।
মোরে যদি মার্জ্জনা করেছ, থাক তবে
মন্দিরেতে বৃদ্ধ পিতা সনে। তোমাদের
দুঃখ দূর করে দিয়ে আমি ধন্য হই!

অপর্ণা। দুঃখ দূর করে দেবে? আমার কিসের
দুঃখ? অনেক ত আছে পথের কাঙাল!
দুই বেলা দয়া আমি পাই দ্বারে দ্বারে,
মিটেছে দয়ার সাধ বহু দিন হ'তে,
আরো দয়া আবশ্যক কি বা!

জয়। ক্ষম মোরে!
আমিও যে দরিদ্র বালক। ভিখারীর
মত নহে, থাক হেথা অতিথির মত!
জান ত বালিকা, অতিথি দেবতা সম।

অপর্ণা। বালিকা! বালিকাতরে অতিথি সম্মান!
কাঙাল বালিকা! ভিক্ষা ভাল, ভিক্ষা ভাল!

(গান গাইতে গাইতে প্রস্থানোদ্যম।)

দেশ। একতালা।

আমি একলা চলেছি এ ভবে!
আমায় পথের সন্ধান কে কবে!

হাসিকে কোলে লইয়া কেদারেশ্বরের প্রবেশ।

কেদার। দীনের সহায় তুমি জয়সিংহ। তাই
বিপদের কালে এসেছি আশ্রয়ে তব।
রাত্রি হতে পিতৃহীনা ভ্রাতুষ্কন্যা মোর
রোগে অচেতন। অজ্ঞ আমি কি করিব
ভাবিয়া না পাই! এসেছি তোমার কাছে
দেবীর দুয়ারে!

জয়। কিছু ভয় নেই ভাই!
আপনি করিব সেবা। আছে দয়াময়ী,
হত্যা দিয়ে পড়ে র'ব দুয়ারে তাঁহার।
এই শয্যা আছে মোর, করাও শয়ান!

অপর্ণা। আহা মরি, এত টুকু দেহ, এত তাপ
তাহে! কি নীরব বেদনায় ওই ছোট
মুখখানি শীর্ণ শুষ্ক ম্লান হয়ে গেছে!
মুদে গেছে নয়ন পল্লব! আয় এই
বুকে। যদি হেথা হতে পারিস্ জীবন
টেনে নিতে!

(জয় সিংহের প্রতি) আমিও করিব এর সেবা।
আমারে লয়েছ কাছে এরে কাছে লয়ে !

গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ।

গোবিন্দ। তারা কোথা গেল ? আজ কেন না দেখিনু
মন্দিরে তাদের ? একি ! হেথা কেন শুয়ে—
বৎসে, চেয়ে দেখ !
জয়। বালিকা চেতনাহীন
মহারাজ, রোগে তাপে অভিভূত।
গোবি। রোগে
অভিভূত ! যাও জয়সিংহ, শীঘ্র যাও,
রাজবৈদ্য ডেকে আন !
জয়। যাই ডেকে আনি !
কিন্তু মহারাজ, বৈদ্যের অসাধ্য ব্যাধি !
ক্ষীণ জীর্ণদেহে প্রাণ লেশ মাত্র আছে !
এখন যা' করে দয়াময়ী !

প্রস্থান।

হাসি। (অচেতন অবস্থায়) রক্ত ! রক্ত !
গোবি। এখনো কি মোছে নি, মা, করুণ হৃদয়
হ'তে সেই শোণিতের দাগ !

ধ্রুবের প্রবেশ।

ধ্রুব। দিদি কোথা !
গোবিন্দ। হেথা তোর দিদি !
ধ্রুব। (হাসিকে জাগাইতে চেষ্টা) দিদি !

হাসি। (হাত বাড়াইয়া) কেন তাতা ভাই!

গোবিন্দ। বৎসে, জেগেছ কি?

(হাসি নিরুত্তর)

আর সকলের পরে
অচেতন, শুধু ছোট ভাইটির সাথে
চেতনার সূত্রে বাঁধা অন্তরের প্রাণ।

ধ্রুব। কি হয়েছে? বেজেছে দিদিরে?
(গলা জড়াইয়া) দিদি, কোথা
বেজেছে তোমার? রাগ করেছিস্ ভাই?
তাতারে ক'বি নে কথা? দিদি উঠ্‌বিনে?

হাসি। (চক্ষু মেলিয়া) এই, উঠি ভাই! ওমা, এত রক্ত কেন?
আয় ভাই তাতা, আমরা দুজনে, রক্ত
মুছে ফেলি!

গোবিন্দ। ভয় নেই মাতঃ! আমি এই
রক্ত স্রোত বন্ধ ক'রে দিব!

রাজবৈদ্য লইয়া জয়সিংহের প্রবেশ।

গোবিন্দ। শীঘ্র দেখ
এসে।

বৈদ্য। (নাড়ি দেখিয়া) শেষ হয়ে গেছে!

গোবিন্দ। কি হয়েছে?

বৈদ্য। আর
প্রাণ নাই দেহে!

অপর্ণা। (ধ্রুবকে টানিয়া) ওরে দিদিহারা ভাই,

অমন করিয়া কার্ মুখপানে চাস্ ?
আমি যদি দিদি হইতাম তোর !

বাদ্য বাজাইয়া বাদক দলের প্রবেশ।

গোবিন্দ। থাম্ !
বাদ্য বন্ধ কর্ ! চলে যা' এখান হতে !

জয়। রাজন্, দেবীর বলি দিলেন পাঠায়ে
রাণী মাতা, তাই বাদ্য বাজে !

গোবি। ফিরাইয়া
লয়ে যাও ত্বরা করি। আজ্ঞা দিব পরে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজসভা।

নয়ন রায়, চাঁদপাল।

নয়ন। মুণ্ড তুমি পাবে ! আমি শুধু পাব দেহ ?

চাঁদ। কি করিবে ভাই ? পাঁঠার একটা বই
মুণ্ড নয়, বাকি সমস্তই ধড় !

নয়ন। আমি
রাজ-সেনাপতি, আমি পাব পশ্চাতের
দিক্ !

চাঁদ। অগ্র ও পশ্চাৎ ওশুধু মনের ভ্রম।
ল্যাজা হতে জন্তুটার আরম্ভ ধরিলে
মুণ্ডটা পশ্চাতে পড়ে।
নয়ন। এ রাজ্যের সেই
বুঝি বিধি! তাই তুমি আগে উঠিয়াছ,
আমি পড়েছি পশ্চাতে।
চাঁদ। এ রাজ্য তোমার
যোগ্য নয়! হেথাকার আশ্চর্য্য নিয়ম!
হেথা রাজা আগে, তাব পরে রাজমন্ত্রী,
দেওয়ান তাহার পবে, তার পরে তুমি
সেনাপতি। সর্ব্ব অগ্রে তুমি পাবে স্থান,
হেন দেশে কর গিয়ে বাস,—চুকে যাবে
গণ্ডগোল, ল্যাজামুড়ো সব তুমি নিয়ো!
নয়ন। কি বলিছ চাঁদরায়! এত বড় স্পর্দ্ধা
তব! রাজারে লঙ্ঘিতে আমি চেয়েছি কি
কভু? হেন কথা মুখে আন?
চাঁদ। ওই শোন!
এ কথা কখন্ হল? বোঝ ভাল ক'রে!
সংসারের পথ দীর্ঘে বড়, প্রস্থে ছোট,
তাই হেথা এত আগুপিছু; তা না হলে
তুমি, আমি, মন্ত্রী, বাজা, এক সাব বেঁধে
সকলেই সমান সম্মুখে বের হ'ত,
চির-হাস্যবিকশিত দাঁতেব পাটিব
মত! হত অপরূপ শোভা!

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। ক্ষান্ত হও!
প্রতিদিন তোমাদের বিবাদ কলহ?
ছিছি সেনাপতি!

চাঁদ। দেখ দেখি মন্ত্রিবর,
সামান্য পাঁঠার মুণ্ড নিয়ে গণ্ডগোল।
সেনাপতি যে বিষম ক্ষাপা, নিজ মুণ্ড
রক্ষা হলে বাঁচি, ছাগমুণ্ড ছাগলের
থাক্!

নয়ন। বলির পশুর মুণ্ড চিরকাল
পেয়ে আসিয়াছে আমাদের রাযবংশ;
আজ কেন এত অসম্ভ্রম মন্ত্রী? আজ
তারি বিচার মাগিব রাজার চরণে।

চাঁদ। কাহারো বা উচ্চবংশ, কারো উচ্চপদ।
বংশ পিতৃপুরুষের, পদ আপনার।
উচ্চবংশ সুখে থাকে উচ্চ অতীতের
অগ্রশাখে বসি—উচ্চপদ ভর করে
বর্ত্তমানে। তোমরা পেয়েছ ভাই কত
দিন হতে ছাগমুণ্ড। তাহারি কঙ্কাল
গ'ণে গ'ণে জীবন কাটিয়ে দিতে পার!
দু চারটে কাঁচামুণ্ড নিয়ে আমি সুখে
থাকি—উচ্চবংশ-উচ্চচূড়া হতে ইথে
তব দ্বেষ-দৃষ্টি কেন ভাই?

নয়ন। চুপ কর!

ভাই ভাই কোরোনা আমারে! ভাই নাম
সহজে অমৃতময়, গরলে ভরিয়া
ওঠে কারো কারো মুখে!

মন্ত্রী। কথায় কথায়
চাঁদপালে অপমান কর সেনাপতি!
মহারাজ অসন্তুষ্ট তোমাপরে তাই,
তোমার সম্মান কেড়ে নিয়ে, চাঁদপালে
করেছেন দান!

নয়ন। মন্ত্রী সেই মৃত্যুশেল
বাজিয়াছে বুকে! মহারাজ, চিনিলেনা
মোরে! আমি তব স্বেচ্ছায় বিক্রীত দাস!
চাঁদপালে আমি করি অপমান? গুপ্ত
কীট দংশে পদতল; বিষের জ্বালায়
চরণ প্রহার করি ভূমিতলে—তারে
বলে অপমান!

চাঁদপাল। (হাসিয়া উঠিয়া) মরি কি অমৃতময়
দংশন তোমার!

মন্ত্রী। কিছুতেই ঘুচিল না
তব অসন্তোষ! সম্ভ্রম সম্মান নিয়ে
অহরহ করিছ বিবাদ, সেনাপতি!

নয়ন। এই কি বুঝিলে মন্ত্রী? দুটো মিষ্ট কথা
পেলে কৃতার্থ যে হয়, তার অসন্তোষ!
জেনো মন্ত্রী অতিরিক্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি যার
তারি নিত্য অকারণ অসন্তোষ! বুদ্ধি
তার বিশ্বচরাচর বিঁধিতে ব্যাকুল।

আমার ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি নেই! শুধু আছে
ভক্তের হৃদয় আর সৈন্যের কৃপাণ!

রাজা, রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ।

সকলে উঠিয়া। জয় হোক্ মহারাজ!
রঘু। এসেছি বলির
পশু সংগ্রহ করিতে রাজার ভাণ্ডারে!
গোবিন্দ। এ বৎসর হতে মন্দিরেতে জীববলি
হইল নিষেধ!
নয়ন। বলি নিষেধ!
মন্ত্রী। নিষেধ!
নক্ষত্র। তাইত! বলি নিষেধ!
রঘু। এ কি স্বপ্নে শুনি?
গোবিন্দ। স্বপ্ন নহে প্রভু! এতদিন স্বপ্নে ছিনু,
আজ জাগরণ! বালিকার মূর্ত্তি ধ'রে
স্বয়ং জননী মোরে ব'লে গিয়েছেন
জীবরক্ত সহে না তাঁহার!
রঘু। এতদিন
সহিল কি ক'রে? সহস্র বৎসর ধরে
রক্ত করেছেন পান আজি এ অরুচি?
গোবিন্দ। করেন নি পান! মুখ ফিরাতেন দেবী
তোমরা যখন করিতে শোণিতপাত!
রঘু। মহারাজ, কি করিছ ভাল করে ভেবে
দেখ! শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে!
গোবিন্দ। সকল শাস্ত্রের বড় দেবীর আদেশ!

রঘু। একে ভ্রান্তি, তাহে অহঙ্কার! অজ্ঞ নর,
তুমি শুধু শুনিয়াছ দেবীর আদেশ,
আমি শুনি নাই?

নক্ষত্র। তাই ত কি বল মন্ত্রী,
এ বড় আশ্চর্য্য! ঠাকুর শোনেন নাই?

গোবিন্দ। (উচ্চে স্বগত) বহুকাল হতে কঠিন হযেছে যার
প্রাণ, বধির হৃদয়ে তার নাহি পশে
দেবের আদেশ!

রঘু। পাষণ্ড, নাস্তিক তুমি!

গোবি। ঠাকুর, সময় নষ্ট হয়। যাও এবে
মন্দিরেব কাজে! প্রচাব করিয়া দিয়ো
পথে যেতে যেতে, আমার ত্রিপুররাজ্যে
যে করিবে জীবহত্যা জীবজননীর
পূজাচ্ছলে, তারে দিব নির্ব্বাসন দণ্ড!

রঘু। এই কি হইল স্থিব?

গোবি। স্থির এই!

রঘু। (উঠিয়া) তবে
উচ্ছন্ন! উচ্ছন্ন যাও!

চাঁদ। (ছুটিয়া আসিযা) হাঁ হাঁ! থাম! থাম!

গোবি। বোস চাঁদপাল! ঠাকুব বলিয়া যাও!
মনোব্যথা লঘু ক'রে যাও নিজ কাজে!

রঘু। তুমি কি ভেবেছ মনে ত্রিপুর-ঈশ্বরী
ত্রিপুরার প্রজা? প্রচাবিবে তাঁর পরে
তোমার নিয়ম! হবণ করিবে তাঁর

বলি! হেন সাধ্য নাই তব! আমি আছি
মায়ের সেবক!

প্রস্থান।

নয়ন। ক্ষমা কর অধীনের
স্পর্দ্ধা মহারাজ! কোন্ অধিকারে, প্রভু,
জননীর বলি—

চাঁদ। শান্ত হও সেনাপতি!
নৃপতিরে অনাহূত উপদেশ দেওয়া
নহেত তোমার কাজ! (চুপি চুপি) সকলেই রাজা
হবে—এ রাজ্যের এমন নিয়ম নহে।

মন্ত্রী। মহারাজ, একেবারে করেছ কি স্থির?
আজ্ঞা আর ফিরিবে না?

গোবিন্দ। আর নহে মন্ত্রি;
বিলম্ব উচিত নহে বিনাশ করিতে
পাপ!

মন্ত্রী। পাপের কি এত পরমায়ু হবে?
কত শত বর্ষ ধরে যে প্রাচীন প্রথা
দেবতাচরণতলে বৃদ্ধ হয়ে এল
সে কি পাপ হতে পারে?

(রাজার নিরুত্তরে চিন্তা।)

নক্ষত্র। তাইত হে মন্ত্রি,
সে কি পাপ হতে পারে?

মন্ত্রী। পিতামহগণ
এসেছে পালন করে যত্নে ভক্তিভরে

সনাতন রীতি। তাঁহাদের অপমান
তার অপমানে!

(রাজার চিন্তা।)

নয়ন। ভেবে দেখ মহারাজ,
যুগে যুগে যে পেয়েছে শত সহস্রের
ভক্তির সম্মতি, তাহারে করিতে নাশ
তোমার কি আছে অধিকার! সে যে বহু-
বরষের বহু মানবের!

গোবিন্দ। (সনিঃশ্বাসে) এ সংসার
সংশয়ের জাল, কীট মোরা পড়িয়াছি
ফাঁদে!

ধ্রুবের প্রবেশ।

ধ্রুব। (রাজার প্রতি) দিদি কোথা!

গোবিন্দ। আর কোন কথা নাই।
আজ হতে বন্ধ বলিদান!

ধ্রুব। দিদি কোথা!

গোবিন্দ। দিদি তোর এসেছিল বার্ত্তা ল'য়ে মা'র
কাছ হতে, ফিরে গেছে কাজ শেষ ক'রে!
যাও মন্ত্রী আদেশ প্রচার কর গিয়ে
আজ হতে বন্ধ বলিদান।

ধ্রুবকে লইয়া প্রস্থান।

মন্ত্রী। একি হল!

লক্ষ। তাইত হে মন্ত্রী, একি হল! শুনেছিনু
মগের মন্দিরে বলি নেই, অবশেষে

মগেতে হিন্দুতে ভেদ রহিল না কিছু !
কি বল হে চাঁদপাল, তুমি কেন চুপ ?

চাঁদ । ভীরু আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, বুদ্ধি কিছু কম,
না বুঝে পালন করি রাজার আদেশ ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

মন্দির ।

জয়সিংহ ।

জয় । মাগো, শুধু তুই আর আমি ! এ মন্দিরে
সারাদিন আর কেহ নাই ! সারা দীর্ঘ
দিন ! অলস মধ্যাহ্ন আসে ক্লান্তকায়
আপনার তাপে, বসে থাকি চেয়ে তোর
পানে সারাবেলা, চাহিতে চাহিতে শেষে
আর তোরে দেখিতে না পাই ! রৌদ্রসুপ্ত
দীর্ঘ প্রান্তরের প্রান্তে মিলাইয়া যায়
মরীচিকাসম আমার শৈশব কাল
লয়ে তার চিরসঙ্গী তোরে ! উদাসীন
বাতাসের মত, উতলা পরাণ, হুহু
চলে যায়—কোন্ ছায়ামুগ্ধ কুঞ্জবনে,
কোন্ স্বপ্নলোকে ! যেন খেলাইতে ডাকে
কে আমার আপনবয়সী, ভাল নাহি
লাগে জননীর কোল—তোর কাছে থেকে
তবু একা মনে হয় !

না না মা তোমারি
আমি—মন্দিরের উপবনে এই তরুলতা
সহচর মোর—বাড়িয়াছি উহাদেরি
সাথে প্রতিদিন মন্দিরপ্রাঙ্গনতলে,
উহাদেরি মত চেয়ে রব' তোমাপানে
নিশ্চল নিষ্ঠার ভরে, মধুর ভক্তির
প্রচুর পল্লবে পুষ্পে মন্দির ঘেরিয়া।

নেপথ্যে গান।

আমি এক্‌লা চলেছি এ ভবে –
আমায় পথের সন্ধান কে করবে ?

মাগো এ কি মায়া! দেবতারে প্রাণ দেয়
মানবের·প্রাণ! এইমাত্র ছিলে তুমি
নির্ব্বাক্ নিশ্চল—উঠিলে জীবন্ত হয়ে,
সন্তানের কণ্ঠস্বরে সজাগ জননী!
শুধু ধরা দেও তুমি মানবের মাঝে,
মন্দিরের মাঝে নয়! ধরার ধূলির
ধন মোরা, এই চোখে অধিক আলোক·
অন্ধকার ; তাই ধরণীর স্বচ্ছ প্রেম-
সরোবরে দেবতার জ্যোতির্ম্ময়ী ছায়া
স্নিগ্ধ হয়ে দেখা দেয় জুড়ায় নয়ন!

গান গাহিতে গাহিতে অপর্ণার প্রবেশ।

আমি এক্‌লা চলেছি এ ভবে,
আমার পথের সন্ধান কে করবে ?

ভয় নেই, ভয় নেই,
যাও আপন মনেই,
যেমন, একলা মধুপ ধেয়ে যায়
কেবল ফুলের সৌরভে!

জয়। কেবলি একলা! দক্ষিণ বাতাস যদি
বন্ধ হয়ে যায়, ফুলের সৌরভ যদি
নাহি আসে, দশদিক্ জেগে ওঠে যদি
দশটি সন্দেহ সম, তখন কোথায়
সুখ, কোথা পথ? জান কি একেলা কারে
বলে?

অপর্ণা। জানি। যবে বসে আছি ভরা মনে
দিতে চাই নিতে কেহ নাই!

জয়। সৃজনের
আগে দেবতা যেমন একা! তাই বটে!
তাই বটে! মনে হয় এ জীবন বড়
বেশি আছে,—যত বড় তত শূন্য, তত
আবশ্যকহীন!

অপর্ণা। জয়সিংহ, তুমি বুঝি
একা! তাই দেখিয়াছি, কাঙাল যে জন
তাহারো কাঙাল তুমি! যে তোমার সব
নিতে পারে তারে তুমি খুঁজিতেছ যেন!
ভ্রমিতেছ দীনদুঃখী সকলের দ্বারে!
এতদিন ভিক্ষা মেগে ফিরিতেছি—কত
লোক দেখি, কত মুখপানে চাই, লোকে
ভাবে শুধু বুঝি মুষ্টিভিক্ষা তরে,—দূর

হ'তে তাই দেয় ফেলে, ক্ষুদ্র দয়া ভরে;
এত দয়া পাইনে কোথাও—যাহা পেয়ে
আপনার দৈন্য আর মনে নাহি পড়ে!

জয়। যথার্থ যে দাতা, আপনি নামিয়া আসে
দানরূপে দরিদ্রের পানে, ভূমিতলে।
যেমন আকাশ হতে বৃষ্টিরূপে মেঘ
নেমে আসে মরুভূমে—দেবী নেমে আসে
মানবী হইয়া, যারে ভালবাসি তার
মুখে। দরিদ্র ও দাতা, দেবতা মানব
সমান হইয়া যায়।

অপর্ণা। এতদিন পরে,
একদিন তোমারি নয়নে দেখেছি সে
পিপাসিত দয়া। ভিখারীর গর্ব্ব ছেড়ে
দিয়ে, আসিয়াছি তাই—যথার্থই হয়ে
ভিখারিণী!

জয়। দয়া ক'রে আমার উপরে!
কে আছে আমার! শুধু এই তরুলতা!
সঙ্গীহীন জীবনের দীর্ঘ অবসর
হতে সব রুদ্ধস্নেহ সব দুঃখ সুখ
পারে না টানিয়া নিতে এরা!

অপর্ণা। তত নেব
যত দিতে পার। জন্মদরিদ্রের আশা
আমরণ নাহি মিটে! শুনেছি পুরাণে,
হৃদয় পরীক্ষাতরে নিজে নেমে আসে

বিধি মাঝে মাঝে, তেমনি আমিও বুঝি
বিধির পরীক্ষা তোমা কাছে!

জয়। আসিছেন
মোর গুরুদেব!

অপর্ণা। আমি তবে সরে যাই
অন্তরালে। ব্রাহ্মণেরে বড় ভয় করি!
কি কঠিন তীব্রদৃষ্টি! কঠিন ললাট
মন্দিরের পাষাণ সোপান সম!

জয়। থাম,
থাম! মনে রেখো, দেবী আর গুরুদেব,
আর রাজা গোবিন্দমাণিক্য, এ দাসের
তিনটি দেবতা! কঠিন? কঠিন বটে!
কঠিনতা নিখিলের অটল নির্ভর!

অপর্ণা। ক্ষমা কর জয়সিংহ!

জয়। তুমি ক্ষমা কর!

অপর্ণার প্রস্থান।

রঘুপতির প্রবেশ।

জয়। (পা ধুইবার জল প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া)
গুরুদেব!

রঘু। যাও, যাও!

জয়। আনিয়াছি জল!

রঘু। থাক্, রেখে দাও জল!

জয়। বসন!

রঘু। কে চাহে
বসন!

জয়। অপরাধ করেছি কি?

রঘু। আবার!

কে নিয়েছে অপরাধ তব?

ঘোর কলি

এসেছে ঘনায়ে! বাহুবল রাহুসম

ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়—সিংহাসন

তোলে শির যজ্ঞবেদী পরে! হায়, হায়,

কলির দেবতা, তোমরাও চাটুকর

সভাসদসম নতশিরে রাজআজ্ঞা

বহিতেছ? চতুর্ভুজা, চারিহস্ত আছ

যোড় করি'! বৈকুণ্ঠ কি আবার নিয়েছে

কেড়ে দৈত্যগণ? গিয়েছে দেবতা যত

রসাতলে? শুধু দানবে মানবে মিলে

বিশ্বের রাজত্ব দর্পে করিতেছে ভোগ?

দেবতা না যদি থাকে ব্রাহ্মণ রয়েছে!

ব্রাহ্মণের রোষযজ্ঞে দণ্ড সিংহাসন

হবিকাষ্ঠ হবে!

(জয়সিংহের নিকটে গিয়া সস্নেহে) বৎস, আজ করিয়াছি

রুক্ষ আচরণ তোমাপরে, চিত্ত বড়

ক্ষুব্ধ মোর!

জয়। কি হয়েছে প্রভু?

রঘু। কি হয়েছে?

শুধাও অপমানিত ত্রিপুরেশ্বরীরে!

এই মুখে কেমনে বলিব কি হয়েছে?

জয়। কে করেছে অপমান?

রঘু। গোবিন্দমাণিক্য।

জয়। গোবিন্দমাণিক্য! প্রভু, কারে অপমান?

রঘু। তুমি, আমি, সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্বদেশ, সর্ব্ব-
কাল, সর্ব্বদেশকালঅধিষ্ঠাত্রী মহা-
কালী, সকলেরে অপমান, ত্রিপুরার
ক্ষুদ্র সিংহাসনে বসি!

জয়। গোবিন্দমাণিক্য!

রঘু। হাঁগো, হাঁ, তোমার রাজা গোবিন্দমাণিক্য!
তোমার সকল শ্রেষ্ঠ—তোমার হৃদয়-
অধীশ্বর! অকৃতজ্ঞ! পালন করিনু
তোরে এত যত্নে স্নেহে, এত শিশুকাল
হতে, আমা চেয়ে প্রিয়তর তোর কাছে
গোবিন্দমাণিক্য?

জয়। প্রভু, পিতৃকোলে বসি
মুগ্ধ শিশু আকাশে বাড়ায় দুটি হাত
পূর্ণচন্দ্রপানে—দেব, তুমি পিতা মোর,
পূর্ণশশি মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য!
কিন্তু এ কি বকিতেছি? কি কথা শুনিনু?
মায়ের পূজার বলি নিষেধ করেছে
রাজা? এ আদেশ কে মানিবে?

রঘু। না মানিলে
নির্ব্বাসন।

জয়। মাতৃপূজাহীন রাজ্য হতে
নির্ব্বাসন দণ্ড নহে। যত দিন প্রাণ
আছে, অসম্পূর্ণ রবে না মায়ের পূজা!

তৃতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর। গুণবতী। পরিচারিকা।

গুণ। কি বলিস্? মন্দিরের দুয়ার হইতে
রাণীর পূজার বলি ফিরায়ে দিয়াছে?
একদেহে কত মুণ্ড আছে তার? কে সে
দুরদৃষ্ট?

পরি। বলিতে সাহস নাহি মানি—

গুণ। বলিতে সাহস নাহি? একথা বলিলি
কি সাহসে? আমাচেয়ে কারে তোর ভয়?

পরি। ক্ষমা কর মোরে!

গুণ। কাল সন্ধেবেলা ছিনু
রাণী, কাল সন্ধেবেলা বন্দীগণ ক'রে
গেছে স্তবগান, বিপ্রগণ করে গেছে
আশীর্ব্বাদ, ভৃত্যগণ করযোড়ে নিয়ে
গেছে অনুমতি—একরাত্রে উলটিল
সকল নিয়ম? দেবী পাইল না পূজা,
রাণীর মহিমা নত! ত্রিপুরা কি এত
দিন স্বপ্নরাজ্য ছিল?

পরি। আসিছেন রাজা।

প্রস্থান।

গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ।

গুণ। মহারাজ, শুনিতেছ? আমার পূজার
বলি ফিরায়ে দিয়েছে মা'র দ্বার হতে।

গোবি। জানি তাহা!
গুণ। জান তুমি? নিষেধ করনি
তবু? জ্ঞাতসারে মহিষীর অপমান?
গোবিন্দ। তারে ক্ষমা কর প্রিয়ে!
গুণ। দয়ার শরীর
তব, কিন্তু মহারাজ, এ ত দয়া নয়,
এ শুধু কাপুরুষতা! দয়ায় দুর্ব্বল
তুমি, নিজ হাতে দণ্ড দিতে নাহি পার
যদি, আমি দণ্ড দিব। বল মোরে কে সে
অপরাধী!
গোবিন্দ। দেবি, আমি! অপরাধ আর
কিছু নহে, তোমারে দিয়েছি ব্যথা এই
অপরাধ!
গুণ। কি বলিছ মহারাজ?
গোবিন্দ। আজ
হতে দেবতার নামে জীবরক্তপাত
আমার ত্রিপুররাজ্যে হয়েছে নিষেধ।
গুণ। কাহার নিষেধ?
গোবিন্দ। জননীর।
গুণ। কে শুনেছে?
গোবিন্দ। আমি।
গুণ। তুমি? মহারাজ, শুনে হাসি আসে!
রাজদ্বারে এসেছেন ভুবন ঈশ্বরী
জানাইতে আবেদন!
গোবিন্দ। হেসোনা মহিষী!

জননী আপনি এসে সন্তানের প্রাণে
বেদনা জানায়েছেন, আবেদন নহে !

গুণ। কথা রেখে দাও মহারাজ ! মন্দিরের
বাহিরে তোমার রাজ্য, যেথা তব আজ্ঞা
নাহি চলে, সেথা আজ্ঞা নাহি দিয়ো !

গোবিন্দ। মার
আজ্ঞা, মোর আজ্ঞা নহে !

গুণ। কেমনে জানিলে ?

গোবিন্দ। ক্ষীণ দীপালোকে গৃহ কোণে থেকে যায়
অন্ধকার ; সব পারে আপনাব ছায়া
কিছুতে ঘুচাতে নারে দীপ। মানবের
বুদ্ধি দীপসম, যত আলো করে দান
তত রেখে দেয় সংশয়ের ছায়া, স্বর্গ
হতে নামে যবে জ্ঞান, নিমেষে সংশয
টুটে। আমার হৃদয়ে সংশয় কিছুই
নাই।

গুণ। শুনিয়াছি আপনার পাপপুণ্য
আপনার কাছে। তুমি থাক আপনার
অসংশয় নিয়ে—আমারে দুয়ার ছেড়ে
দাও—আমি নিয়ে যাই আমার পূজার
বলি আমার মায়ের কাছে।

গোবিন্দ। জননীব
আজ্ঞা পারি না লঙ্ঘিতে।

গুণ। আমিও পারিনা !

মা'র কাছে আছি প্রতিশ্রুত। সেই মত
পূজিব তাঁহারে যথাশাস্ত্র যথাবিধি!

চতুর্থ দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

রঘুপতি। গুণবতী।

গুণ। ঠাকুর, আমার পূজা ফিরায়ে দিয়েছে
জননীর দ্বার হতে!

রঘু। মহারাণী, মা'র পূজা
ফিরে গেছে, নহে সে তোমার! উঞ্ছবৃত্ত
দরিদ্রের ভিক্ষালব্ধ পূজা, রাজেন্দ্রাণী,
তোমার পূজার চেয়ে ন্যূন নহে! কিন্তু
এই বড় সর্ব্বনাশ, মা'র পূজা ফিরে
গেছে! এই বড় সর্ব্বনাশ, রাজদর্প
ক্রমে স্ফীত হয়ে করিতেছে অতিক্রম
পৃথিবীর রাজত্বের সীমা—বসিয়াছে
দেবতার দ্বার রোধ করি—জননীর
ভক্তদের প্রতি দুই আঁখি রাঙাইয়া!

গুণ। কি হবে ঠাকুর?

রঘু। জানেন্ তা' মহামায়া!
এই শুধু জানি—যে সিংহাসনের ছায়া
পড়েছে মায়ের দ্বারে—ফুৎকারে ফাটিয়া

যাবে সেই দম্ভমঞ্চ জলবিম্বসম!
যুগে যুগে রাজপিতাপিতামহ মিলে
উর্দ্ধপানে তুলিয়াছে যে রাজমহিমা
অভ্রভেদী করে, মুহূর্ত্তে হইয়া যাবে
ধূলিসাৎ বজ্রদীর্ণ দগ্ধ ঝঞ্ঝাহত।

গুণ। রক্ষা কর, রক্ষা কর প্রভু!

রঘু। হা, হা, আমি
রক্ষা করিব তোমারে! যে প্রবল রাজা
স্বর্গে মর্ত্ত্যে প্রচারিছে আপন শাসন
তুমি তাঁরি রাণী! দেব ব্রাহ্মণেরে যিনি—
ধিক্, ধিক্, ধিক্ শতবার! ধিক্ লক্ষ
বার! কলির ব্রাহ্মণে ধিক্! ব্রহ্মশাপ
কোথা! ব্যর্থ ব্রহ্মতেজ শুধু আপনারে
আপনি দংশিছে, আহত বৃশ্চিক সম!
মিথ্যা ব্রহ্ম আড়ম্বর! (পৈতা ছিঁড়িতে উদ্যত)

গুণ। কি কর, কি কর
দেব! রাখ, রাখ, দয়া কর নির্দ্দোষীরে!

রঘু। ফিরায়ে দে জননীর পূজা!

গুণ। দিব প্রভু!

রঘু। ফিরায়ে দে ব্রাহ্মণের অধিকার!

গুণ। দিব!
যাও প্রভু, পূজা কর মন্দিরেতে গিয়ে,
হবে নাক’ পূজার ব্যাঘাত!

রঘু। যে আদেশ

মহারাজ অধীশ্বরী! দেবতা কৃতার্থ
হল তোমারি আদেশবলে, ফিরে পেলে
ব্রাহ্মণ আপন তেজ! তোমরাই ধন্য
এই যুগে, যত দিন নাহি জাগে কল্কি-
অবতার!

প্রস্থান।

গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ।

গুণ। যাও, যাও, এসোনা এ গৃহে,
অভিশাপ আনিয়োনা হেথা!

গোবিন্দ। প্রেমে করে
অভিশাপ নাশ, দয়া করে অকল্যাণ
দূর! সতীর হৃদয় হতে প্রেম গেলে
পতিগৃহে লাগে অভিশাপ! যাই তবে
দেবি!

গুণ। যাও! ফিরে আর দেখায়োনা মুখ!

গোবিন্দ। স্মরণ করিবে যবে, আবার আসিব। (প্রস্থানোন্মুখ)

গুণ। (পায়ে পড়িয়া) ক্ষমা কর, ক্ষমা কব নাথ! এতই কি
হয়েছ নিষ্ঠুর, রমণীর অভিমান
ঠেলে চলে যাবে? জাননা কি প্রিয়তম,
ব্যর্থ প্রেম দেখা দেয় রোষের ধরিয়া
ছদ্মবেশ? ভাল, আপনার অভিমানে
আপনি করিনু অপমান—ক্ষমা কব!

গোবিন্দ। প্রিয়তমে তোমাপরে টুটিলে বিশ্বাস

সেই দণ্ডে টুটিত জীবনবন্ধ! জানি
প্রিয়ে, মেঘ ক্ষণিকের, চিরদিবসের
সূর্য্য!

গুণ। মেঘ ক্ষণিকের। এ মেঘ কাটিয়া
যাবে, বিধির উদ্যত বজ্র ফিরে যাবে,
চিরদিবসের সূর্য্য উঠিবে আবার
চিবদিবসের প্রথা জাগায়ে জগতে;
অভয় পাইবে সর্ব্বলোক—ভুলে যাবে
দুদণ্ডেব দুঃস্বপন! সেইমত আজ্ঞা
কর নাথ! ব্রাহ্মণ ফিরিয়া পাক্ নিজ
অধিকাব, দেবী নিজ পূজা, রাজদণ্ড
আসুক্ ফিবিযা শীঘ্র আপনার মর্ত্ত্য-
অধিকার মাঝে। সেই আজ্ঞা কব নাথ!

গোবিন্দ। ধর্ম্মহানি ব্রাহ্মণেব নহে অধিকার!
অসহায জীবরক্ত নহে জননীব
পূজা! দেবতাব আজ্ঞা পালন করিতে
রাজা বিপ্র সকলেবি আছে অধিকাব!

গুণ। ভিক্ষা! ভিক্ষা চাই! একান্ত মিনতি করি
চরণে তোমাব মহারাজ! চিবাগত
প্রথা, চিরপ্রবাহিত সমীরণসম,
নহে তা' রাজার ধন,—তা'ও যোড় করে
পায়ে ধ'রে সমস্ত প্রজাব নামে ভিক্ষা
মাগে মহিষী তোমার! প্রেমের দোহাই
মান' প্রিয়তম! ঈশ্বর করেন ক্ষমা

প্রেমআকর্ষণবশে কর্ত্তব্যের ত্রুটি।

গোবিন্দ। এই কি উচিত মহারাণী? একা যুদ্ধ
করি, নীচস্বার্থ, নিষ্ঠুর ক্ষমতাদর্প,
অন্ধ অজ্ঞানতা, চিররক্তপানে স্ফীত
হিংস্র বৃদ্ধ প্রথা, সহস্র শত্রুর সাথে;
শ্রান্তদেহে আসি গৃহে, রমণী হৃদয়
হতে অমৃত করিতে পান;—সেথাও কি
নাই দয়া? গৃহমাঝে পুণ্য প্রেম বহে—
তারো সাথে মিশিয়াছে রক্তধারা? এত
রক্তস্রোত কোন্ দৈত্য দিয়েছে খুলিয়া,
ভক্তিতে প্রেমেতে রক্ত মাখামাখি হয়,
দয়াময়ী রমণীর প্রাণে ক্রুর হিংসা
দিয়ে যায় শোণিতের ছাপ! এ শোণিত
তবু করিব না রোধ?

গুণ। (মুখ ঢাকিয়া) যাও—যাও তুমি!

গোবিন্দ। হায় মহারাণী, কর্ত্তব্য কঠিন হয়ে
ওঠে—তোমরা ফিরালে মুখ!

প্রস্থান।

গুণবতী। (কাঁদিয়া উঠিয়া) অভাগিনী,
এত দিন এ কি ভ্রান্তি পুষেছিলি মনে!
ছিল না সংশয়মাত্র, ব্যর্থ হবে আজ
এত অনুরোধ, এত অনুনয়, এত
অভিমান! ধিক্, কি সোহাগে পুত্রহীনা

পতিরে জানায় অভিমান ? ছাই হোক্
অভিমান তোর ! ছাই এ কপাল ! ছাই
মহিষী গরব ! আর নহে প্রেমখেলা !
সোহাগক্রন্দন নহে ! নিয়েছি বুঝিয়া
আপনার স্থান—হয় ধরাধূলিতলে
নতশির—নয় ঊর্দ্ধফণা ভুজঙ্গিনী
আপনার তেজে !

পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি। ব্রাহ্মণ অতিথি যত
গেছে চলি রাজগৃহ ছেড়ে !

গুণ। শুনে সুখ
হল ! এখনো রয়েছে বাকী ব্রাহ্মণের
তেজ ! রাজগৃহ বজ্রদগ্ধ তরুসম
একা থাক্ দাঁড়াইয়া, আশ্রিত জীবেরা
যাক্, শোভা যাক্, সকল কল্যাণ যাক্ !
ব্রাহ্মণেরা চলে গেছে ! যাক্, যাক্ তারা !
দেববিপ্রহীন রাজগৃহে রাজদর্প
কত দিন থাকে দেখা যাবে ! দেখা যাবে !

পঞ্চম দৃশ্য।

মন্দির।

জয়সিংহ। অপর্ণা।

জয়। (স্বগত) তিনটি দেবতা ছিল, এক গেল! শুধু
দুটি আছে বাকি! সেই ভাল! মিথ্যা গেল,
সত্যে আরো পাইনু নিকটে! দেবী, আরো
পেলে আমার হৃদয়। কিন্তু, কই? কই
হল তাহা? কই নিলে তুমি হৃদয়ের
যে অংশ উজাড় হয়ে গেল? মনে হয়
তুমিও সরিয়া গেছ দূরে! যদি তোর
শত্রু হবে গোবিন্দমাণিক্য—তবে তার
বিসর্জ্জনে তুই কেন হেন ম্লানজ্যোতি?
আনন্দ না পেলে—কি ক'রে বুঝিব তোর
প্রসন্নতা, কি সাহসে করিব তোমার
কাজ? তুমি যদি অন্ধকার হয়ে থাক,
তোমার মন্দিরে কে ধরিবে আলো? একি!
অপর্ণা, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

অপর্ণা। ছিনু
এইখানে একধারে। জয়সিংহ মোরে
দাও দুশ্চিন্তার ভাগ।

জয়। চিন্তা শুধু জানে
অন্তর্যামী, অপর্ণা, বুঝিবে কি করিয়া?

অপর্ণা। আমি বুঝিব না? নাইবা বুঝিনু। তবু

বল, শুধু শুনে যাই কথা। অর্থ তার
থাক্ তব কাছে, কেবল বেদনাটুকু
টেনে নিই প্রাণে!

জয়। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর!
মনের পাতালতলে চিন্তার বসতি,
আপনি নাগাল নাহি পাই, শুধু তার
নিঃশ্বাসে কাঁপিয়া ওঠে সমস্ত জীবন!
থাক্, থাক্! যাঁর চিন্তা বুঝিবেন তিনি।
অপর্ণা, চিন্তার কাল নহেত এখন—
কাজ পড়ে আছে—সংগ্রাম করিতে হবে!

প্রস্থান।

অপর্ণা। তবে আমি কেহ নই হেথা! মোর নাই
কোন কাজ! শুধু আমি ভিখারিণী মেয়ে—
নেব স্নেহ, দেব না কিছুই!—বুঝিব না,
কাঁদিব না, ভালবাসিব না! শুধু রব
নিশ্চিন্তে নীরবে! যেথা যাই শুধু দয়া!
গৃহ আর নেই, শুধু দীর্ঘ রাজপথ!
তবে ভিক্ষা ভাল, ভিক্ষা ভাল! জয়সিংহ,
আমি তব তরুলতা নহি! আমি নারী!

(গান) আমি একলা চলেছি এ ভবে!

প্রস্থান।

একদল লোকের প্রবেশ।

নেপাল। কোথায় হে, তোমাদের তিন শো পাঁঠা, একশো এক মোষ! একটা টিকটিকির ছেঁড়া নেজটুকু পর্য্যন্ত দেখবার যো নেই!

বাজ্‌নাবাদ্যি গেল কোথায়, সব যে হাঁ হাঁ করচে! খরচপত্র করে পূজো দেখ্‌তে এলুম, আচ্ছা শাস্তি হয়েছে!

গণেশ। দেখ্ মন্দিরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে অমন করে বলিস্‌নে! মা পাঁঠা পায় নি, এবার জেগে উঠে তোদের একএকটাকে ধরে ধরে মুখে পুরবে!

হারু। কেন! গেল বছরে বাছারা সব ছিলে কোথায়? আর সেই ওবছর, যখন ব্রতসাঙ্গ করে রাণীমা পূজো দিয়েছিল, তখন কি তোদের পায়ে কাঁটা ফুটেছিল? তখন একবার দেখে যেতে পারনি? রক্তে যে গোমতী রাঙা হয়ে গিয়েছিল? আর অলুক্ষুণে বেটারা-এসেছিস্ আর মায়ের খোরাক্ পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। তোদের একেকটাকে ধরে মা'র কাছে নিবেদন করে দিলে মনের খেদ মেটে!

কানু। আর ভাই, মিছে রাগ করিস্! আমাদের কি আর বল্‌বার মুখ আছে! তাহলে কি আর দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনি!

হারু। তা যা বলিস্ ভাই, অল্পেতেই আমার রাগ হয় সে কথা সত্যি! সে দিন ওব্যক্তি শালা পর্য্যন্ত উঠেছিল তার বেশি যদি এক্‌টা কথা বল্‌ত, কিম্বা আমার গায়ে হাত দিত, মাইরি বল্‌চি, তাহলে আমি—

নেপাল। তা চল্ না, দেখি, কার হাড়ে কত শক্তি আছে।

হারু। তা আয় না! জানিস্, এখানকার দফাদার আমার মামাতো ভাই হয়!

নেপাল। তা নিয়ে আয়—তোর মামাকে সুদ্ধ নিয়ে আয়, তোর দফাদারের দফা নিকেশ করে দিই!

হারু। তোমরা সকলেই শুন্‌লে!

গণেশ কানু। আর দূর কর ভাই, ঘরে চল্‌। আজ আর কিছুতে গা লাগ্‌চে না! এখন তোদের তামাসা তুলে রাখ্‌!

হারু। এ কি তামাসা হল? আমার মামাকে নিয়ে তামাসা! আমাদের দফাদারের আপনার বাবাকে নিয়ে—

গণেশ কানু। আর রেখেদে! তোর আপনার বাবা নিয়ে তুই আপনি মর!

প্রস্থান।

রঘুপতি, নয়নরায় ও জয়সিংহের প্রবেশ।

রঘু। মা'র পরে ভক্তি নাই তব?

নয়ন। হেন কথা
কার সাধ্য বলে? ভক্তবংশে জন্ম মোর!

রঘু। সাধু, সাধু! তবে তুমি মায়ের সেবক,
আমাদেরি লোক!

নয়ন। প্রভু, মাতৃভক্ত যাঁরা
আমি তাঁহাদেরি দাস!

রঘু। সাধু, সাধু! ভক্তি
তব হউক্ অক্ষয়! ভক্তি তব বাহু-
মাঝে করুক্ সঞ্চার দুর্জ্জয় শকতি!
ভক্তি তব তরবারী করুক্ শাণিত,
বজ্রসম দিক্ তাহে তেজ! ভক্তি তব
হৃদয়েতে করুক্ বসতি পদমান
সকলের উচ্চে।

নয়ন। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ
ব্যর্থ হইবে না।
রঘু। শুন তবে সেনাপতি,
তোমার সকল বল কর একত্রিত
মা'র কাজে! নাশ কর মাতৃবিদ্রোহীরে!
নয়ন। যে আদেশ প্রভু! কে আছে মায়ের শত্রু?
রঘু। গোবিন্দমাণিক্য!
নয়ন। আমাদের মহারাজ?
রঘু। লয়ে তব সৈন্যবল, আক্রমণ কর
তারে!
নয়ন। ধিক্ পাপপরামর্শ! প্রভু, এ কি
পরীক্ষা আমারে?
রঘু। পরীক্ষাই বটে! কার
ভৃত্য তুমি, এবার পরীক্ষা হবে তার।
ছাড় চিন্তা, ছাড় দ্বিধা, রাখ ইতস্ততঃ,
কাল নাহি আর, ধর অসি, কর কাজ!
ত্রিপুরেশ্বরীর আজ্ঞা হতেছে ধ্বনিত,
প্রলয়ের শৃঙ্গসম—ছিন্ন হয়ে গেছে
আজি সকল বন্ধন!
নয়ন। নাই চিন্তা, নাই
ইতস্ততঃ। যে পদে রেখেছে দেবী, আমি
তাহে রয়েছি অটল।
রঘু। সাধু!
নয়ন। এমনি কি

নরাধম আমি, জননীর সেবকের
মাঝে, মোর পরে হেন আজ্ঞা? আমি
হব বিশ্বাসঘাতক? আপনি দাঁড়ায়ে
আছে মাতা—হৃদয়ের বিশ্বাসের পরে,
সেই তাঁর অটল আসন, আপনি তা'
ভাঙ্গিতে বলিবে দেবী আপনার মুখে?
তাহা হলে আজ যাবে রাজা, কাল দেবী,
মনুষ্যত্ব ভেঙ্গে পড়ে যাবে, জীর্ণভিত্তি
অট্টালিকা সম!

জয়। ধন্য, সেনাপতি, ধন্য!

রঘু। ধন্য বটে তুমি! কিন্তু এ কি ভ্রান্তি তব!
যে রাজা বিশ্বাসঘাতী জননীর কাছে,
তার সাথে বিশ্বাসের বন্ধন কোথায়?

নয়ন। কি হইবে মিছে তর্কে! বুদ্ধির বিপাকে
চাহিনা পড়িতে। আমি জানি এক পথ
আছে—সেই পথ বিশ্বাসের পথ! সেই
সিধে পথ বেয়ে চিরদিন চলে যাবে
অবোধ অধমভৃত্য এ নয়ন রায়!

প্রস্থান।

জয়। চিন্তা কেন গুরুদেব? এমনি বিশ্বাস-
বলে মোরাও করিব কাজ। কারে ভয়
প্রভু? সৈন্যে কোন্ কাজ? অস্ত্র কোন্ ছার!
যার পরে রয়েছে যে কাজ—বল তার
আছে সে কাজের। করিবই মা'র পূজা

যদি সত্য মোরা মায়ের সেবক হই!
চল প্রভু,—বাজাই মায়ের ডঙ্কা—ডেকে
আনি পুরবাসীগণে! মন্দিরের দ্বার
খুলে দিই!—ওরে আয় তোরা, আয়, আয়,
অভয়ার পূজা হবে—নির্ভয়ে আয়রে
তোরা মায়ের সন্তান! আয় পুরবাসী!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

মন্দির প্রাঙ্গন।

পুরবাসীগণ।

অক্রুর। ওরে আয়রে আয়!

সকলে। 'জয় মা!

হারু। আয়রে মায়ের সাম্‌নে বাহু তুলে নৃত্য করি!

ভৈরোঁ। একতালা।

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে।
আমরা নৃত্য করি সঙ্গে!
দশদিক্ আঁধার করে মাতিল দিক্ বসনা,
জ্বলে বহ্নিশিখা রাঙা রসনা,
দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে!
কালো কেশ উড়িল আকাশে,
রবি সোম লুকাল তরাসে!

রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে,
ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে !

সকলে। জয় মা !

গণেশ। আর ভয় নেই !

কানু। ওরে, সেই দক্ষিণদ'র মানুষগুলো এখন গেল কোথায় !

গণেশ। মায়ের ঐশ্বর্য্য বেটাদের সইল না। তারা ভেগেছে !

হারু। কেবল মায়ের ঐশ্বর্য্য নয়, আমি তাদের এম্‌নি শাসিয়ে দিয়েছি তারা আর এমুখো হবে না। বুঝ্‌লে অক্রুর দা, আমার মামাতো ভাই দফাদারের নাম কর্‌বামাত্র তাদের মুখ চুন হয়ে গেল !

অক্রুর। আমাদের নিতাই সেদিন তাদের খুব কড়া কড়া দুটো কথা শুনিয়ে দিয়েছিল। ওই যার সেই ছুঁচপারা মুখ সেই বেটা তেড়ে উত্তর দিতে এসেছিল ; আমাদের নিতাই বল্লে, "ওরে, তোরা দক্ষিণদেশে থাকিস্ তোরা উত্তরের কি জানিস্? উত্তর দিতে এসেছিস্, উত্তরের জানিস্ কি ?" শুনে আমরা হেসে কে কার গায়ে পাড় !

গণেশ। ইদিকে ঐ ভালমানুষটি কিন্তু নিতাইয়ের সঙ্গে কথায় অাঁট্‌বার যো নেই !

হারু। নিতাই আমার পিসে হয়।

কানু। শোন একবার কথা শোন ! নিতাই আবার তোর পিসে হল কবে ?

হারু। তোমরা আমার সকল কথাই ধর্‌তে আরম্ভ করেছ ! আচ্ছা, পিসে নয়ত পিসে নয় ! তাতে তোমার সুখটা কি হল ? আমার হল না বলে কি তোমারি পিসে হল ?

রঘুপতি জয়সিংহের প্রবেশ।

রঘু। শুন্‌লুম সৈন্য আস্‌চে। জয়সিংহ অস্ত্র নিয়ে তুমি এই-খানে দাঁড়াও। তোরা আয়, তোরা এইখানে দাঁড়া! মন্দিরের দ্বার আগ্‌লাতে হবে। আমি তোদের অস্ত্র এনে দিচ্ছি।

গণেশ। অস্ত্র কেন ঠাকুর?

রঘু। মায়ের পূজো বন্ধ করবার জন্যে রাজার সৈন্য আস্‌চে।

হারু। সৈন্য আস্‌চে! প্রভু তবে আমরা প্রণাম হই!

কানু। আমরা ক'জনা, সৈন্য এলে কি কর্‌তে পারব?

হারু। কর্ত্তে সবই পারি—কিন্তু সৈন্য এলে এখেনে জায়গা হবে কোথায়? লড়াইত পরের কথা, এখানে দাঁড়াব কোন্‌খানে?

অক্রুর। তোর কথা রেখে দে! দেখ্‌চিস্‌নে, প্রভু রাগে কাঁপ-চেন। তা ঠাকুর অনুমতি করেন ত আমাদের দলবল সমস্ত ডেকে নিয়ে আসি।

হারু। সেই ভাল। অম্‌নি আমার মামাতো ভাইকে ডেকে আনি। কিন্তু আর একটুও বিলম্ব করা উচিত নয়।

সকলের প্রস্থানোদ্যম।

রঘু। (সরোষে) দাঁড়া তোরা!

জয়। (করযোড়ে) যেতে দাও প্রভু—প্রাণভয়ে ভীত এরা
বুদ্ধিহীন—আগে হতে রয়েছে মরিয়া।
আমি আছি মায়ের সৈনিক। এক দেহে
সহস্র সৈন্যের বল। অস্ত্র থাক্ পড়ে!
ভীরুদের যেতে দাও!

রঘু। (স্বগত) সে কাল গিয়েছে!

অস্ত্র চাই—অস্ত্র চাই—শুধু ভক্তি নয়!
(প্রকাশ্যে) জয়সিংহ, তবে বলি আন, করি পূজা!

(বাহিরে বাদ্যোদ্যম।)

জয়। সৈন্য নহে প্রভু, আসিছে রাণীর পূজা!

রাণীর অনুচর ও পুরবাসীগণের প্রবেশ।

সকলে। ওরে ভয় নেই—সৈন্য কোথায়! মা'র পূজা আস্‌চে।

হারু। আমরা আছি খবর পেয়েছে, সৈন্যেরা শীঘ্র এ দিকে আস্‌চে না!

অনু। ঠাকুর, রাণীমা পূজো পাঠিয়েছেন।

রঘু। জয়সিংহ, শীঘ্র পূজার আয়োজন কর।

জয়সিংহ প্রস্থান।

পুরবাসীগণের নৃত্য গীত।

গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ।

গোবিন্দ। চলে যাও হেথা হতে—নিয়ে যাও বলি!
রঘুপতি, শোন নাই আদেশ আমার?

রঘু। শুনি নাই।

গোবিন্দ। তবে তুমি এ রাজ্যের নহ।

রঘু। নহি আমি! আমি আছি যেথা, সেথা এলে
রাজদণ্ড খসে যায় রাজহস্ত হতে,
মুকুট ধূলায় পড়ে লুটে! হেথাকার
ধূলি, সিংহাসন লয় শিরে, বহু মূল্য

রক্ত চেয়ে বেশি জেনে। ওরে কে আছিস্
তোরা, আন্ মা'র পূজা।

বাদ্যোদ্যম।

গোবিন্দ। চুপ কর্! (অনুচরের প্রতি) কোথা
আছে সেনাপতি, ডেকে আন। রঘুপতি,
অবশেষে সৈন্য দিয়ে ঘিরিতে হইল
দেবালয়, অস্ত্র দিয়ে রাখিতে হইল
ধর্ম্ম! লজ্জা হয় ডাকিয়া আনিতে সৈন্য,
বাহুবল দুর্ব্বলতা করায় স্মরণ!

রঘু। অবিশ্বাসী, সত্যই কি হয়েছে ধারণা
কলিযুগে ব্রহ্মতেজ গেছে--তাই এত
দুঃসাহস? যায় নাই! যে দীপ্ত অনল
জ্বলিছে অন্তরে, সে তোমার সিংহাসনে
নিশ্চয় লাগিবে! নতুবা এ মনানলে
ছাই ক'রে পুড়াইব সব শাস্ত্র, সব
ব্রহ্মগর্ব্ব, সমস্ত তেত্রিশকোটি মিথ্যা!
গোবিন্দমাণিক্য, এই কথা ধ্রুব জেনো—
কলিকালে ব্রহ্মণ্য বহিয়া চলে যায়
প্রবল নদীর মত ধরণীর মাঝে;
আশীর্ব্বাদ বহে তার যে তটের পানে,
ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয় তার, দিনে দিনে
প্রফুল্ল হইয়া উঠে ফলে ফুলে ধনে
ধান্যে। যে তটেতে লাগে অভিশাপ, মূল

তার জীর্ণ হয়ে অবশেষে একরাত্রে
ভেঙ্গে পড়ে শস্যক্ষেত্র গ্রাম লোকালয়!
একদিনে নহে, ক্রমে পদতল হতে
নেমে যাবে ধরা; মুহূর্ত্তে চেতনা পাবে,
মুহূর্ত্তে হইবে লুপ্ত, চকিতে লাগিবে
চক্ষে বিদ্যুতের আলো, তখনি পড়িবে
বজ্র কিরীটের পরে, এই ব্রহ্মশাপ!
আজ নহে মহারাজ রাজ অধিরাজ,
এই দিন মনে কোরো আর একদিন!

নয়নরায় ও চাঁদপালের প্রবেশ।

গোবিন্দ। (নয়নের প্রতি) সৈন্য লয়ে থাক হেথা নিষেধ করিতে
জীববলি।

নয়ন। ক্ষমা কর অধম কিঙ্করে।
দেবতা মন্দিরে অক্ষম রাজার ভৃত্য।
যতদূর যেতে পাবে রাজার প্রতাপ
মোরা ছায়া সঙ্গে যাই!

চাঁদ। থাম সেনাপতি,
দীপশিখা থাকে এক ঠাঁই, দীপালোক
যায় বহুদূরে। রাজইচ্ছা যেথা যাবে
সেথা যাব মোরা।

গোবিন্দ। সেনাপতি, মোর আজ্ঞা
তোমার বিচারাধীন নহে! ধর্ম্মাধর্ম্ম
লাভক্ষতি রহিল আমার, কার্য্য শুধু
তব হাতে।

নয়ন। এ কথা হৃদয় নাহি মানে।
মহারাজ, ভৃত্য বটে, তবুও মানুষ
আমি। আছে বুদ্ধি, আছে ধর্ম্ম, আছ প্রভু,
আছেন দেবতা!

গোবিন্দ। তবে ফেল অস্ত্র তব।
চাঁদপাল, তুমি হলে সেনাপতি, দুই
পদ রহিল তোমার। সাবধানে সৈন্য
লয়ে মন্দির করিবে রক্ষা!

চাঁদ। যে আদেশ
মহারাজ!

গোবিন্দ। নয়ন, তোমার অস্ত্র দাও
চাঁদপালে!

নয়ন। চাঁদপালে? কেন মহারাজ?
এ অস্ত্র, তোমার পূর্ব্ব রাজপিতামহ
দিয়েছেন আমাদের পিতামহে। ফিরে
নিতে চাও যদি, তুমি লও! স্বর্গে আছ
তোমরা হে পিতৃপিতামহ, সাক্ষী থাক
এতদিন যে রাজবিশ্বাস পালিয়াছ
বহু যত্নে, সাগ্নিকের পুণ্য অগ্নি সম,
যার ধন তারি হাতে ফিরে দিনু আজ
কলঙ্কবিহীন। হায়, দগ্ধ ভাগ্য মোর,
ক্রুর পরিহাস চেয়ে আছে, তাই অশ্রু
গেল শুকাইয়া, মরুরৌদ্রে শিশিরের
মত! প্রভু, অবিশ্বাস করিবারে পার
বটে, তাই বলে বিশ্বাস কাড়িতে নাহি

পার ; তোমার যা, তুমি নিলে, আমার যা'
রহিল আমারি।

চাঁদ। কথা আছে ভাই।

নয়ন। ধিক্!
চুপ কর। মহারাজ, বিদায় হলেম!

প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান।

গোবিন্দ। ক্ষুদ্র স্নেহ নাই রাজকাজে! দেবতার
কার্য্যভার তুচ্ছ মানবের পরে, হায়
কি কঠিন!

রঘু। এমনি করিয়া ব্রহ্মশাপ
ফলে, বিশ্বাসী হৃদয় ক্রমে দূরে যায়,
ভেঙ্গে যায় দাঁড়াবার স্থান।

জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়। আয়োজন
হয়েছে পূজার। প্রস্তুত রয়েছে বলি।

গোবিন্দ। বলি কার তবে?

জয়। মহারাজ, তুমি হেথা!
তবে শোন নিবেদন—একান্ত মিনতি
যুগল চরণতলে, প্রভু, ফিরে লও
তব গর্ব্বিত আদেশ! মানব হইয়া
দাঁড়ায়োনা দেবীরে আচ্ছন্ন করি—

রঘু। ধিক্
জয়সিংহ, ওঠ, ওঠ! চরণে পতিত

কার কাছে? আমি যার গুরু, এ সংসারে
এই পদতলে তার একমাত্র স্থান!
মূঢ়, ফিরে দেখ্,—গুরুর চরণ ধ'রে
ক্ষমা ভিক্ষা কর্! রাজার আদেশ নিয়ে
করিব দেবীর পূজা,—করাল কালিকা,
এত কি হয়েছে তোর অধঃপাত? থাক্
পূজা, থাক্ বলি,—দেখিব রাজার দর্প
কতদিন থাকে। চলে এস জয়সিংহ।

উভয়ের প্রস্থান।

গোবিন্দ। এ সংসারে বিনয় কোথায়? মহাদেবী,
যারা করে বিচরণ তোমার চরণ-
তলে, তারাও শেখেনি কত ক্ষুদ্র তারা!
তোমার মহিমা হরণ করিয়া লয়ে
আপনার দেহে বহে, এত অহঙ্কার!

প্রস্থান।

চাঁদ। হা অদৃষ্ট! চাঁদপাল, এই ছিল ভাগ্যে
তোর? মন্দিরের দ্বারে বসি ছাগশিশু
খেদাইয়া কাটাইব রাত্রি দিন? বুদ্ধি
দিয়েছিল বিধি এরি তরে? হায় হায়,
এই কি রাজার রাজ্য? এ ত পক্ষীনীড়,
বৃক্ষচূড়ে নিসুপ্ত নিলীন,—দূরে বহে
সংসারের খরতর স্রোত। কোথা যুদ্ধ,
কোথায় বিপ্লব চক্র, কোথা ষড়যন্ত্র!
মোগলের রাজসভা, রাজসভা বটে!

মোর যোগ্য স্থান! রাজমুণ্ড নিয়ে সেথা
লণ্ডভণ্ড, শুধু ছাগমুণ্ড নিয়ে নহে।
সর্ব্বদা জ্বলিছে বহ্নিশিখা—রাজসভা
টগ্‌বগ্‌ উঠিছে ফুটিয়া—বুদ্ধি যার
সেই নাড়ে কাঠি, নিম্ন উঠে ঊর্দ্ধপানে,
ঊর্দ্ধ নামে নীচে ;—সিংহাসন, রাজদণ্ড,
পিতা পুত্র, ভাই ভাই, রাজপ্রজা মিলে
ওঠে নামে, পাক খায় তপ্ত বিপ্লবের
মাঝে! ডালে চালে খিচড়ি পাকিয়া উঠে!
বুদ্ধির সে খেলা বটে! হায় চাঁদপাল!

সপ্তম দৃশ্য।

অপর্ণার কুটীর। অপর্ণা ও অন্ধ।

অন্ধ। বৎসে, আজ তোর কণ্ঠে গান নেই কেন?
কোথা সেই চিরানন্দপ্রবাহ! অপর্ণা!

অর্পণা। পিতা!

অন্ধ। পিতা! একি ম্লানস্বর! অন্ধ আমি,
কণ্ঠে তোর মুখখানি দেখিবারে পাই।
ওই স্বরে হাসি নেই, ওই স্বরে অশ্রু
কাঁপিতেছে! বৎসে, কোথা বাজিয়াছে ব্যথা?

অপর্ণা। পিতা! কি কাজে রয়েছি আমি এ সংসারে?

অন্ধ। এ কি প্রশ্ন তোর?

অপর্ণা। শুধু আমি ভিক্ষা নেব
দ্বারে দ্বারে, মোর কাছে কেহ কিছু নিতে
আসিবেনা! বুঝিতে পারিনে কারো কথা,
সান্ত্বনা পারিনে কারে দিতে, এ সংসারে
এত আছে হৃদয়ের ভার, হৃদয়ের
অংশ কারো নিতে নাহি পারি! শুধু আমি
অবোধ বালিকা, ভিখারিণী একাকিনী,
সুখদুঃখচিন্তাহীনা, নিখিল জনের
চিন্তার বাহির!

অন্ধ। এ কি কথা শুনিলাম
এতদিন পরে! বৎস তুই একাকিনী?
একাকিনী বটে! কিন্তু কে জানিত হায়
আশৈশব একাকিনী সেও একদিন
কাঁদিয়া জাগিয়া উঠে একাকিনী বলে!
বৃদ্ধ আমি, চিন্তাশ্রান্ত জীবনের শেষে
মনে করেছিনু, চিন্তাহীন শান্তিসুখ
সব সুখ চেয়ে বেশি,—তাই রেখেছিনু
তোরে, বহুযত্নে সংসারের অন্তরালে,
কেবল শিখায়েছিনু একেলা থাকিতে
হয় কি করিয়া; শিখাইনি সংসারের
জ্ঞান। ভুলে গিয়েছিনু—তরুণ হৃদয়
চায় অশান্তির সুখ, শান্তির বিরাম
নাহি চাহে। হায় বৎসে, এতদিন পরে
আজ তুই কি করিয়া প্রবেশ পাইবি
বিজন কুটীর হতে সজন সংসারে?

ফিরায়ে দিয়েছে তারা ? তাই এ বেদনা ?
বড় ভুল করেছি জননি ! অরণ্যের
বিহঙ্গশিশুরে বৃদ্ধের পিঞ্জর মাঝে
পালিয়াছি ; বনে যেতে চায়, পাখা আর
পারে না মেলিতে।

অপর্ণা। না না পিতা, কোন দুঃখ
নাই মোর ! তুমি আছ সমস্ত সংসার
হয়ে,—তুমি চিন্তা মোর, তোমার চিন্তার
ধন আমি। মাঝে যেন আর কেহ নাহি
আসে, দয়া যেন আর কেহ নাহি করে,
তুমি ছাড়া !

অন্ধ। আমি আর ক'দিন রহিব !
কেন তোরে রাখিলাম একাকিনী ক'রে !

জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়। প্রণাম, প্রণাম পিতঃ।

অন্ধ। এস, এস বৎস !
চিরজীবী হও তুমি, চিরসুখী হও !

জয়। অপর্ণা, অনেকদিন আসনি মন্দিরে !

অপর্ণা। হল কি অনেক দিন ?—দুইদিন,—তার
বেশি নয়।

জয়। কখনো বা দুইদিন, শুধু
দুটি দিন, কখনো বা তাই বহুদিন !
শুধু দুইদিন ! জীবনের মৃদুস্রোত
বহিয়া আসিতেছিল অবাধে, অপর্ণা,

কোথা হতে দুই দিন মাঝখানে এসে
দাঁড়ায়েছে বিন্ধ্যগিরি সম, দুইভাগে
বিচ্ছিন্ন করিতে চাহে মোরে! আপনার
মাঝে বিরোধ বাধায়ে দেয়, রচি' দেয়
সংশয়ের পাক—

অপর্ণা। থাক্ জয়সিংহ, তব
চিন্তা থাক্ তব কাছে! অবোধ বালিকা
আমি, শুধু জানি আপনার দৈন্য দুঃখ,
আর জানি পিতারে আমার—তার বেশি
চাহিনে জানিতে, পারিনে বুঝিতে!

অন্ধ। ছিছি
বৎসে, এ ত নহে তোর মত কথা! কোথা
গেল তোর চির মিষ্ট সম্ভাষণ, গৃহে
তোর এসেছে অতিথি!

অপর্ণা। কেন গৃহে আসে
পিতা? কেন এত দয়া করে? এ কি শুধু
কৌতূহল, কিম্বা শুধু কৃপা! পথপ্রান্তে
আমি ভিখারিণী বটে, গৃহমাঝে শুধু
আমি কন্যা তব, আর কারো কেহ নহি!

জয়। অপর্ণা, অন্তরযামী জানে, কৃপাপাত্র
যদি কেহ থাকে এ সংসারে—সে কেবল
আমি! এসেছিনু দ্বারে তব দয়া নিতে,
দয়া দিতে নহে।
দোষ ক'রে থাকি যদি

ক্ষমা ভিক্ষা লয়ে সঙ্গীহীন মন্দিরেতে
ফিরে যাই!

অন্ধ। অপর্ণা, মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্‌!
পরুষভাষিণী, কোথায় শিখিলি হেন
রূঢ় আচরণ!

অপর্ণা। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর,
যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে! এস জয়সিংহ!
জানি না এ কঠিনতা কোথা থাকে! নিজে
ব্যথা পায় তোমারে বেদনা দিতে গিয়ে!
জয়সিংহ, কেন আমি চ'লে এসেছিনু,
কেন বা নিষ্ঠুর কথা বলিনু তোমায়,
নাহি জানি! বুঝিতে পারিনে আপনারে!

অন্ধ। বৎস, তুমি ডেকেছিলে মন্দিরে তোমার,
তখন চাহিনি যেতে। আজ যদি নিয়ে
যাও, যাই সাথে!

জয়। এ কি দয়া মোর পরে!

অপর্ণা। কেন পিতা, কেন যাবে?

অন্ধ। আমি বৃদ্ধ, সঙ্গী
নহি তোর! আমি ত যাবার মুখে, আমি
কেন, বদ্ধ ক'রে রাখি তোরে মোর সাথে?
আছে যারা নবজীবনের মাঝে, তুই
তাহাদেরি! জীর্ণপাশ কবে ছিঁড়ে যাবে,
কত না নবীন পাশে বাঁধিবে আবার
নবীন জীবন! চল, চল জয়সিংহ!

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

গুণবতী।

গুণ। আবার ফিরায়ে দিল পূজা! মহারাজ
নিজে গিয়ে তাড়াইয়ে দিল মোর পূজা
মন্দির বাহিরে, অপবিত্র কুক্কুরের
মত! জানিল সমস্ত দেশ, র'টে গেল
দেশান্তরে, মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে
রাজদম্পতির এই অপরূপ দ্বন্দ
দেখে হাসিল সমস্ত প্রজা! ছিছি! ছিছি!
কি লাঞ্ছনা! হায় বিধি, অশ্রুজল ছাড়া
আর কিছু নাই রমণীর? সৌভাগ্যের
দিনে বিহ্বল দুর্ব্বল হাসি, অপমানে
অক্ষম নয়ন জল! নলিন নয়ন!
মুখ সুধাকর! চারু চরণের দাস!
তৃষিত চকোর! মিথ্যাবাদী, চাটুভাষী!
আবশ্যককালে কে রাখিল এ নলিন-
আঁখির সম্মান? অভিমানে তাই, কোণে
ব'সে ব'সে, অশ্রু ফেল নলিন নয়ন!
সৌন্দর্য্যের পাশে বেঁধে রেখেছিলি বলে
বড় তোর ছিল অহঙ্কার, হা মৃণাল-
বাহু! মিনতি করিলি যবে যোড়করে

তথন কি সে পাষাণ দেখেছিল চেয়ে
সুগোল গঠন তোর কমল-কোমল ?
মোরা শুধু খেলা তোমাদের, অবসর
কালে,—দাস সেজে পড়িবে চরণতলে,
ভক্ত সেজে করিবে সাধনা, তার পরে
কাজের সময়ে পড়ি যদি পথে এসে,
দলিয়া চলিয়া যাবে না দেখে না শুনে !
ধিক্ ! নারীজন্ম দীর্ঘ অপমান শুধু !
সোহাগ যে সেও অপমান, বিরাগ যে
সেও অপমান !—কে আছিস্ ! ডেকে আন্
চাঁদপালে !—দেবি, দিব আমি তব পূজা,
রাখিব প্রতিজ্ঞা মোর—সঙ্কল্প আমার
কেহ নাহি পারিবে টলাতে—রাজ্য রাজা
যাহা কিছু সম্মুখে পড়িবে, নিয়ে যাব
সবার উপর দিয়ে তব পূজা, তব
রাঙা পদতলে ! মহামায়া, তুই নারী,
আমি নারী—দে আমারে তোর শক্তি অংশ !
স্নেহ মায়া দয়া ধরুক সংহার মূর্ত্তি !

চাঁদপালের প্রবেশ।

চাঁদপাল, তুমি মোর পিতৃগৃহ হতে
আসিয়াছ মোর সাথে। তুমি কখনই
সহিবে না মোর অসম্মান !

চাঁদ। কি হয়েছে
মহারাণী ?

গুণ। যা হয়েছে অবিদিত নাই
কারো! দুইবার ফিরায়ে দিয়েছে মোর
পূজা মন্দিরের দ্বার হতে! মার কাছে
প্রতিজ্ঞা করেছি—এ পূজা দিবই আমি!
তুমি হও সহায় আমার!

চাঁদ। সে কি কথা রাণী!
রাজার আদেশ কেমনে লঙ্ঘন করি!

গুণ। জানি, জানি, যতদিন এ রাজা এ রাজ্যে
আছে, ততদিন ব্যর্থ মোর মনোরথ—
কিন্তু সে কি চিরকাল!

চাঁদ। ছিছি মহারাণী!

গুণ। রাজা ভাঙ্গে, রাজ্য ভেঙ্গে যায়, মৃত্তিকার
পুত্তলিকা সম, আমি যাহা প্রতিশ্রুত
দেবীপদে, ভাঙ্গিবে না তাহা! নির্ব্বাসিত
করে দাও এ রাজারে—

চাঁদ। চলিলাম আমি,—
এ কথা শুনিতে পাপ আছে! রাজভৃত্য
আমি, রাজ আজ্ঞাবহ, ছায়া তাঁর, ধূলি
তাঁর চরণের তলে, প্রতিধ্বনি তাঁর
আদেশের, অঙ্গুলির নির্দ্দেশ তাঁহার!

গুণ। মোর ভৃত্য নহ তুমি?

চাঁদ। সে ত একই কথা!
রাজারাণী এক ব'লে জানি—তাঁর প্রতি
ভাঙ্গিলে বিশ্বাস তোমার বিশ্বাসঘাতী

হব ! সেটি পারিবে না চাঁদপাল ! রাজ-
অন্নে গঠিত শরীর !

গুণ। ভৃত্যও কি নাহি
কেহ মোর ?

চাঁদ। মহারাণী, বিদায় হলেম !
(কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে)
রাণী বটে, তবু নারী তুমি ! জাননা যে
কার্য্য করা এক, মনের সঙ্কল্প নিয়ে
আস্ফালন করা অন্য কথা ! চুপ করে
থাক, শুনে রাখিলাম তব হৃদয়ের
অভিলাষ, ভৃত্য আমি তব অনুগত !
(উর্দ্ধস্বরে) মহারাণি, রাজরাজ ত্রিপুরেশ্বরের
অধম কিঙ্কর আমি—তাঁহারি আদেশ
মস্তকের শিরোভূষা, ভালের তিলক !

প্রস্থান।

নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ।

নক্ষত্র। কেন ডাকিয়াছ মহারাণী ?

গুণ। শোন মোর
কথা ! তুমি রাজা হও ত্রিপুরায় !

নক্ষত্র। হা, হা,
রাজাত হবই বটে, কিন্তু ঠাকুরাণী
তাড়াতাড়ি কিছু নেই—বিস্তর সময়
আছে তার !

গুণ। মূর্খ সময় কোথায় আছে ?
নক্ষত্র। আমি মূর্খ ! সেই কথা ভাল ! পড়েছিনু
গুরুর নিকটে—"পিতৃদোষেণ মূর্খতা"
আমি মূর্খ, পিতার সে দোষ। ভাল,, তাই
হোক্, আমি মূর্খ, পিতা মূর্খ, পিতামহ
আরো মূর্খ—কিন্তু তাই বলে আজই রাজা
হয়ে যাব—এ কি কথা !
গুণ। তবে বসে থাক !
দেবতার অভিশাপে ত্রিপুরা শ্মশান
হোক্ আগে, তার পরে রাজা হোয়ো তুমি,
মহারাজ শৃগালকুক্কুরঅধিপতি !
তোমারি বুদ্ধির মত হবে কাজ !
নক্ষত্র। ওই
শোন ! তোমরা সবাই মিলে বুদ্ধি নিয়ে
পড়েছ আমার নিশিদিন,—সে অধমে
ক্ষেপিয়ে করেছ দেশত্যাগী ! বুদ্ধি নেই ?
আচ্ছা দেখ ! রাজা হব। কি করিতে হবে
বলে দাও !
গুণ। আমি ব'লে দেব ? আমি নারী
কি জানি তাহার ! আছে রঘুপতি, আছে
চাঁদপাল, আছে সৈন্য, আছে অসন্তুষ্ট
প্রজা, আছে রুষ্ট দেবী,—সাহস তোমার
আছে—
নক্ষত্র। আছে আছে !
গুণ। বুদ্ধি আছে—

নক্ষত্র। আছে
বটে!

গুণ। তবে যাও!

নক্ষত্র। বিদায় হলেম দেবী!

প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্দির। রঘুপতি। জয়সিংহ। নক্ষত্ররায়।

নক্ষত্র। কি জন্য ডেকেছ গুরুদেব?

রঘু। কাল রাত্রে
স্বপন দিয়েছে দেবি, তুমি হবে রাজা।

নক্ষত্র। আমি হব রাজা! হা, হা! বল কি ঠাকুর!
রাজা হব? এ কথা নূতন শোনা গেল!

রঘু। তুমি রাজা হবে।

নক্ষত্র। বিশ্বাস না হয় মোর!

রঘু। দেবীর স্বপন সত্য। রাজটীকা পাবে
তুমি, নাহিক সন্দেহ!

নক্ষত্র। নাহিক সন্দেহ!
কিন্তু যদি নাই পাই!

রঘু। আমার কথায়
অবিশ্বাস!

নক্ষত্র। অবিশ্বাস কিছুমাত্র নেই,
কিন্তু দৈবাতের কথা—যদি নাই হয়!

রঘু। অন্যথা হবে না কভু!

নক্ষত্র। অন্যথা হবে না!
দেখো প্রভু, কথা যেন ঠিক থাকে শেষে!
রাজা হয়ে মন্ত্রীটারে আগে দেব দূর
ক'রে—দিনরাত এটাওটা নিয়ে, বড়
করে জ্বালাতন, সর্ব্বদাই দৃষ্টি তার
আমা পরে, যেন সে বাপের পিতামহ!
বড় ভয় করি তারে—বুঝেছ ঠাকুর,
তোমারে করিব মন্ত্রী।

রঘু! মন্ত্রিত্বের পদে
পদাঘাত করি আমি!

নক্ষত্র! আচ্ছা, জয়সিংহ
মন্ত্রী হবে। কিন্তু হে ঠাকুর, সবি যদি
জান তুমি, বল দেখি কবে রাজা হব!

রঘু। রাজরক্ত চান্ দেবী।

নক্ষত্র। রাজরক্ত চান্
এ ত বেশ কথা!

রঘু। রাজরক্ত আগে আন
তুমি, তার পরে রাজা হবে।

নক্ষত্র। সেটা পাব কোথা!

রঘু। ঘরে আছে গোবিন্দমাণিক্য।

নক্ষত্র! তা'ত জানি।

রঘু। তাঁরি রক্ত চাই!

নক্ষত্র। তাঁরি রক্ত চাই!

রঘু! স্থির

হয়ে থাক জয়সিংহ, হোয়োনা চঞ্চল!
—বুঝেছ কি?

নক্ষত্র। বুঝেছিত। কিন্তু রাজি তিনি
হবেন না কিছুতেই।

রঘু। গোপনে তাঁহারে
বধ ক'রে, আনিবে সে তপ্ত রাজরক্ত
দেবীর চরণে। জয়সিংহ, স্থির যদি
না থাকিতে পার, চলে যাও অন্য ঠাঁই!
—বুঝেছ নক্ষত্ররায়, দেবীর আদেশ
রাজরক্ত চাই—শ্রাবণের শেষ রাত্রে!
তোমরা রয়েছ দুই রাজভ্রাতা—জ্যেষ্ঠ
যদি অব্যাহতি পায়—তোমার শোণিত
আছে। তৃষিত হয়েছে যবে মহাকালী,
তখন সময় আর নাই বিচারের।

নক্ষত্র। সর্ব্বনাশ! হে ঠাকুর, কাজ কি রাজত্বে!
রাজরক্ত থাক্ রাজদেহে, আমি যাহা
আছি সেই ভাল!

রঘু। মুক্তি নাই! মুক্তি নাই
কিছুতেই! রাজরক্ত আনিতেই হবে!

নক্ষত্র। বলে দাও, হে ঠাকুর, কি করিতে হবে!

রঘু। প্রস্তুত হইয়া থাক। যখন যা' বলি
অবিলম্বে সাধন করিবে। কার্য্যসিদ্ধি
যত দিন নাহি হয় বন্ধ রেখো মুখ!
এখন বিদায় হও!

নক্ষত্র। হে মা কাত্যায়নী!

(প্রস্থান।)

জয়। এ কি কথা শুনিলাম! দয়াময়ি, এ কি
কথা! তোর আজ্ঞা! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!
বিশ্বের জননি! গুরু দেব! হেন আজ্ঞা
মাতৃআজ্ঞা ব'লে করিলে প্রচার!

রঘু। আর
কি উপায় আছে বল!

জয়। উপায়! কিসের
উপায় প্রভু! হাধিক্! জননী, তোমার
হস্তে খড়্গ নাই? রোষে তব বজ্রানল
নাহি চণ্ডি? তব ইচ্ছা উপায় খুঁজিছে,
চোরের মতন খুঁড়িছে সুরঙ্গপথ
রসাতলগামী? এ কি পাপ!

রঘু পাপপুণ্য
তুমি কিবা জান!

জয়। শিখেছি তোমারি কাছে!

রঘু। তবে এস বৎস, আর এক শিক্ষা দিই!
পাপপুণ্য কিছু নাই। কেবা ভ্রাতা, কেবা
আত্মপর। কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ!
এ জগৎ মহা হত্যাশালা? জাননা কি
প্রত্যেক পলকপাতে তব, লক্ষকোটি
প্রাণী চির আঁখি মুদিতেছে! সে কাহার
খেলা? হত্যায় খচিত এই ধরণীর

ধূলি! প্রতিপদে চরণে দলিত কীট;
তাহারা কি জীব নহে? রক্তের অক্ষর
দিয়ে অবিশ্রাম লিখিয়া চলিছে বৃদ্ধ
মহাকাল—জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,
অগাধ সাগর জলে, নির্ম্মল আকাশ-
তলে;—হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলা-
চ্ছলে, হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছায়,—
হত্যার তাড়নে চলেছে নিখিল বিশ্ব
ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রাণপণে—ব্যাঘ্রের তাড়নে
মৃগসম, মুহূর্ত্ত দাঁড়াতে নাহি পারে!
মহাকালী কালস্বরূপিনী রয়েছেন
দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ম লোলজিহ্বা মেলি,—
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চিররক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত পক্কদ্রাক্ষা
হতে রসের মতন, অনন্ত খর্পরে
তাঁর—

জয়   থাম, থাম! মায়াবিনি, পিশাচিনি,
মাতৃহীন এ সংসারে এসেছিস্ মা'র
মূর্ত্তি ধরে নিখিলের রক্তপান লোভে!
অরক্ষিত নীড়ে ক্ষুধিত বিহঙ্গশিশু
চেয়ে থাকে মা'র প্রত্যাশায়, কাছে আসে
লুব্ধকাক, মা মনে করিয়া তারে অন্ধ
শাবকেরা ব্যগ্রকণ্ঠে করে ডাকাডাকি,

হারায় কোমল প্রাণ হিংস্রচঞ্চুঘাতে,
তেমনি কি তোর ব্যবসায় ? প্রেম মিথ্যা,
স্নেহ মিথ্যা, দয়া মিথ্যা, মিথ্যা আর সব,
সত্য শুধু অনাদি অনন্ত হিংসা ! তবে
কেন মেঘ হতে, আশীর্ব্বাদ সম, ঝরে
বৃষ্টিধারা দগ্ধ ধরণীর বক্ষ পরে,
গলে আসে পাষাণ হইতে দয়াময়ী
স্রোতস্বিনী মরুমাঝে, কোটি কণ্টকের
শিরোভাগে কেন বিকশিয়া ওঠে ফুল !
ছলনা করেছ মোরে প্রভু ! দেখিতেছ
হৃদয় টুটিয়া মাতৃভক্তি রক্তসম
ফেটে পড়ে কিনা ! আমারি হৃদয় বলি
দিলে মাতৃপদে। ওই দেখ হাসিতেছে
মা আমার স্নেহপরিহাস বশে ! বটে,
তুই রাক্ষসী পাষাণী বটে, মা আমার
রক্ত পিয়াসিনী ! নিবি মা আমার রক্ত—
এ জন্মের তরে ঘুচাবি সন্তানজন্ম
মোর ? দিব ছুরি বুকে ? এই শিরা-ছেঁড়া
রক্ত বড় কি লাগিবে ভাল ? মা আমার
রাক্ষসী পাষাণী বটে ! ডাকিছ কি মোরে
গুরুদেব ? ছলনা বুঝেছি আমি তব !
ভক্তহিয়া বিদারিত এই রক্ত চাও !
দিয়েছিলে এই যে বেদনা, তাঁরি পরে
জননীর স্নেহ হস্ত পড়িয়াছে। দুঃখ
চেয়ে সুখ শতগুণ। কিন্তু রাজরক্ত !

ছিছি ! ভক্তিপিপাসিতা মাতা, তাঁরে বল
রক্ত পিপাসিনী !

রঘু। বন্ধ হোক্ বলিদান
তবে !

জয়। হোক্ বন্ধ ! না, না, গুরুদেব, তুমি
জান ভালমন্দ ! সরল ভক্তির বিধি
শাস্ত্রবিধি নহে। আপন আলোকে আঁথি
দেখিতে না পায, আলোক আকাশ হ'তে
আসে। প্রভু, ক্ষমা কর—ক্ষমা কর দাসে !
ক্ষমা কর স্পর্দ্ধা মূঢতার ! ক্ষমা কর
নিতান্ত বেদনাবশে উদ্ভ্রান্ত প্রলাপ !
বল প্রভু, সত্যই কি রাজরক্ত চান্
মহাদেবী ?

রঘু। হায় বৎস, হায় ! অবশেষে
অবিশ্বাস মোর প্রতি ?

জয়। অবিশ্বাস ! কভু
নহে ! তোমাবে ছাড়িলে বিশ্বাস আমায
দাঁড়াবে কোথায় ? বাসুকীর শিরশ্চ্যুত
বসুধার মত, শূন্য হতে শূন্যে পাবে
লোপ ! রাজরক্ত চায় তবে মহামায়া,
সে রক্ত আনিব আমি। দিব না ঘটিতে
ভ্রাতৃহত্যা !

রঘু। দেবতার আজ্ঞা পাপ নহে।

জয়। পুণ্য তবে, আমিই সে করিব অর্জ্জন !

রঘু। সত্য ক'রে বলি বৎস তবে। তোরে আমি

ভালবাসি প্রাণের অধিক,—পালিয়াছি
শিশুকাল হতে তোরে, মায়ের অধিক
স্নেহে, তোরে আমি নারিব হারাতে!

জয়। মোর
স্নেহে ঘটিতে দিব না পাপ, অভিশাপ
আনিব না এ স্নেহের পরে।

রঘু। ভাল ভাল
সে কথা হইবে পরে—কল্য হবে স্থির।

উভয়ের প্রস্থান।

অন্তরাল হইতে চাঁদপালের প্রবেশ।

চাঁদ। শুনিনু সকল। প্রলয়ের অভিনয়
আরম্ভ হয়েছে। ছোট কাষ্ঠ, ছোট অগ্নি,
ছোট মৃত্তিকার পাত্র—তবু প্রলয়ের
স্বাদ কিছু পাওয়া যাবে! ব্রাহ্মণ, তোমার
কর্ম্ম নহে—এ খেলা আমার! ব্রহ্মতেজে
রাজা নাহি ভাঙ্গে গড়ে—বুদ্ধিঅগ্নি চাই!
আগে কে জানিতে পারে কি হতে কি হয়!
অজা বেঁচে যায়, রাজা মরে তারি তরে,
মহিষের মুণ্ড মহিষের স্কন্ধে থাকে
মাঝে হতে মহিষীর মুণ্ড ঘুরে যায়!

—

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দির সম্মুখে পথ।

জয়সিংহ।

জয়। দূর হোক্ চিন্তা! সারারাত্রি নিদ্রাহীন
চিন্তা! মনে হয়েছিল রাত্রি ফুরাবে না
আর,—অন্তহারা চিন্তা নিশীথিনী মাঝে
প্রেতের মতন কেবলি রহিব চাহি
নিদ্রাদাহী জ্বলন্ত অঙ্গার নেত্র মেলি!
চিন্তার নরক চেয়ে কার্য্য ভাল, যত
ক্রুর, যতই কঠোর হোক্! কার্য্যের ত
শেষ আছে, চিন্তার সীমানা নাই কোথা;—
পলকে পলকে ধরে সে সহস্র মূর্ত্তি
বাষ্পের মতন,—চারিদিকে যতই সে
পথ খুঁজে মরে, পথ তত লুপ্ত হয়ে
যায়। এক ভাল অনেকের চেয়ে! তুমি
সত্য, গুরুদেব, তোমারি আদেশ সত্য—
সত্যপথ তোমারি ইঙ্গিতমুখে। হত্যা
পাপ নহে, ভ্রাতৃহত্যা পাপ নহে, নহে
পাপ রাজহত্যা!—সেই সত্য, সেই সত্য!
পাপ পুণ্য নাই, সেই সত্য! থাক্ চিন্তা,
থাক্ আত্মদাহ, থাক্ বিচার বিবেক!
কোথা যাও ভাই সব, মেলা আছে বুঝি
নিশিপুরে!—কুকী রমণীর নৃত্য হবে?

আমিও যেতেছি!—এ ধরায় কত সুখ
আছে—নিশ্চিন্ত আনন্দসুখে নৃত্য করে
নারীদল,—মধুর অঙ্গের রঙ্গভঙ্গ
উচ্ছসিয়া উঠে চারিদিকে, তটপ্লাবী
তরঙ্গিণীসম! নিশ্চিন্ত আনন্দে ধায়
লোক চারিদিক হতে—উঠে গীত গান,
বহে হাস্য পরিহাস, ধরণীর শোভা
উজ্জ্বল মূরতি ধরে!—আমিও চলিনু!

গান।

কীর্ত্তনের সুর।

আমারে, কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে!
আমার এ ই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে সঙ্গে তোদেব নিয়ে যা'রে
তোরা কোন্ রূপের হাটে, চলেছিস্ ভবের বাটে,
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে,
তোদের ঐ হাসিখুসী দিবানিশি
দেখে মন কেমন করে!
আমার এই বাঁধা টুটে নিয়ে যা' লুটেপুটে,
পড়ে থাক্ মনের বোঝা ঘবের দ্বারে!
যেমন ঐ এক নিমেষে বন্যা এসে
ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে!
এত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা
কে আছে নাম ধ'রে মোর ডাক্‌তে পারে!
যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে
চিন্‌তে পাবি দেখে তারে!

দূরে অপর্ণার প্রবেশ।

ওকিও অপর্ণা! দূরে দাঁড়াইয়া কেন?
শুনিতেছ অবাক্ হইয়া, জয়সিংহ
গান গাহে? সব মিথ্যা, বৃহৎ বঞ্চনা,
তাই হাসিতেছি—তাই গাহিতেছি গান।
ওই দেখ পথ দিয়ে তাই চলিতেছে
লোক নির্ভাবনা, তাই ছোট ছোট কথা
নিয়ে এত কুতূহল, এতই কৌতুক
হাসি, তাই এত যত্নভরে এত ক'রে
সেজেছে যুবতী পরিপূর্ণ রূপগর্ব্বে!
সত্য যদি হত সব তবে কি এমন
হত? সহজে আনন্দ এত বহিত কি?
তাহা হলে বেদনায় বিদীর্ণ হইত
ধরা—বিশ্বব্যাপী ব্যাকুল ক্রন্দন থেমে
গিয়ে, মূক হয়ে রহিত অনন্তকাল!
বাঁশি যদি সত্যই কাঁদিত বেদনায়
ফেটে গিয়ে সঙ্গীত নীরব হত তার।
মিথ্যা ব'লে তাই এত হাসি; শ্মশানের
কোলে বসে তবু খেলা, বেদনার পাশে
শুয়ে তবু গান, হিংসা ব্যাঘ্রিণীর খর
নখরের তলে প'ড়ে—তবু চলিতেছে
প্রতিদিবসের কর্ম্মকাজ! সত্য হ'লে
এমন কি হত কভু? অপর্ণা, অপর্ণা,
তুমি আমি কিছু সত্য নই—তাই জেনে

সুখী হও,—বিষণ্ণ বিস্ময়ে মুগ্ধ আঁখি
তুলে কেন রয়েছিস্ চেয়ে! আয় সখি,
দুই জনে মিলে চিরদিন চ'লে যাই
সংসারের পর দিয়ে—শূন্য আকাশের
পথে দুই মেঘখণ্ড সম!

রঘুপতির প্রবেশ।

রঘু। জয়সিংহ!

জয়। তোমারে চিনিনে আমি! আমি চলিয়াছি
ভেসে নিজ পথে, আমাব অদৃষ্ট ভরে—
পথের সহস্র লোক যেমন চলেছে।
তুমি কে বলিছ মোরে দাঁড়াইতে? তুমি
চলে যাও—আমি চলে যাই!

রঘু। জয়সিংহ!

জয়। ওইত সম্মুখে পথ চলেছে সরল—
চলে যাব ভিক্ষাপাত্র হাতে, সঙ্গে লয়ে
ভিখারিণী সখী মোর।—কে বলিল এই
সংসারের রাজপথ দুরূহ জটিল!
যেমন ক'রেই যাই, একদিন দিবা-
অবসানে, পঁহুছিব জীবনের শেষ
দিনে—সত্য মিথ্যা আচাব বিচার তর্ক-
বিতর্কের জাল কোথা মিশে যাবে! ক্ষুদ্র
এই শ্রান্ত নরজন্ম সমর্পিয়া দিব
ধরণীর ধূলি কোলে,—দু'চারি দিনের
এই সমষ্টি আমার, দুচারিটা ভুল-

ভ্রান্তি ভয়, সুখ দুঃখ, ক্ষীণ হৃদয়ের
ম্লান আশা, চরণের দুর্ব্বলতাবশে
ভ্রষ্ট ভগ্ন এ জীবনভার, ফিরে দিয়ে
অনন্তকালের হাতে গভীর বিশ্রাম!
এইত সংসার! কি কাজ শাস্ত্রের বিধি,
কি কাজ গুরুতে!—প্রভু, পিতা, গুরুদেব,
কি বলিতেছিনু! স্বপ্নে ছিনু এতক্ষণ!
এইমাত্র ভেঙ্গে গেল তোমার নয়ন-
পাতে! সূর্য্যের দৃষ্টিতে কুয়াশা যেমন
সরে যায়।—এই ত মন্দির সেই—ওই
সেই মহাবট দাঁড়ায়ে রয়েছে, সম-
ভাবে, অটল কঠিন নিষ্ঠুর সত্যের
মত। কি আদেশ, গুরুদেব, কি আদেশ?
ভুলি নাই কি করিতে হবে। এই দেখ, (ছুরি দেখাইয়া)
তোমার আদেশস্মৃতি অন্তরে বাহিরে
হতেছে শাণিত। আরো কি আদেশ আছে
প্রভু!

রঘু। দূর ক'রে দাও ওই বালিকারে
মন্দির হইতে। মায়াবিনী, জানি আমি
তোদের কুহক! দূর করে দাও ওরে!

জয়। দূর ক'রে দিব ওরে? দরিদ্র, আমারি
মত মন্দির আশ্রিত, আমারি মতন
সঙ্গীহীন, অকণ্টক পুষ্পের মতন
নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, সুন্দর, সরল, শুভ্র,
সুকোমল, বেদনাকাতর, দূর করে

দিতে হবে ওরে ? তাই দিব গুরুদেব !
চলে যা' অপর্ণা ! দয়ামায়া স্নেহ প্রেম
সব মিছে ! মরে যা' অপর্ণা ! সংসারের
বাহিরেতে কিছুই না থাকে যদি, আছে
তবু দয়াময় মৃত্যু ! চলে যা' অপর্ণা !

অপর্ণা। তুমি চলে এস জয়সিংহ, এ মন্দির
ছেড়ে, দুইজনে চলে যাই !

জয়। দুইজনে
চলে যাই ! এ ত স্বপ্ন নয় ! একবার
স্বপ্নে মনে করেছিনু স্বপ্ন এ জগৎ !
তাই হেসেছিনু, সুখে গান গেয়েছিনু।
কিন্তু সত্য এ যে ! বোলো না সুখের কথা
আর—দেখায়ো না স্বাধীনতা প্রলোভন—
বন্দী আমি সত্য কারাগারে !

রঘু। জয়সিংহ,
কাল নাই মিষ্ট আলাপের ! দূর করে
দাও ওই বালিকারে !

জয়। চলে যা' অপর্ণা !

অপর্ণা। কেন যাব ?

জয়। এই নারী-অভিমান তোর ?

অপর্ণা। অভিমান কিছু নাই আর। জয়সিংহ,
তোমার বেদনা, আমার সকল ব্যথা
সব গর্ব্ব চেয়ে বেশি। আর মোর নাই
অভিমান।

জয়। তবে আমি যাই। মুখ তোর

দেখিব না, যতক্ষণ রহিবি হেথায়!
চলে যা অপর্ণা!

অপর্ণা। নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ! ধিক্
থাক্ ব্রাহ্মণত্বে তব! আমি ক্ষুদ্র নারী
অভিশাপ দিয়ে গেনু তোরে, এ বন্ধনে
জয়সিংহে পারিবি না বাঁধিয়া রাখিতে!

প্রস্থান।

রঘু। বৎস, তোল মুখ, কথা কও একবার!
প্রাণপ্রিয় প্রাণাধিক, আমার কি প্রাণে
অগাধ সমুদ্রসম স্নেহ নাই! আরো
চাস্? আমি আজন্মের বন্ধু, দুদণ্ডের
মায়াপাশ ছিন্ন হয়ে যায় যদি, তাহে
এত ক্লেশ!

জয়। থাক্ প্রভু, বোলো না স্নেহের
কথা আর! কর্ত্তব্য রহিল শুধু মনে।
স্নেহপ্রেম তরুলতাপত্রপুষ্পসম
ধরণীর উপরেতে শুধু, আসে যায়
শুকায় মিলায় চিরস্বপ্নবৎ! নিম্নে
শুষ্ক রূঢ় পাষাণের স্তূপ থাকে চির-
রাত্রিদিন, অনন্ত হৃদয়ভারসম!

প্রস্থান।

রঘু। জয়সিংহ, কিছুতে পাইনে তোর মন,
এত যে সাধনা করি নানা ছলে বলে!

প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মন্দির প্রাঙ্গন।

জনতা।

গণেশ। এবারে মেলায় তেমন লোক হল না!

অক্রুর। এবারে আর লোক হবে কি করে? এ ত আর হিঁদুর রাজত্ব রইল না। এ যেন নবাবের রাজত্ব হয়ে উঠ্‌ল! ঠাক্‌রুণের বলিই বন্ধ হয়ে গেল, ত মেলায় লোক আস্‌বে কি!

কানু। ভাই, রাজার ত এ বুদ্ধি ছিল না, বোধ হয় কিসে তাকে পেয়েছে।

অক্রুর। যদি পেয়ে থাকে ত কোন্ মুসলমানের ভূতে পেয়েছে, নইলে বলি উঠিয়ে দেবে কেন?

গণেশ। কিন্তু যাই বল, এ রাজ্যের মঙ্গল হবে না!

কানু। পুরুত ঠাকুর ত স্বয়ং বলে দিয়েছেন তিন মাসের মধ্যে মড়কে দেশ উচ্ছন্ন যাবে।

হারু। তিন মাস কেন যে রকম দেখ্‌চি তাতে তিন দিনের ভর সইবে না। এই দেখ না কেন, আমাদের মোধো এই আড়াই বছর ধ'রে ব্যাম' ভুগে ভুগে বরাবরই ত বেঁচে এসেছে, ঐ যেমন বলি বন্ধ হল অম্‌নি মারা গেল।

অক্রুর। না রে, সে ত আজ তিন মাস হল মরেছে!

হারু। না হয় তিন মাসই হল কিন্তু এই বছরেই ত মরেচে বটে! হ্যা দেখ ভাই, আমার এই কাল থেকে মাথাটা ধরেচে, বড় ভাবনা হয়েছে, সময় ভাল নয়!

ক্ষান্তমণি। ওগো, তা কেন, আমার ভাসুরপো, সে যে মরবে

কে জান্‌ত! তিন দিনের জ্বর। ঐ যেম্‌নি কবিরাজের বড়িটি খাওয়া অম্‌নি চোখ উল্‌টে গেল!

গণেশ। সে দিন মথুরহাটির গঞ্জে আগুন লাগ্‌ল, একখানি চালা বাকি রইল্‌ না!

চিন্তামণি। অত কথায় কাজ কি! দেখ না কেন, এ বছর ধান যেমন শস্তা হয়েছে এমন আর কোন বছরে হয়নি। এ বছর চাষার কপালে কি আছে কে জানে!

হারু। ঐ রে রাজা আস্‌চে! সকালবেলাতেই আমাদের এমন রাজার মুখ দেখ্‌লুম, দিন কেমন যাবে কে জানে! চল এখান থেকে সরে পড়ি!

সকলের প্রস্থান।

ধ্রুবকে লইয়া গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ।

গোবিন্দ। যেথা যাই দুই ধারে সরে যায় লোক,
চলে যায় মুখ ফিরাইয়া। জয়সিংহ
পুত্রসম দেখি তারে চিরদিন—পথ-
প্রান্তে ছিল বসে, মোরে দেখে উঠে চলে
গেল, শিরনত করি।—দূর হ'তে দেখি
মোরে, প্রজাগণ দ্বার রুদ্ধ করে দেয়
গৃহে পশি! এও ভাল! ঘৃণা কিম্বা ভয়ে
বিমুখ তরঙ্গরাশি দুইধারে ভেঙ্গে
গিয়ে পথ করে দেয়—সঙ্কল্পতরণী
দ্রুত চলে যায়, কিন্তু প্রেম ক্ষুব্ধ হয়ে
সম্মুখে দাঁড়ায় যবে সে বড় দুঃসহ
বাধা! চরণে পড়িয়া কাঁদিল যখন

জয়সিংহ, অশ্রু যবে পড়িল ঝরিয়া
প্রিয়ার নয়ন হতে, তখন বিপদ
গেছে মোর। সকলে বিমুখ মোরে আজ,
অটল জীবন আজি চলেছে একাকী!

ধ্রুব। হেথা হতে চল্ রাজা।

গোবিন্দ। কেন বৎস!

ধ্রু। ওই
আসে চাঁদপাল।

গোবিন্দ। ওরে কেন ভয় তোর?

ধ্রুব। ভয় নয়। কাছে এসে গায়ে হাত দেয়
কেন? ভাল নাহি লাগে!

গোবিন্দ। ভালবাসে
তাই কাছে আসে, তাই গায়ে দেয় হাত।

ধ্রুব। দিদি কি আমারে তবে ভালবাসেনাক?
আর ত আসে না কাছে; ভোরবেলা হলে
চোখ খুলে বিছানায় দেখিনে ত তারে,—
রাতারাতি চলে যায়—তাতারে নেয় না
সাথে ডেকে, ফুল কি সে তোলে একা একা?

চাঁদপালের প্রবেশ।

চাঁদ। মহারাজ, সাবধানে থেকো! চারিদিকে
চক্ষুকর্ণ পেতে আছি, রাজইষ্টানিষ্ট
কিছু না এড়াতে পারে মোর কাছে। প্রভু,
চলিতেছে গুপ্ত পরামর্শ প্রাণহত্যা
তরে তব, স্বকর্ণে শুনেছি আমি সব!

গোবিন্দ। প্রাণহত্যা! কে করেছে হেন পরামর্শ?
চাঁদ। বলিতে সঙ্কোচ মানি। ভয় হয় পাছে
সত্যকার ছুরি চেয়ে এ সংবাদ বেশি
বাজে রাজহৃদয়ের তলে!
গোবিন্দ। অসঙ্কোচে
বলে যাও চাঁদপাল। আঘাত সহিতে
সতত প্রস্তুত থাকে রাজার হৃদয়।
কে করেছে হেন পরামর্শ?
চাঁদ। যুবরাজ
নক্ষত্ররায়।
গোবিন্দ। নক্ষত্র?
চাঁদ। স্বকর্ণে শুনেছি
আমি, গোপনে মন্দিরে বসি, রঘুপতি
যুবরাজে মিলে পরামর্শ হয়ে গেছে
স্থির।
গোবিন্দ। স্থির হয়ে গেছে? দুই দণ্ডে স্থির
হয়ে গেল আজন্মের বন্ধন টুটিতে!
চাঁদ। দেবতার কাছে তব রক্ত এনে দেবে
এমনি হয়েছে কথা দুজনে মিলিয়া!
গোবিন্দ। দেবতার কাছে! তবে আর নক্ষত্রের
নাই দোষ। জানিয়াছি, দেবতার নামে
মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ। ভয় নাই
চাঁদপাল, যাও তুমি কাজে। সাবধানে
রহিলাম আমি। চল ধ্রুব মন্দিরেতে।

চাঁদপাল প্রস্থান।

মন্দিরে উঠিয়া।

রক্ত নহে, ফুল আনিয়াছি, মহাদেবী,
বালকের করপুট ভ'রে ; হিংসা নহে,
বিভীষিকা নহে, শুধু ভক্তি, শুধু প্রেম !
এ জগতে দুর্ব্বলেরা বড় অসহায়
মা জননি, বাহুবল বড়ই নিষ্ঠুর,
স্বার্থ বড় ক্রুর, লোভ বড় নিদারুণ,
অজ্ঞান একান্ত অন্ধ, গর্ব্ব চ'লে যায়
অকাতরে ক্ষুদ্রেরে দলিয়া পদতলে !
হেথা স্নেহ প্রেম অতি ক্ষীণবৃন্তে ভর
ক'রে আছে, পলকে খসিয়া প'ড়ে যায়
স্বার্থের পরশে। তুমিও জননী যদি
ছেড়ে দিলে মাতৃমূর্ত্তি, খড়্গ উঠাইলে,
মেলিলে রসনা, তবে সব অন্ধকার !
ভাই তাই ভাই নহে আর, পতি প্রতি
সতী বাম, বন্ধু শত্রু, শোণিতে পঙ্কিল
মানবের বাসগৃহ, হিংসা পুণ্য, দয়া
নির্ব্বাসিত। আর নহে, আর নহে, ছাড়
ছদ্মবেশ ! আজি এই বালকের পানে
চেয়ে, দেখা দে মা সহসা মায়ের মত
হ'য়ে, অস্ত্রহীন চারি স্নেহবাহু মেলি !
একদিন ভগ্নীরূপে এরি সাথে খেলা
করেছিলে, অস্ফুটিত হৃদয় কোরকে
স্নেহের শিশিরবিন্দু রেখে দিয়ে, কোথা
চ'লে গেলে ! শিশুর উদ্বিগ্ন প্রাণ "দিদি"

বলে কাঁদে, খোঁজে তোরে আজন্মের সেই
পরিচিত অকলঙ্ক শিশুমূর্ত্তি মাঝে!
আজ এরে মাতৃরূপে কর্ আশীর্ব্বাদ
অনন্তরূপিনী! সমস্ত সন্তানে তোর
ডেকে আনি। এখনো কি হয়নি সময়
তার? এখনো কি রহিবে প্রলয় রূপ?
মাতঃ, এই যে উঠিছে খড়্গ চারিদিক
হতে মোর শির লক্ষ্য করি, একি তোরি
চারিভুজ হতে? তাই হবে! তবে তাই
হোক্! বুঝি মোর রক্তপাতে হিংসানল
নিবে যাবে। ধরণীর সহিবে না এত
হিংসা! রাজহত্যা! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!
সমস্ত প্রজার বুকে লাগিবে বেদনা,
সমস্ত ভা'য়ের প্রাণ উঠিবে কাঁদিয়া!
মোর রক্তে হিংসার ঘুচিবে মাতৃবেশ,
প্রকাশিবে রাক্ষসী আকার! এই যদি
দয়ার বিধান তোর, তবে তাই হোক্!

ত্বরিৎ জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়। বল্ চণ্ডি, সত্যই কি রাজরক্ত চাই?
এই বেলা বল্—বল্ নিজ মুখে, বল্
মানব ভাষায়, বল্ শীঘ্র, সত্যই কি
রাজরক্ত চাই?

(নেপথ্যে) চাই!

জয়। তবে মহারাজ,

নাম লহ ইষ্ট দেবতার! কাল তব
নিকটে এসেছে!

গোবিন্দ। কি হয়েছে জয়সিংহ?

জয়। শুনিলে না নিজ কর্ণে? দেবীরে শুধানু,
সত্যই কি রাজরক্ত চাই—দেবী নিজে
কহিলেন চাই!

গোবিন্দ। দেবী নহে জয়সিংহ,
অন্তরাল হতে কহিলেন রঘুপতি,
পরিচিত কণ্ঠ।

জয়। কহিলেন রঘুপতি?
অন্তরাল হতে? নহে নহে, আর নহে!
কেবলি সংশয় হতে সংশয়ের মাঝে
নামিতে পারিনে আর! যখনি কূলের
কাছে আসি—কে আমারে ঠেলিয়া ফেলিয়া
দেয় অতলের মাঝে! সে যে অবিশ্বাস
দৈত্য। আর নহে! গুরু হোক্, দেবী হোক্
একই কথা! (ছুরিকা উন্মোচন)

ধ্রুব। (ভয়ে চীৎকার) দিদি! দিদি!

অপর্ণার প্রবেশ।

অপ। আমি তোর দিদি!
ভয় কি তোমার বাছা! জয়সিংহ, দেখি
অস্ত্র খানা! (ছুরি লইয়া) বৎস, এইনে খেলেনা তোর

ধ্রুব। রাজা করে সাজাও আমারে! কোমরেতে
বেঁধে দাও! জয়সিংহ, আমি রাজা!

জয়। গেল!
সে মুহূর্ত্ত গেল চলে, লগ্ন গেল কেটে!
প্রাণপণবলে বাঁকাইনু ধনুখানা,
করিনু সন্ধান, কেঁপে গেল হাত, চলে
গেল লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর, কিছুতে সে আর
ফিরিবে না! বৎস তুমি রাজা বটে! বল,
কি আদেশ!

ধ্রুব। তুমি ধ্রুব হও!

জয়। তাই হব!
আমি শিশু হব!

ধ্রুব। এই লও, ফুল নিয়ে
ঠাকুরের পায়ে দাও!

জয়। (ফুল লইয়া) নে মা! ফুল নে মা।
পায়ে ধরি, শুধু ফুল নিয়ে হোক্ তোর
পরিতোষ! আর রক্ত না মা, আর রক্ত
নয়! এও যে রক্তের মত রাঙা, দুটি
জবাফুল! পৃথিবীর মাতৃবক্ষ ফেটে
উঠিয়াছে ফুটে, সন্তানের রক্তপাতে
ব্যথিত ধরার স্নেহবেদনার মত।
নিতে হবে! এই নিতে হবে! আমি
নাহি ডরি তোর রোষ! রক্ত নাহি দিব!
রাঙা' তোর আঁখি! তোল তোর খড়্গ! আন্
তোর শ্মশানেব দল! আমি নাহি ডরি!

ধ্রুব। জয়সিংহ, পুজা হয়ে গেছে, ফিরে দাও

ফুল! (অপর্ণার প্রতি) তুই মোর দিদি হয়ে এসেছিস?
এ ফুল তুই নে! কোলে নে তাতারে!

অপর্ণা। আয়,
তাতা ভাই!

ধ্রুব। রাজাকেও ডেকে নিস্ দিদি!

অপর্ণা। জয়সিংহে একা ফেলে যাব?

জয়। মহারাজ,
নিরাশ করিব আমি ওই সর্ব্বনাশী
রাক্ষসীরে;—করিতেছে এখনো তোমার
পরে লুব্ধদৃষ্টিপাত! কুমার নক্ষত্র
আছে তব রাজরক্ত অভিলাষ করি
দেবীর আদেশ জেনে—

গোবিন্দ। জয়সিংহ, কিছু
ভয় নেই, জানি সে আমায় ভালবাসে!

ধ্রুব। রাজা চলে এস তুমি!

অপর্ণা। জয়সিংহ, এস
এ মন্দির ছেড়ে!

জয়। যাও, যাও চলে যাও!

জয়সিংহ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

এ কি হল! এ কি হল! পলকেতে দেবী
গুরু যাহা ছিল বিসর্জ্জন দিনু—বিশ্বে
কিছু রহিল না আর!

রঘুপতির প্রবেশ।

রঘু। সকল শুনেছি

আমি! সব পণ্ড হল! কি করিলি, ওরে
অকৃতজ্ঞ!

জয়। দণ্ড দাও প্রভু!

রঘু। সব ভেঙ্গে
দিলি! ব্রহ্মশাপ ফিরাইলি অর্দ্ধপথ
হতে! লঙ্ঘিলি গুরুর বাক্য! ব্যর্থ করে
দিলি দেবীর আদেশ! আপন বুদ্ধিরে
করিলি সকল হতে বড়। আজন্মের
স্নেহঋণ শুধিলি এমনি করে!

জয়। দণ্ড
দাও পিতা!

রঘু। কোন্ দণ্ড দিব ?

জয়। প্রাণদণ্ড!

রঘু। নহে। তার চেয়ে গুরুদণ্ড চাই! স্পর্শ
কর্ দেবীর চরণ!

জয়। করিনু পরশ!

রঘু। বল্ তবে, আমি এনে দিব রাজরক্ত
শ্রাবণের শেষ রাত্রে দেবীর চরণে!

জয়। আমি এনে দিব রাজরক্ত, শ্রাবণের
শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।

রঘু। চলে যাও!

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্দির।

জনতা। রঘুপতি। জয়সিংহ।

রঘু। তোরা এখেনে সব কি করতে এলি?

সকলে। আমরা ঠাকরুণ দর্শন কর্ত্তে এসেছি।

রঘু। বটে! দর্শন করতে এসেছ? এখনো তোমাদের চোখ দুটো যে আছে সে কেবল বাপের পুণ্যে! ঠাকরুণ কোথায়? ঠাকরুণ এ রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন! তোরা ঠাকরুণকে রাখতে পারলি নে? তিনি চলে গেছেন।

সকলে। কি সর্ব্বনাশ! সে কি কথা ঠাকুর! আমরা কি অপরাধ করেছি!

নিস্তারিণী। আমার বোনপোর ব্যাম ছিল বলেই যা আমি ক'দিন পূজো দিতে আসতে পারিনি!

গোবর্দ্ধন। আমার পাঁঠা দুটো ঠাকরুণকেই দেব বলে অনেক দিন থেকে মনে করে রেখেছিলুম, এরি মধ্যে রাজা বলি বন্ধ করে দিলে ত আমি কি করব!

হারু। এই আমাদের গন্ধমাদন যা মানৎ করেছিল তা মাকে দেয় নি বটে কিন্তু মাও ত তেম্‌নি তাকে শাস্তি দিয়েচেন! তার পিলে বেড়ে ঢাক্ হয়ে উঠেছে—আজ ছ'টি মাস বিছানায় প'ড়ে! তা' বেশ হয়েছে, আমাদেরি যেন সে মহাজন তাই বলে কি মা'কে ফাঁকি দিতে পারবে!

অক্রুর। চুপ কর্ তোরা! মিছে গোল করিস্‌নে! আচ্ছা ঠাকুর, মা কেন চলে গেলেন, আমাদের কি অপরাধ হয়েছিল?

রঘু। মা'র জন্যে এক ফোঁটা রক্ত দিতে পারিস্‌নে এই ত তোদের ভক্তি?

অনেকে। রাজার আজ্ঞা, তা আমরা কি কর্‌ব!

রঘু। রাজা কে! মা'র সিংহাসন তবে কি রাজার সিংহাসনের নীচে? তবে এই মাতৃহীন দেশে তোদের রাজাকে নিয়েই থাক্, দেখি তোদের রাজা কি ক'রে রক্ষে করে!

(সকলের সভয়ে গুন্‌গুন্ স্বরে কথা)

অক্রুর। চুপ কর! সন্তান যদি অপরাধ করে থাকে মা তাকে দণ্ড দিক্, কিন্তু একেবারে ছেড়ে চলে যাবে এ কি মা'র মত কাজ? বলে দাও, কি করলে মা ফির্‌বে!

রঘু। তোদের রাজা যখন রাজ্য ছেড়ে যাবে মাও তখন রাজ্যে ফিরে পদার্পণ করবে।

নিস্তব্ধভাবে পরস্পরের মুখাবলোকন।

রঘু। তবে তোরা দেখ্‌বি? এইখেনে আয়! অনেক দূর থেকে অনেক আশা ক'রে ঠাকরুণকে দেখ্‌তে এসেছিস্, তবে একবার চেয়ে দেখ্!

মন্দিরের দ্বারউদ্ঘাটন। প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ দৃশ্যমান।

সকলে। ও কি! মা'র মুখ কোন্ দিকে?

অক্রুর। ওরে, মা বিমুখ হয়েচেন।

সকলে। ওমা, ফিরে দাঁড়া মা, ফিরে দাঁড়া মা, ফিরে দাঁড়া মা! একবার ফিরে দাঁড়া! মা কোথায়! মা কোথায়! আমরা তোকে

ফিরিয়ে আন্‌ব মা! আমরা তোকে ছাড়্‌ব না! চাইনে আমাদের রাজা! যাক্ রাজা! মরুক্ রাজা!

জয়। (রঘুপতির নিকটে আসিয়া) প্রভু, আমি কি একটি কথাও কব না?

রঘু। না!

জয়। সন্দেহের কি কোন কারণ নেই!

রঘু। না।

জয়। সমস্তই কি বিশ্বাস করিব?

রঘু। হাঁ!

অপর্ণা। (পার্শ্বে আসিয়া) জয়সিংহ, এস জয়সিংহ, শীঘ্র এস
এ মন্দির ছেড়ে!

জয়। বিদীর্ণ হইল বক্ষ!

রঘুপতি অপর্ণা জয়সিংহের প্রস্থান।

চাঁদপালের প্রবেশ।

চাঁদ। তোরা কিসের গোলমাল লাগিয়েছিস্ মনে ঠিক দিয়ে রেখেছিস্ আমি আর নেই? বাছারা সব রাজবিদ্রোহী হবে? আমি রাজভৃত্য চাঁদপাল থাক্‌তে তোমরা গোপনে রাজবিদ্রোহী হবে?

প্রজাগণ। আচ্ছা বেশ! তা আমরা রাজবিদ্রোহীই হব তার আর গোপন কি?

চাঁদ। বটে! প্রাতঃকালে কি সুখবরটাই দিলে! এঁরা আবার রাজবিদ্রোহী হবেন? ওরে, চেঁচালেই কি বিদ্রোহ হয়? যখন রাজার সিপাইগুলো এসে টুঁটির মধ্যে আঙুলগুলি ফাঁক করে দেবে তখন চেঁচাবি কোথাথেকে। চেঁচিয়ে রাজা তাড়াবে তোমরা! এ কি তোমাদের চালের উপরকার দাঁড়কাকটা পেয়েছ? চেঁচিয়ে

গলাটি ভাঙ্গবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই মাথাটি টপ্ করে পড়বে খ'সে, একেকটি অকাল কুষ্মাণ্ডের মত!

সকলে। তা, আমাদের কি আর অস্ত্র নেই?

চাঁদ। মোলো, মোলো দেখ্‌চি। এক্‌টা আধ্‌টা করে রয়ে বসে মরছিল আর সবুর করতে পারলে না, একেবারে দল বেঁধে মর্‌তে এসেছে। অস্ত্র আছে বৈকি! বেটা, তোদের বাঁশের লাটি দিয়ে গাছের তালটি পাড়তে পার না, আর সিংহাসনের উপর থেকে রাজা পাড়্‌বে? আমি রাজার সেবক চাঁদপাল উপস্থিত আছি, আমার সাম্‌নেই এই সব কথাগুলো বলিস্? এ কি তোদের তেম্‌নি রাজা পেয়েছিস্? এক যদি বল্‌তিস্ মোগলের সঙ্গে যোগ করে একটা ফেসাদ্ বাধাব, তাহলেও বুঝ্‌তুম। নিদেন এই সুখটা হত যে আমার মহারাজকে তোরা যে সে লোক মনে করিস্‌নে।

হারু মাধু প্রভৃতি। কথাটা মন্দ নয়ত, তা' আমরা তাই করব। কি বলিস্ ভাই? দেওয়ানজি, আমরা মোগলের সঙ্গেই যোগ দেব।

চাঁদ। ওরে ও সর্ব্বনেশেরা! তোদের পেটে এত বুদ্ধি ছিল! তোরা ব'সে ব'সে এই সব চক্রান্ত করেছিস্? মোগলের নবাব আমাদের স্বর্গীয় মহারাজার কাছে পাঁচটা হাতি আর কিঞ্চিৎ থাজনা চেয়েছিল, মহারাজ তাকে পাঁচটা হাতির চেয়ে বড় বড় পাঁচটা কথা শুনিয়ে দিয়েছিল, তাই নেড়েগুলো চ'টে আছে। বুঝেছি, তোমরা এখন দলবেঁধে যাবে, নবাবকে সেলাম ঠুকে বল্‌বে, "খাঁসাহেব, আমরা রাজ্যিসুদ্ধ একপাল গরু আছি সব ক'টিকে নিয়ে একটি বড় গোয়াল বাঁধ', আর খুঁজ্‌লে আমাদের মধ্যে পাঁচটা হাতিও মিল্‌তে পারে!

হারু। ও ভাই, বোধ হচ্চে আমাদের গাল দিলে, ভাল ক'রে ঠাউরে দেথ দেখি!

অক্রুর। একটু থাম্ দেখি! শুনে রাখ্, কথাগুলো বল্‌চে ভাল!

চাঁদ। তোরা বল্‌বি, "আমাদের পুরোণো রাজাকে বদল করে তার ভাইকে রাজা করে দাও, খাজনা পাবে হাতি পাবে সব পাবে।" ওরে ও হতভাগারা, তোদের দুবেলা অন্ন করে খাবার বুদ্ধি হয় না, এ সকল বুদ্ধি কোথা থেকে জোটে! তোরা ত বসে বসে এ কম মৎলব করিস্ নি!

অনেকে। এ সব মৎলব ত আমাদের মাথায় কিছুই আসেনি!

চাঁদ। না! তোমরা অতি ভালমানুষ! তোমাদের এখনো কথা ফোটেনি, দাঁত ওঠেনি! তোমরা রাজভক্ত প্রজা! এতক্ষণ উর্দ্ধস্বরে রাজার স্তব পাঠ করছিলে। আর মোগলের সঙ্গে যোগ করা হাতি দেওয়া, খাজ্‌না দেওয়া যুবরাজকে রাজা করা এ সব মৎলব আমি আঁটছিলুম! আমার কাছে লুকোবি! আমি কথা দিয়ে কথা বের করি! আচ্ছা বেশ, তাই যেন হল, মোগলের দলই যেন আন্‌লি, আমার রাজা কি মোগলকে ডরায়? তোরা হয়ত জানিস্ যে, পুরুত ঠাকুরের কথায় রাজার সৈন্যগুলোও ক্ষেপে আছে, সুযোগ পেলে তারাও বিদ্রোহী হবে। আচ্ছা তাও যেন হল। আমরা কেউ নই না কি? রাজার নিমক খেলুম কি করতে? কেবল একলা লড়ব। এক এক হুঙ্কারে একশো লোকের মাথার টিকি ছিঁড়ে পড়বে। জানিস্ বেটারা? ওই রাজা আস্‌চে! চুপ কর্ সব!

রাজার প্রবেশ।

প্রজাগণ। রক্ষা কর মহারাজ, আমাদের রক্ষা
কর—মাকে ফিরে দাও!

গোবি। বৎসগণ, কর

অবধান! সেই মোর প্রাণপণ সাধ,
জননীরে ফিরে এনে দেব।

প্রজা। জয় হোক্
মহারাজ, জয় হোক্ তব!

গোবি। একবার
শুধাই তোদের, তোরা কি মায়ের গর্ভে
নিস্‌নি জনম? মাতৃগণ, তোমরাত
আপনার কোমল হৃদয়ে করিয়াছ
অনুভব মাতৃস্নেহসুধা; মা কি নেই?

মাতৃস্নেহ সব হতে পবিত্র প্রাচীন;
সৃষ্টির প্রথম দণ্ডে মাতৃস্নেহ শুধু
একেলা জাগিয়া বসে ছিল, নতনেত্রে
তরুণ বিশ্বেরে কোলে লয়ে! পুরাতন
সেই মাতৃস্নেহ এখনো রয়েছে বসে
ধৈর্য্যের প্রতিমা হয়ে! সহিয়াছে কত
উপদ্রব, কত শোক, কত ব্যথা, কত
অনাদর,—চখের সম্মুখে ভায়ে ভায়ে
কত রক্তপাত, কত নিষ্ঠুরতা, কত
অবিশ্বাস—বাক্যহীন বেদনা বহিয়া
তবু সে জননী আছে বসে, দুর্ব্বলের
তরে কোল পাতি, একান্ত যে নিরুপায়
তারি তরে সমস্ত হৃদয় দিয়ে! আজ
মোরা কি এমন অপরাধ করিয়াছি
যার লাগি সে অসীম স্নেহ চলে গেল

চিরমাতৃহীন ক'রে অনাথ সংসার!
বৎসগণ, মাতৃগণ, বল, খুলে বল,
কি এমন করিয়াছি অপরাধ?

কেহ কেহ। মা'র
বলি নিষেধ করেছ! বন্ধ মা'র পূজা!

গোবি। নিষেধ করেছি বলি, সেই অভিমানে
বিমুখ হয়েছে মাতা! আসিছে মড়ক,
উপবাস, অনাবৃষ্টি, অগ্নি, বজ্রপাত;
মা তোদের এমনি মা বটে! দণ্ডে দণ্ডে
ক্ষীণ শিশুটিরে স্তন্য দিয়ে বাঁচাইযে
তোলে মাতা, সে কি তার রক্ত পান লোভে?
হেন মাতৃঅপমান মনে স্থান দিলি
যবে, আজন্মের মাতৃস্নেহস্মৃতিমাঝে
ব্যথা বাজিল না? মনে পড়িল না মা'র
মুখ?—রক্ত চাই, রক্ত চাই, গরজন
করিছে জননী, অবোলা দুর্ব্বল জীব
প্রাণভয়ে কাঁপে থরথর—নৃত্য করে
দয়াহীন নরনারী রক্তমত্ততায়,
এই কি মায়ের পরিবার? পুত্রগণ
এই কি মায়ের স্নেহছবি?

প্রজাগণ। মূর্খ মোরা
বুঝিতে পারিনে।

গোবি। বুঝিতে পার না! শিশু
দুদিনের, কিছু যে বোঝেনা আর, সেও
তার জননীরে বোঝে। সেও বোঝে, ভয়

পেলে নির্ভয় মায়ের কাছে, সেও বোঝে
ক্ষুধা পেলে দুগ্ধ আছে মাতৃস্তনে, সেও
ব্যথা পেলে কাঁদে মা'র মুখ চেয়ে!—তোরা
এমনি কি ভুলে ভ্রান্ত হলি, মা'কে গেলি
ভুলে? বুঝিতে পার না মাতা দয়াময়ী?
বুঝিতে পার না জীবজননীর পূজা
জীব রক্ত দিয়ে নহে, ভালবাসা দিয়ে!
বুঝিতে পার না ভয় যেথা মা সেখানে
নয়, হিংসা যেথা মা সেখানে নাই, রক্ত
যেথা মা'র সেথা অশ্রুজল! ওরে বৎস,
কি করিয়া দেখাব তোদের কি বেদনা
দেখেছি মায়ের মুখে, কি কাতর দয়া,
কি ভর্ৎসনা অভিমানভরা ছলছল
নয়নে তাঁহার! দেখাইতে পারিতাম
যদি, সেই দণ্ডে চিনিতাম আপনার
মা'কে! দয়া এল দীনবেশে মন্দিরের
দ্বারে, অশ্রুজল দিয়ে মুছে দিতে মা'র
সিংহাসন হতে কলঙ্কের দাগ—তাই
মাতা চলে গেল রোষভরে, এই তোরা
করিলি বিচার?

প্রজা। আপনি চাহিয়া দেখ,
রাজা, বিমুখ হয়েছে মাতা সন্তানের
পরে।

অপর্ণা। (মন্দির দ্বারে উঠিয়া)
বিমুখ হয়েছে মাতা! আয়ত মা,

আয় ত সমুখে একবার! (প্রতিমা ফিরাইয়া)
এই দেখ,
মুখ ফিরায়েছে মাতা!

সকলে। ফিরেছে জননী!
জয়হোক্ জয়হোক্, মার জয়হোক্!

ভৈরবী। একতালা।

থাক্‌তে আর ত পারলি নে মা, পাব্‌লি কৈ?
কোলের সন্তানেরে ছাড়্‌লি কৈ?
দোষী আছি অনেক দোষে, ছিলি বসে ক্ষণিক রোষে,
মুখ ত ফিরালি শেষে, অভয়চরণ কাড়লি কৈ?

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্দির বক্ষ।

রঘুপতি চাঁদপাল।

রঘু। সেই কথা ভাল, চাঁদপাল! মোগলের
সাথে যোগ দিয়ে নক্ষত্ররায়েরে কর
রাজা! রাজ্য হতে সকল ব্যাঘাত দূর
হয়ে যাক্!

চাঁদ। চুপকর, ব্রাহ্মণ ঠাকুর!
এ সকল কথা শুনিবার যোগ্য নহে!

রঘু। নাইবা শুনিলে! নিজ মনে অভিসন্ধি
কর! যাও চুপে চুপে মোগল শিবিরে—

চাঁদ। ধিক পাপ! আমি রাজভৃত্য চাঁদপাল!

রঘু। দেবীর সেবায় পাপ নাই!

চাঁদ। থাম থাম,
তোমাদের কুমন্ত্রণাচক্রে নির্ব্বোধেরে
কোরো না জড়িত! এতটুকু বুদ্ধি আছে
রাজার অহিত হিত বুঝিবারে পারি!
চলিলাম, আমি রাজচরণের দাস!

প্রস্থান।

জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়। সত্য বল, প্রভু, তোমারি এ কাজ!

রঘু। সত্য
কেন না বলিব? আমি কি ডরাই সত্য
বলিবারে? আমারি এ কাজ। প্রতিমার
মুখ ফিরায়ে দিয়েছি আমি। কি বলিতে
চাও, বল! হয়েছ গুরুর গুরু তুমি,
কি ভর্ৎসনা করিবে আমারে? দিবে কোন্
উপদেশ?

জয়। বলিবার কিছু নাই মোর!

রঘু। কিছু নাই? কোন প্রশ্ন নাই মোর কাছে?
সন্দেহ জন্মিলে মনে মীমাংসার তরে
চাহিবে না গুরু উপদেশ? এত দূরে
গেছ? মনে এতই কি ঘটেছে বিচ্ছেদ?
মূঢ়, শোন! সত্যই ত বিমুখ হয়েছে

দেবী, কিন্তু তাই বলে প্রতিমার মুখ
নাহি ফিরে! মন্দিরে যে রক্তপাত করি
দেবী তাহা করে পান, প্রতিমার মুখে
সে রক্ত উঠে না। দেবতার অসন্তোষ
প্রতিমার মুখে প্রকাশ না পায়। কিন্তু
মূর্খদের কেমনে বুঝাব? চোখে চাহে
দেখিবারে, চোখে যাহা দেখিবার নয়।
মিথ্যা দিয়ে সত্যেরে বুঝাতে হয় তাই।
মূর্খ! তোমার আমার হাতে সত্য নাই।
সত্যের প্রতিমা সত্য নহে, কথা সত্য
নহে, লিপি সত্য নহে, মূর্ত্তি সত্য নহে,
চিন্তা সত্য নহে! সত্য কোথা আছে, কেহ
নাহি জানে তারে, কেহ নাহি পায় তারে!
সেই সত্য কোটি মিথ্যা রূপে চারিদিকে
ফাটিয়া পড়েছে; সত্য তাই নাম ধরে
মহামায়া, অর্থ তার মহামিথ্যা! সত্য
মহারাজ বসে থাকে রাজঅন্তঃপুরে—
শত মিথ্যা প্রতিনিধি তার, চতুর্দ্দিকে
মরে খেটে খেটে!—শিরে হাত দিয়ে, বসে
বসে ভাব'—আমার অনেক কাজ আছে।
প্রজাদের মন আবার গিয়েছে ফিরে!

জয়। যে তরঙ্গ তীরে নিয়ে আসে, সেই ফিরে
টেনে নিয়ে যায় অকূলের মাঝখানে!
সত্য নহে, সত্য নহে, সত্য নহে; সবি
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা! দেবী নাই প্রতিমার

মাঝে, তবে কোথা আছে? কোথাও সে নাই!
দেবী নাই! ধন্য ধন্য ধন্য মিথ্যা তুমি!

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ কক্ষ।

রাজা। ধ্রুব। চাঁদপাল।

ধ্রুব। ওরে যেতে বল রাজা!
গোবিন্দ। ছি ছি ধ্রুব!
চাঁদ। ভাই,
তুমি যেতে বল! অবহেলা সেও মিষ্ট
লাগে শিশু কাছ হতে, নির্ব্বিষ সাপের
আস্ফালন সম—শুধু তার শোভা দেখা
যায়, ভয় নাহি বিষ নাহি তাহে!
ধ্রুব। ওকে
যেতে বল রাজা!
গোবিন্দ। থাম ধ্রুব!
ধ্রুব। তবে আমি
যাই।

প্রস্থান।

চাঁদ। মহারাজ, না চাহিতে পায় শিশু
ভালবাসা, মর্য্যাদা জানেনা তাই তার!

বয়সে বুঝিবে শেষে জগতে অধিক
নেই ভালবাসা, নগণ্য এ অধমের
প্রীতি এরো মূল্য আছে! মহারাজ, বড়
ভীত হয়ে আসিয়াছি!

গোবিন্দ। কি হয়েছে বল!

চাঁদ। প্রজারা করিছে কুমন্ত্রণা। মোগলের
সেনাপতি চলিয়াছে আসামের দিকে
যুদ্ধ লাগি,—নিকটেই আছে, দুই চারি
দিবসের পথে। প্রজারা তাহারি কাছে
পাঠাবে প্রস্তাব তোমারে করিতে দূর
সিংহাসন হতে।

গোবিন্দ। আমারে করিবে দূর?
মোর পরে এত অসন্তোষ?

চাঁদ। মহারাজ,
সেবকের অনুনয় রাখ—পশুরক্ত
এত যদি ভাল লাগে নিষ্ঠুর প্রজার,
দাও তাহাদের পশু,—রাক্ষসী প্রবৃত্তি
পশুর উপর দিয়া যাক্! সর্ব্বদাই
ভয়ে ভয়ে আছি কখন্ কি হয়ে পড়ে।

গোবিন্দ। আছে ভয় জানি চাঁদপাল। রাজকার্য্য
সেও আছে! পাথার ভীষণ, তবু তরী
তীরে নিয়ে যেতে হবে। গেছে কি প্রজার
দূত মোগলেব কাছে?

চাঁদ। এতক্ষণে গেছে
কি না গেছে নাহি জানি!

গোবিন্দ। চাঁদপাল, তুমি
তবে যাও এই বেলা; সাবধানে থাক
গিয়ে মোগলের শিবিরের কাছাকাছি।
যদি কিছু ঘটে সেথা জানিতে পারিবে,
তোমাসম সতর্ক কে আছে?

চাঁদ। যে আদেশ
মহারাজ! সাবধানে থেকো হেথা প্রভু,
অন্তরে বাহিরে শত্রু!

প্রস্থান।

গুণবতীর প্রবেশ।

গোবিন্দ। প্রিয়ে, বড় শুষ্ক,
বড় শূন্য এ সংসার! অন্তরে বাহিরে
শত্রু। তুমি এসে ক্ষণেক দাঁড়াও হেসে,
ভাল বেসে চাও মুখ পানে। প্রেমহীন
অন্ধকার ষড়যন্ত্র বিপদ বিদ্বেষ
সবার উপরে হোক্ তব সুধাময়
আবির্ভাব, ঘোর নিশীথের শিরোদেশে
নির্নিমেষ চন্দ্রের মতন। প্রিয়তমে,
নিরুত্তর কেন? অপরাধ বিচারের
এই কি সময়? তৃষার্ত্ত হৃদয় যবে
মুমূর্ষুর মত চাহে মরুভূমি মাঝে
সুধাপাত্র হাতে নিয়ে চলে যাবে? চলে
গেলে? হায়, দুর্ব্বহ জীবন!

গুণবতীর প্রস্থান।

অন্তরাল হইতে ধ্রুবর প্রবেশ।

ধ্রুব তুই,
শত্রু মোর?

ধ্রুব। আমি ধ্রুব, গল্প বল, রাজা!

গোবিন্দ। হিরণ্যকশিপু রাজা ছিল—

ধ্রুব। আমি রাজা।

গোবিন্দ। তুমি রাজা, সেও রাজা!

ধ্রুব। না—আমি রাজা!

গোবিন্দ। আগে গল্প শেষ হ'য়ে যাক্, তার পরে
তুমি হোয়ো রাজা!

ধ্রুব। গল্প শেষ হয়ে গেছে
আমি রাজা হব—আমাকে মুকুট দাও!

ধ্রুবের মাথায় মুকুট দেওয়া। নক্ষত্রের প্রবেশ।

ধ্রুব। তুমি রাজা হবে কাকা? এই যে মুকুট!

নক্ষত্র। আমি রাজা হব? কে বলেছে তোরে? হাহা;
আমি রাজা হব? হা, হা, শুনে হাসি আসে!
আমি রাজা হব, কে গল্প করেছে তোর
কাছে! মিছে কথা! আমি কেন রাজা হতে
যাব?

নেপথ্যে অপর্ণার গান।

ধ্রুব। ওই শোন, ওই শোন, এসেছে সে!
(বাতায়নে) দিদি, তুমি দিদি হয়ে এসেছ আবার?
কোলে নে তাতারে!

নেপথ্যে। নাগাল না পায় ভাই

ভিখারীর কোল রাজার প্রাসাদ ! নেমে
আয় মোর কোল ভাল লাগে যদি !

ধ্রুব। যাই !

প্রস্থান।

নক্ষত্র। (স্বগত) যেথা যাই সকলেই বলে "রাজা হবে ?"
"রাজা হবে ?" এ বড় আশ্চর্য্য কাণ্ড ! একা
বসে থাকি তবু শুনি কে যেন বলিছে
রাজা হবে ? রাজা হবে ? দুই কানে যেন
বাসা করিয়াছে দুই টিয়ে পাখী—এক
বুলি জানে শুধু—রাজা হবে ? রাজা হবে ?
ভাল বাপু তাই হব,—কিন্তু রাজরক্ত
সে কি তোরা এনে দিবি ?

গোবিন্দ। নক্ষত্র ! (নক্ষত্র সচকিত)
নক্ষত্র !
আমারে মারিবে তুমি ? বল, সত্য বল,
আমারে মারিবে ? এই কথা জাগিতেছে
হৃদয়ে তোমার নিশিদিন ? এই কথা
মনে নিয়ে মোর সাথে হাসিয়া বলেছ
কথা, প্রণাম করেছ পায়ে, আশীর্ব্বাদ
করেছ গ্রহণ, মধ্যাহ্নে আহার কালে
এক অন্ন ভাগ ক'রে করেছ ভোজন,
এই কথা নিয়ে ? বুকে ছুরি দেবে ? ওরে
ভাই এই বুকে টেনে নিয়েছিনু তোরে
এ কঠিন মর্ত্ত্যভূমি প্রথম চরণে

তোর বেজেছিল যবে,—এই বুকে টেনে
নিয়েছিনু তোরে, যে দিন জননী, তোর
শিরে শেষ স্নেহ হস্ত রেখে, চলে গেল
ধরাধাম শূন্য করি—আজ সেই তুই
সেই বুকে ছুরি দিবি? সর্পশিশু সেও
পোষ মানে, আপনার সহোদর শুধু
ছুরি তোলে স্নেহবক্ষ পানে! এক রক্ত
বহিতেছে দোঁহার শরীরে, যেই রক্ত
পিতৃপিতামহ হতে বহিয়া এসেছে
চিরদিন, ভাইদের শিরায় শিরায়,
সেই শিরা ছিন্ন করে দিয়ে, সেই রক্ত
ফেলিবি ভূতলে?—এই বন্ধ করে দিনু
দ্বার, এই নে আমার তরবারী, মার্
অবারিত বক্ষে, পূর্ণ হোক্ মনস্কাম!

নক্ষত্র। ক্ষমা কর! ক্ষমা কর ভাই! ক্ষমা কর!

গোবিন্দ। এস বৎস ফিরে এস! সেই বক্ষে ফিরে
এস! ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছ? এসংবাদ
শুনেছি যখন, তখনি করেছি ক্ষমা!
তোরে ক্ষমা না করিতে অক্ষম যে আমি!

নক্ষত্র! রঘুপতি দেয় কুমন্ত্রণা! রক্ষ মোরে
তার কাছ হতে!

গোবিন্দ। কোন ভয় নেই ভাই!

চতুর্থ দৃশ্য।

অন্তঃপুর কক্ষ।

গুণবতী।

গুণ। তবু ত হল না! আশা ছিল মনে মনে
কিছু দিন যদি কঠিন হইয়া থাকি
তাহা হলে আপনি আসিবে ধরা দিতে
প্রেমের তৃষায়। এত অহঙ্কার ছিল
মনে! মুখ ফিরে থাকি, কথা নাহি কই,
অশ্রুও ফেলিনে, শুধু শুষ্ক রোষ, শুধু
অবহেলা, এমন ত কতদিন গেল!
শুনেছি নারীর রোষ পুরুষের কাছে
শুধু শোভাময়, আভাময়, তাপ নাহি
তাহে, হীরকের দীপ্তিসম! ধিক্ থাক্
শোভা! এ রোষ বজ্রের মত হত যদি,
পড়িত প্রাসাদ পরে, ভাঙ্গিত রাজার
নিদ্রা, চূর্ণ হত রাজ অহঙ্কার, পূর্ণ
হ'ত রাণীর মহিমা! আমি রাণী, কেন
জন্মাইলে এ মিথ্যা বিশ্বাস, হৃদয়ের
অধীশ্বরী তব এই মন্ত্র প্রতিদিন
কেন দিলে কানে? কেন না জানালে মোরে
আমি ক্রীতদাসী, রাজার কিঙ্করী শুধু,
রাণী নহি,—তাহা হলে আজি'ক সহসা
এ আঘাত, এ পতন সহিতে হত না!

ধ্রুবের প্রবেশ।

কোথা যাস্ তুই ?

ধ্রুব। আমারে ডেকেছে রাজা।

প্রস্থান।

গুণ। তোমারে ডেকেছে রাজা ! রাজার সর্ব্বস্ব
তুমি ! রাণী নেই, রাজ্য নেই, দেবী নেই,
শাস্ত্রবিধি নেই, শুধু তুমি আছ তাঁর !
বুঝেছি, বুঝেছি, তুই কেড়ে নিয়েছিস্
আমার রাজারে ! মিটেছে প্রাণের তৃষা
তাঁর, মোরে নাই আবশ্যক—তাই আজ
ব্যর্থ মোর অভিমান, ব্যর্থ অশ্রুজল,
উপেক্ষিত এ যৌবন, বিস্মৃত সে প্রেম !
মাগো মহামায়া, এ কি তোর অবিচার !
এত সৃষ্টি, এত খেলা তোর, খেলাচ্ছলে
দে আমারে একটি সন্তান,—দে জননি,
শুধু এইটুকু শিশু, কোলটুকু ভ'রে
যায় যাহে ! তুই যা' বাসিস্ ভাল, তাই
দিব তোরে।

নক্ষত্রের প্রবেশ।

নক্ষত্র, কোথায় যাও ! ফিরে
যাও কেন ? এত ভয় কারে তব ? আমি
নারী, অস্ত্রহীন, বলহীন, নিরুপায়,
অসহায়,—আমি কি ভীষণ এত ?

নক্ষত্র। না, না,
মোরে ডাকিয়ো না!
গুণ। কেন কি হয়েছে?
নক্ষত্র। আমি
রাজা নাহি হব।
গুণ। নাই হ'লে! তাই বলে
এত আস্ফালন কেন?
নক্ষত্র। চিরকাল বেঁচে
থাক্ রাজা, আমি যেন যুবরাজ থেকে
মরি!
গুণ। তাই মর! শীঘ্র ক'রে মর। পূর্ণ
হোক্ মনোরথ তব। আমি কি তোমার
পায়ে ধ'রে রেখেছি বাঁচিয়ে?
নক্ষত্র। তবে আর
রাজা হতে বলিবে না মোরে?
গুণ। অপরাধ
হয়েছিল—ঘাট মানি! নাহি জানি, কোন্
ভ্রমে ভুলে তোমারে বলিয়াছিনু রাজা
হতে! আর কভু বলিব না!
নক্ষত্র। সেই ভাল!
তবে কি বলিবে বল!
গুণ। বলিব, হে জীব,
রাজসভাগৃহদ্বারে পোষ মেনে বসে
থাক উচ্চ চূড়ে চাপি। কতকটা মানুষের

মত বটে, কতকটা নয়, তাই দেখে
পরম কৌতুক পাক্ সভাসদজন!

নক্ষত্র। হা হা! বেশ বেশ! ঠাকুরাণী, বড় ভাল
লাগে, শুনিতে তোমার পরিহাস কথা।
ওরি লাগি দুইবেলা আসি তোমাকাছে!
জানত, নক্ষত্ররায় মিষ্টকথা পেলে
মরে থাকে মধুপাত্রে মক্ষিকার মত!
আর কি বলিবে বল!

গুণ। হা, পোড়া অদৃষ্ট!
আর কি বলিব! বলিলে বুঝিবে কিছু
তুমি? মূর্খ!

নক্ষত্র। মূর্খ? ঠাকুরাণি, ও কথাটা
তত মিষ্ট নয়। বলিলে বুঝিনে কথা?
বহুদিন আছ এই ঘরে—কথা কিছু
কম ত বলনি—বল দেখি সত্য ক'রে
তোমার মুখের কোন্ কথা বুঝি নাই?
তুমি যাহা বল, অবিলম্বে বুঝে যাই!
না বুঝেও বুঝি! পরীক্ষা করিয়া দেখ!
শুধু তুমি বল,—নক্ষত্র, কথাটা এই,
এই মত বুঝিতে হইবে, বিনা বাক্যে
তখনি না বুঝে যাই যদি, তবে আমি
মূর্খ বটে, মেনে নেব শতবার করে!

গুণ। তবে শোন, ভাল ক'রে ভেবে দেখ দেখি,
তোমার এ পিতৃসিংহাসন পরহস্তে
যায় যদি সে কি ভাল?

নক্ষত্র। এ আর ভাবিতে
কতক্ষণ? পরহস্তে পিতৃসিংহাসন
ভাল নহে আমি যতদূর বুঝি। তবে
কি না, তুমি যদি ভাল বল তবে ভাল,
অবশ্যই ভাল!

গুণ। আমিও বলিনে ভাল!

নক্ষত্র। তবু বল মূর্খ আমি! বুঝিতে পারিনে।

গুণ। বুদ্ধিমান, এবার বুঝেছ ঠিক! কিন্তু
বুঝে সুঝে তবু কেন চুপ করে বসে
আছ? বুদ্ধির লক্ষণ সে কি?

নক্ষত্র। সে একটা
কথা বটে। চুপ করে বসে আছি! আছি
বটে, সে কথা মানিতে হয়!

গুণ। তবে কাজ
কর। যে তোমার মুকুট হরণ করে
তাহারে সরাযে দাও। বুঝেছ কি?

নক্ষত্র। সব
বুঝিয়াছি, শুধু লোকটা কে বুঝ নাই।

গুণ। ওই যে বালক ধ্রুব। বাড়িছে রাজার
কোলে, দিনে দিনে উঁচু হয়ে উঠিতেছে
মুকুটের পানে।

নক্ষত্র। তাই বটে! এতক্ষণে
বুঝিলাম সব! মুকুট দেখেছি বটে
ধ্রুবের মাথায়! আমি বলি শুধু খেলা!

গুণ। মুকুট লইয়া খেলা? বড় কাল খেলা!

এই বেলা সে খেলা ভাঙ্গিয়া দাও, নহে
সে খেলার খেলেনা হইবে তুমি!

লক্ষ। তাই
বটে। এ ত ভাল খেলা নয়!

গুণ। অৰ্দ্ধরাত্রে
গোপনে লইয়া তারে দেবীর চরণে
মোর নামে কর নিবেদন। তার রক্তে
নিবে যাবে দেবরোষানল, স্থায়ী হবে
সিংহাসনএই রাজবংশে—পিতৃলোক
গাহিবেন কল্যাণ তোমার। বুঝেছ কি?

নক্ষ। বুঝিয়াছি!

গুণ। তবে যাও! যা বলিনু কর!
মনে রেখো, মোর নামে কোরো নিবেদন!

নক্ষত্র। তাই হবে। মুকুট লইয়া খেলা! এ কি
সর্ব্বনাশ! দেবীর সন্তোষ, রাজ্যরক্ষা,
পিতৃলোক—বুঝিতে কিছুই বাকি নেই।

পঞ্চম দৃশ্য।

মন্দির সোপান।

জয়সিংহ।

জয়। দেবি, আছ, আছ, আছ তুমি! দেবি, থাক
তুমি! এ অসীম রজনীর সর্ব্বশেষ

প্রান্তে যদি থাক কণামাত্র হয়ে, সেথা
হতে ক্ষীণতম স্বরে সাড়া দাও, বল,
"বৎস আছি" !—নাই ! নাই ! দেবি নাই !
নাই ? দয়া করে থাক ! অয়ি মায়াময়ী
মিথ্যা, দয়া কর্, দয়া কর্ জয়সিংহে,
সত্য হয়ে ওঠ্ ! আশৈশব ভক্তি মোর
আজন্মের প্রেম পারে না কি প্রাণ দিতে
তোরে ? এত মিথ্যা তুই ? এ জীবন কারে
দিলি জয়সিংহ ? একেবারে সত্য শূন্য
দয়া শূন্য, মাতৃশূন্য সর্ব্ব শূন্য মাঝে !

অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা, আবার এসেছিস্ ? তিরস্কার
করে তাড়ালেম মন্দির-বাহিরে, তবু
আশে পাশে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াস্
দরিদ্রের মনে সুখের কল্পনাসম ?
হায়, সত্য আর মিথ্যায় প্রভেদ এই !
মিথ্যারে রাখিয়া দিই মন্দিরের মাঝে
বহুযত্নে, তবুও সে থেকেও থাকে না !
সত্যেরে তাড়ায়ে দিই মন্দির বাহিরে
অনাদরে, তবুও সে ফিরে ফিরে আসে !
অপর্ণা, যাস্‌নে তুই, তোরে আমি আর
ফিরাবনা ! আয়, এইখানে বসি দোঁহে !
অনেক হয়েছে রাত। ওই কৃষ্ণপক্ষ
চাঁদ উঠিতেছে তরু অন্তরালে। সুপ্ত

চরাচর, শুধু মোরা দোঁহে নিদ্রাহীন।
অপর্ণা, বিষাদময়ি, তোরেও কি গেছে
ফাঁকি দিয়ে মায়ার দেবতা? দেবতায়
কোন্ আবশ্যক! কেন তারে ডেকে আনি
আমাদের ছোট খাট সুখের সংসারে?
তারা কি মোদের ব্যথা বুঝে? পাষাণের
মত চেয়ে থাকে। আপন ভায়েরে প্রেম
হতে বঞ্চিত করিয়া, সেই প্রেম এনে
দিই তারে, সে কি তার কোন কাজে লাগে?
এ সুন্দরী সুখময়ী ধরণী হইতে
মুখ ফিরাইয়া তার দিকে চেয়ে থাকি,
সে কোথায় চায়? তার কাছে ক্ষুদ্র বটে
তুচ্ছ বটে, তবু ত আমার মাতৃধরা;
তার কাছে কীটবৎ তবু ত আমাব
ভাই; অবহেলে অন্ধরথ চক্রতলে
দলিয়া চলিয়া যায়, তবু সে দলিত
উপেক্ষিত, তারাত আমার আপনার!
আয় ভাই মোরা নির্ভয়ে দেবতাহীন
হয়ে, আরো কাছাকাছি সবে বেঁধে থাকি।
রক্ত চাই! স্বরগের অনন্ত ঐশ্বর্য্য
ছেড়ে, তাই কি এসেছে এ দরিদ্র ধরা-
তলে? সেথায় মানব নেই, জীব নেই,
রক্ত নেই, ব্যথা পাবে হেন কিছু নেই,
তাই স্বর্গে হয়েছে অরুচি! আসিয়াছে
মৃগয়া করিতে, নির্ভয় বিশ্বাস সুখে

বাসা বেঁধে আছে যেথা মানবের ক্ষুদ্র
পরিবার! অপর্ণা, বালিকা, দেবী নাই!

অপর্ণা। জয়সিংহ, তবে চলে এস, এ মন্দির
ছেড়ে।

জয়। যাব, যাব, তাই যাব, ছেড়ে চলে
যাব! হায়রে অপর্ণা, তাই যেতে হবে!
তবু যে রাজত্বে আজন্ম করেছি বাস
তার রাজকর পরিশোধ দিয়ে, তবে
যেতে পাব! থাক্, থাক্ ও সকল কথা!
দেখ্ চেয়ে, গোমতীর শীর্ণ জলরেখা
জ্যোৎস্নার পরশে পুলক রাখিতে আর
পারিছে না; কলকলধ্বনি এক কথা
শতবার করিছে প্রকাশ! আকাশেতে
অর্দ্ধচন্দ্র সুপ্ত কিম্বা জাগরিত বুঝা
নাহি যায়—বহু রাত্রিজাগরণে যেন
পড়েছে চাঁদের চোখে আধেক পল্লব
ঘুমভারে! সুন্দর জগৎ! হা অপর্ণা,
এমন রাত্রির মাঝে দেবী নাই! থাক্
দেবী! অপর্ণা, জানিস্ কিছু সুখভরা
সুধাভরা কোন কথা? শুধু তাই বল্!
যা শুনিলে মুহূর্ত্তে অতলে মগ্ন হয়ে
ভূলে যাব জীবনের তাপ, মরণ যে
কত মধুরতাময় আগে হতে পাব
তার স্বাদ! অপর্ণা, এমন কিছু বল্
ওই মধুকণ্ঠে তোর, ওই মধুমাথা

আঁখি রেখে মোর মুখপানে, এই স্তব্ধ
জনহীন রাত্রে, এই বিশ্বজগতের
নিদ্রামাঝে, বল্‌রে অপর্ণা, যা শুনিলে
মনে হবে চারিদিকে আর কিছু নাই,
শুধু ভালবাসা ভাসিতেছে, স্মৃতি আর
বাসনার আকাশ ব্যাপিয়া ; পূর্ণিমার
সুপ্তরাত্রে রজনীগন্ধার গন্ধসম !

অপর্ণা। হায় জয়সিংহ, বলিতে পারিনে কিছু,
বুঝি মনে আছে কত কথা !

জয়। তবে আরো
কাছে আয়, মন হতে মনে যাক্ কথা !
—এ কি করিতেছি আমি ! অপর্ণা, অপর্ণা,
চলে যা মন্দির ছেড়ে, গুরুর আদেশ !

অপর্ণা। জয়সিংহ, হোয়োনা নিষ্ঠুর ! বারবার
ফিরায়োনা ! কি সয়েছি অন্তর্য্যামী জানে !

জয়। তবে আমি যাই ! এক দণ্ড হেথা নহে !

(কিয়দ্দূর গিয়া, ফিরি

অপর্ণা, নিষ্ঠুর আমি ? এই কি রহিবে
তোর মনে, জয়সিংহ নিষ্ঠুর, কঠিন !
কখনো কি হাসিমুখে কহি নাই কথা ?
কখনো কি ডাকি নাই কাছে ? কখনো কি
তোর অশ্রু দেখে ফেলি নাই অশ্রুজল ?
অপর্ণা, সে সব কথা পড়িবে না মনে,
শুধু মনে রহিবে জাগিয়া, জয়সিংহ
নিষ্ঠুর পাষাণ ? যেমন পাষাণ ওই

পাষাণের ছবি, দেবী বলিতাম যারে!
হায় দেবী, তুই যদি দেবী হইতিস্,
তুই যদি বুঝিতিস্ এই অন্তর্দাহ!

অপর্ণা। বুদ্ধিহীন ব্যথিত এ ক্ষুদ্র নারী হিয়া,
ক্ষমা কর এরে! এই বেলা এস,
জয়সিংহ, এস মোরা এ মন্দির ছেড়ে
যাই!

জয়। রক্ষা কর! অপর্ণা, করুণা কর!
দয়া করে মোরে ফেলে চলে যাও! এক
কাজ বাকী আছে এ জীবনে, সেই হোক্
প্রাণেশ্বর, তার স্থান তুমি কাড়িয়ো না!

দ্রুত প্রস্থান।

অপর্ণা। শতবার সহিয়াছি, আজ কেন আর
নাহি সহে! আজ কেন ভেঙ্গে পড়ে যায়
প্রাণ!

নেপথ্যে। দিদি! দিদি!

অপর্ণা। কে ডাকিস্! যাই!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্রাসাদ বাতায়নতলে।

অপর্ণা।

অপর্ণা। মহারাজ!

গোবিন্দ। (বাতায়নে আসিয়া) এত রাত্রে কে ডাকিল মোরে?
এ কি শুধু দুঃস্বপন, অথবা—বালিকা

তুই কি ডাকিলি? এমনি কি নিদারুণ
অত্যাচার নিশাচর করিয়াছে তোরে
আক্রমণ, সহিল না সূর্য্যের উদয়,
এসেছিস্ রাজদ্বারে! এ রাজ্যে প্রহরী,
কেহ জেগে নাই?

অপর্ণা। মহারাজ, ধ্রুব কোথা?

গোবিন্দ। কোথায় সে?

অপর্ণা। মন্দিরেতে নিয়ে গেছে তারে।
বাছার ক্রন্দন শুনে ছুটে গিয়েছিনু;
দূর হতে দেখিতে পেলেম, রঘুপতি
যুবরাজে মিলে মন্ত্রণা করিছে দোঁহে।
দুর্ব্বল বালিকা আমি, কেমনে রাখিব
তারে? ছুটে এনু মহারাজ তব কাছে—
বাধা দেয় দ্বারের প্রহরী, পরিহাস
করে। কাঁদিয়া ডেকেছি তাই দাঁড়াইয়া
পথে; রাজনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছি। মহারাজ,
আর দেরী নয়! কি জানি কি হল তার
এতক্ষণে!

গোবিন্দ। প্রহরী! প্রহরী!

নেপথ্যে। মহারাজ!

সপ্তম দৃশ্য।

মন্দির।

নক্ষত্ররায়। রঘুপতি। নিদ্রিত ধ্রুব।

রঘু। কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। জয়সিংহ
অমনি শৈশব কালে এসেছিল মোর
কোলে পিতৃমাতৃহীন। সে দিন অমনি
কেঁদেছিল, নূতন দেখিয়া চারিদিক;
হতাশ্বাস শ্রান্ত শোকে অমনি করিয়া
ঘুমায়ে পড়িয়াছিল সন্ধ্যা হয়ে গেলে
ওইখানে দেবীর চরণে! ওরে দেখে
তার সেই শিশু মুখ শিশুর ক্রন্দন
মনে পড়ে।

নক্ষত্র। ঠাকুর কোরো না দেরী আর,
ভয় হয় কখন্ সংবাদ পাবে রাজা!

রঘু। সংবাদ কেমন করে পাবে? চারিদিক
নিশীথের নিদ্রা দিয়ে ঘেরা!

নক্ষত্র। একবার
মনে হল যেন দেখিলাম কার ছায়া!

রঘু। আপন ভয়ের!

নক্ষত্র। শুনিলাম যেন কার
ক্রন্দনের স্বর!

রঘু। আপনার হৃদয়ের!
দূর হোক্ নিরানন্দ! এস পান করি

কারণ সলিল! (মদ্যপান) মনোভাব যতক্ষণ
মনে থাকে, ততক্ষণ দেখায় বৃহৎ,—
কার্য্যকালে ছোট হয়ে আসে! বহু বাষ্প
গ'লে গিয়ে একবিন্দু জল! কিছুই না!
শুধু মুহূর্ত্তের কাজ! শুধু শীর্ণশিখা
প্রদীপ নিভাতে যতক্ষণ! ঘুম হতে
গাঢ়তর ঘুমে চকিতে মিলায়ে যাবে
ওই প্রাণরেখাটুকু,—শ্রাবণ নিশীথে
বিজুলী ঝলক সম, শুধু বজ্র তার
রাজদন্তমাঝে চিরদিন বিঁধে রবে!
এস, এস যুবরাজ, ম্লান হয়ে কেন
বসে আছ একপাশে—মুখে কথা নেই,
হাসি নেই, নির্ব্বাপিতপ্রায়। এস, পান
করি আনন্দ সলিল!

নক্ষত্র। অনেক বিলম্ব
হয়ে গেছে। আমি বলি আজ থাক্! কাল
পূজা হবে।

রঘু। বিলম্ব হয়েছে বটে। রাত্রি
শেষ হয়ে আসে।

নক্ষত্র। ওই শোন পদধ্বনি!

রঘু। কই! নাহি শুনি!

নক্ষত্র। ওই শোন! ওই দেখ
আলো!

রঘু। সংবাদ পেয়েছে রাজা। আর তবে
এক পল দেরী নয়। জয় মহাকালী! (খড়্গ উত্তোলন

রাজা, অপর্ণা প্রহরীগণের দ্রুত প্রবেশ।

অপর্ণা তাড়াতাড়ি ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইল। রাজার নির্দ্দেশক্রমে প্রহরীর দ্বারা রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় ধৃত হইল।

গোবিন্দ। নিয়ে যাও কারাগারে! বিচার হইবে
কাল।

ধ্রুব। দিদি হয়ে আবার এসেছ তুমি?
কোথা এনেছিল মোরে কাকা? হেথা হতে
চল্ ভাই, পালাইয়া যাই!

অপর্ণা। চল্ ভাই!

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিচার সভা।

গোবিন্দ। (রঘুপতিকে) আর কিছু বলিবার আছে?

রঘু। কিছু নাই।

গোবিন্দ। অপরাধ করিছ স্বীকার?

রঘু। অপরাধ?
অপরাধ করিয়াছি বটে! দেবীপূজা
করিতে পারিনি শেষ,—মোহে মূঢ় হয়ে
বিলম্ব করেছি অকারণে! তার শাস্তি

দিতেছেন দেবী, তুমি শুধু উপলক্ষ!
গোবিন্দ। শুন সর্ব্বলোক, আমার নিয়ম এই—
পবিত্র পূজার ছলে দেবতার কাছে
যে মোহান্ধ দিবে জীববলি, কিম্বা তারি
করিবে উদ্যোগ, রাজআজ্ঞা তুচ্ছ করি,
নির্ব্বাসনদণ্ড তার প্রতি। রঘুপতি,
অষ্টবর্ষ করিবে যাপন নির্ব্বাসনে;
সৈন্য চারিজন তোমারে আসিবে রেখে
রাজ্যের বাহিরে!
রঘু। দেবী ছাড়া, এ জগতে
আর কারো কাছে এ জানু হয় নি নত।
আমি বিপ্র তুমি শূদ্র, যোড় করে, হয়ে
নত জানু, আজ আমি প্রার্থনা করিব
তোমা কাছে, দুইদিন দাও অবসর,
শ্রাবণের শেষ দুইদিন! তার পরে
শরতের প্রথম প্রত্যুষে—চলে যাব
তোমার এ অভিশপ্ত দগ্ধ রাজ্য ছেড়ে,
আর ফিরাবনা মুখ।
গোবিন্দ। দুই দিন দিনু
অবসর।
রঘু। মহারাজ রাজ অধিরাজ,
মহিমাসাগর তুমি কৃপা অবতার!
ধূলির অধম আমি, দীন অভাজন।

প্রস্থান।

গোবিন্দ। নক্ষত্র, স্বীকার কর অপরাধ তব।

নক্ষত্র। মহারাজ, অপরাধী আমি, সাহস না
হয় মার্জ্জনা করিতে ভিক্ষা। (পদতলে পতন)

গোবিন্দ। বল, কার
মন্ত্রণায় ভুলে এ কাজে দিয়েছ হাত?
স্বভাবকোমল তুমি, নিদারুণ বুদ্ধি
এ তোমার নহে।

নক্ষত্র। আর কাবে দিব দোষ!
আর কারো নাম লবনা এ পাপমুখে!
আমি শুধু একা অপরাধী! আপনার
পাপমন্ত্রণায় আপনি ভুলেছি। শত
দোষ ক্ষমা করিয়াছ নির্ব্বোধ ভ্রাতার,
আরবাব ক্ষমা কর!

গোবিন্দ। নক্ষত্র, চরণ
ছেড়ে ওঠ! শোন কথা! ক্ষমা কি আমাব
কাজ? বিচারক আপন শাসনে বদ্ধ,
বন্দী হতে বেশি বন্দী! এক অপরাধে
দণ্ড পাবে একজনে, মুক্তি পাবে আর
এমন ক্ষমতা বিধাতাব নাই, আমি
কোথা আছি!

সকলে। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর প্রভু,
নক্ষত্র তোমার ভাই!

গোবিন্দ। স্থির হও সবে।
ভাই বন্ধু কেহ নাই মোর, এ আসনে
যতক্ষণ আছি। প্রমাণ হইযা গেছে
অপরাধ। ছাড়ায়ে ত্রিপুবরাজ্যসীমা

ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে আছে রাজগৃহ
তীর্থস্নানতরে, সেথায় নক্ষত্ররায়
অষ্টবর্ষ নির্ব্বাসন করিবে যাপন।

প্রহরীগণ নক্ষত্রকে লইয়া যাইতে উদ্যত। রাজার সিংহাসন হইতে অবরোহণ।

গোবিন্দ। দিয়ে যাও বিদায়ের আলিঙ্গন! ভাই,
এ দণ্ড তোমার শুধু একেলার নহে,
এ দণ্ড আমার! পূর্ব্বজন্মে করেছিনু
কোন অপরাধ দোঁহে মিলে! যতদিন
নির্ব্বাসনে রবে তুমি, এই রাজগৃহ
সূচিকণ্টকিত হয়ে বিঁধিবে আমায়!
আশীর্ব্বাদ মোর রহিল তোমার সাথে;
যতদিন দূরে র'বি রক্ষা করিবেন তোরে
দেবগণ!

নক্ষত্রের প্রস্থান।

গোবিন্দ। (সভাসদ্‌গণের প্রতি) সভাগৃহ ছেড়ে যাও সবে!
ক্ষণেক একেলা র'ব আমি!

সকলের প্রস্থান।

দ্রুত নয়নরায়ের প্রবেশ।

নয়ন। মহারাজ,
সমূহ বিপদ!

গোবিন্দ। রাজা কি মানুষ নহে?
হায় বিধি, হৃদয় তাহার গড়নি কি
অতি দীন দরিদ্রের সমান করিয়া?

দুঃখ দিবে সবার মতন, অশ্রুজল
ফেলিবারে শুধু দিবে না কি অবসর ?
কিসের বিপদ, বলে যাও শীঘ্র করি !

নয়ন। মোগলের সৈন্য সাথে আসে চাঁদপাল,
আক্রমণ করিতে ত্রিপুরা !

গোবিন্দ। অসম্ভব !
প্রজারা ত হয়নি বিদ্রোহী !

নয়ন। প্রজাদেব
তরে নহে প্রভু ! তোমারে নামায়ে দিতে
সিংহাসন হতে !

গোবিন্দ। এ নহে নয়নরায়
তোমার উচিত ! শত্রু বটে চাঁদপাল
তাই ব'লে তার নামে হেন অপবাদ ?

নয়ন। অনেক দিয়েছ দণ্ড দীন অধীনেরে,
আজ এই অবিশ্বাস সব চেয়ে বেশি !
শ্রীচরণচ্যুত হয়ে আছি, তাই বলে
গিয়েছি কি এত অধঃপাতে !

গোবিন্দ। ভাল করে
বল আরবার, বুঝে দেখি সব।

নয়ন। যোগ
দিয়ে মোগলের সাথে চাহে চাঁদপাল
তোমারে করিতে রাজ্যচ্যুত।

গোবিন্দ। তুমি কোথা
পেলে এ সংবাদ ?

নয়ন। যে দিন আমারে প্রভু
নিরস্ত্র করিলে, অস্ত্রহীন লাজে, চলে
গেনু দেশান্তরে ;—শুনিলাম আসামের
সাথে মোগলের বাধিছে বিবাদ, তাই
চলেছিনু সেথাকার রাজসন্নিধানে
মাগিতে সৈনিকপদ। পথে দেখিলাম
আসিছে মোগল সৈন্য ত্রিপুরার পানে
সঙ্গে চাঁদপাল। সন্ধানে জেনেছি তার
অভিসন্ধি। ছুটিয়া এসেছি রাজপদে!
গোবিন্দ। সহসা এ কি হল সংসারে! কাটালেম
এতকাল ধরাতলে— কে দেখেছে এত
হিংসা, এত নিষ্ঠুরতা, এত লোভ, এত
কপটতা, এত লজ্জাহীন কৃতঘ্নতা!
শুধু দুই চারিদিন হল, ধরণীর
কোন্‌খানে ছিদ্রপথ হয়েছে বাহির,
সমুদয় নাগবংশ রসাতল হতে
উঠিতেছে চারিদিকে পৃথিবীর পরে,
পদে পদে তুলিতেছে ফণা। এসেছে কি
প্রলয়ের কাল! এখন সময় নহে
বিস্ময়ের! সেনাপতি, লহ সৈন্যভার!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্দির প্রাঙ্গন।

জয়সিংহ। রঘুপতি।

রঘু। গেছে গর্ব্ব, গেছে তেজ, গেছে ব্রাহ্মণত্ব!
বৎস, আমি তোর গুরু নহি আর! কাল
আমি অসংশয়ে করেছি আদেশ তোরে
গুরুর গৌরবে, আজ শুধু সানুনয়ে
ভিক্ষা মাগিবার মোর আছে অধিকার!
অন্তরেতে সেই দীপ্তি নিভে গেছে, যাব
বলে তুচ্ছ করিতাম ঐশ্বর্য্যের জ্যোতি,
রাজার প্রতাপ। নক্ষত্র খসিয়া প'ড়ে
গেলে—তার চেয়ে মাটির প্রদীপ শ্রেষ্ঠ!
পরিহাসভরে তাহারে খুঁজিয়া ফিরে
খদ্যোৎ ধূলির মাঝে, খুঁজিয়া না পায়!
দীপ প্রতিদিন নেভে, প্রতিদিন জ্বলে,
বারেক নিবিলে তারা চিরঅন্ধকার!
আমি সেই চিরদীপ্তিহীন! সামান্য এ
মানবের পরমায়ু, দেবতার অতি ক্ষুদ্র
দান, তারি মধ্যে দুটো দিন ভিক্ষা মেগে
লইয়াছি রাজদ্বারে নতজানু হয়ে!
জয়সিংহ, সেই দুই দিন যেন ব্যর্থ
নাহি হয়! জয়সিংহ, সেই দুই দিন
যেন আপন কলঙ্ক ঘুচায়ে মরিয়া
যায়! কালামুখ তার রাজরক্তে রাঙা

ক'রে যেন যায়! বৎস, কেন নিরুত্তর!
গুরুর আদেশ নাহি আর। তবু তোরে
আশৈশব করেছি পালন, কিছু নহে
তার অনুরোধ? অনাহূত অযাচিত
ব'লে, স্নেহের কি কোন মূল্য নাই? নহি
কিরে আমি তোর পিতার অধিক পিতা,
পিতৃবিহীনের পিতা ব'লে? এই দুঃখ,
এত ক'রে স্মরণ করাতে হল! কৃপা
ভিক্ষা সহ্য হয়, ভালবাসা ভিক্ষা করে
যে দরিদ্র, ভিক্ষুকের অধম ভিক্ষুক
সে যে! বৎস, তবু নিরুত্তর? জানু তবে
আর বার নত হোক্! কোলে এসেছিল
যবে, ছিল এতটুকু, এ জানুর চেয়ে
ছোট, তার কাছে নত হোক্ জানু! পুত্র,
ভিক্ষা চাই আমি!

জয়। পিতা, এ বিদীর্ণ বুকে,
আর হানিয়োনা বজ্র! রাজরক্ত চাহে
দেবী, তাই তারে এনে দিব! যাহা চাহে
সব দিব! সব ঋণ শোধ করে দিয়ে
যাব! তাই হবে! তাই হবে!

প্রস্থান।

রঘু। তবে, তাই
হোক্! দেবী চাহে, তাই বলে দিস্! আমি
কেহ নই! হায় অকৃতজ্ঞ! দেবী তোর
কি করেছে? শিশু কাল হতে দেবী তোরে

প্রতিদিন করেছে পালন? রোগ হলে
করিয়াছে সেবা? ক্ষুধায় দিয়েছে অন্ন?
মিটায়েছে জ্ঞানের পিপাসা? অবশেষে
এই অকৃতজ্ঞতার ব্যথা নিয়েছে কি
দেবী বুক পেতে? হায়, কলিকাল! থাক্!

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ কক্ষ।

রাজা।

গোবিন্দ। করিনি কি কোন অপরাধ? মার্জ্জনার
ভার বহিতে পারিনে প্রভু আর! শাস্তি
দাও, শাস্তি দাও! যেদিন দেখেছি সেই
কিশোর বালক নক্ষত্রের অপমানে
নতশির, নিরুত্তর অশ্রুজলপাত,
সেই দিন হতে জীবনের শাস্তিহীন
সব অপরাধ জাগিয়া উঠিছে মনে
একে একে, শাস্তিহারা প্রেতের মতন
নিষ্কৃতি মাগিছে তারা দণ্ড পেয়ে! প্রভু,
দোষীর বিচার করা যার কাজ, তার
দোষ চতুর্গুণ কঠিন বিচার যোগ্য!

নয়নরায়ের প্রবেশ।

নয়ন। বিদ্রোহী সৈনিকদের এনেছি ফিরায়ে,
যুদ্ধ সজ্জা হয়েছে প্রস্তুত। আজ্ঞা দাও

মহারাজ, অগ্রসর হই,—আশীর্ব্বাদ
কর—

গোবিন্দ। চল সেনাপতি, নিজে আমি যাব
রণক্ষেত্রে।

নয়ন। যতক্ষণ এ দাসের দেহে
প্রাণ আছে, ততক্ষণ মহারাজ, ক্ষান্ত
থাক, বিপদের মুখে গিয়ে—

গোবিন্দ। সেনাপতি,
সবার বিপদ অংশ হতে মোর অংশ
নিতে চাই আমি! মোর রাজঅংশ সব
চেয়ে বেশি। এস সৈন্যগণ, লহ মোরে
তোমাদের মাঝে! তোমাদের নৃপতিরে
দূর সিংহাসনচূড়ে নির্ব্বাসিত ক'বে
বঞ্চিত কোরো না সমরগৌরব হতে!
প্রাণসমর্পণসুখ সকলে লইব
ভাগ ক'রে। সকলে একত্র মিশে গিয়ে
বৃহৎ জীবন লাভ, মহৎ মরণ
তার পরে! আমারে কি নেবেনা ডাকিয়া?

সৈন্যগণ জয় জয় মহারাজ! জয় মহারাজ!

জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়। জয় হোক্ মহারাজ!

গোবিন্দ। এস জয়সিংহ!
যুদ্ধের আহ্বান শুনে ক্ষত্রিয় শোণিত
চঞ্চল হয়েছে বুঝি?

জয়। প্রাণ চাহিতেছে
সমরসমুদ্রমাঝে ঝাঁপ দিতে—তীরে
বদ্ধ কর্ম্মফল পাশে! সকলে মিলিয়া
কাড়াকাড়ি ক'রে মহা আনন্দেব মৃত্যু—
জীবনে মরণে ঘোব প্রতিঘাত—সেই
সংঘর্ষণে চিন্তাকীটজীর্ণ এই ক্ষুদ্র
আপনারে বিস্মরণ—সে মৃত্যু লেখেনি
এ কপালে! কোথাকার বক্র খর্ব্বাকৃতি
ক্ষুদ্র মৃত্যু চুপি চুপি চোরের মতন
গোপনে আঁধাবে বসি জীবনের ভিত্তি
খণিতেছে; ক্ষত্রবালকের ভালে ছিল
এই চোরামৃত্যু! আসিযাছি মহারাজ
বিদায় লইতে।

গোবিন্দ। কোথা যাবে?

জয়। কোথা যাব?
কে বলিতে পারে তাহা? বহু—বহু দূরে!
শুধায়োনা মোরে আব কোনো কথা! প্রভু,
নিষেধ কোরো না মোবে, তোমার নিষেধ
হলে এ যাত্রা হবে না শুভ! আশীর্ব্বাদ
কর, হেথা যে সংশয় আছে সেথা যেন
দূব হয় সব!

গোবিন্দ। কবে যাবে জয়সিংহ?

জয়। আজ সন্ধেবেলা। দিবা অবসান হল!
লইনু বিদায়!

প্রস্থানোদ্যম।

নয়ন। জয়সিংহ, এস ভাই,
কোলাকুলি করে যাই—সম্মুখে রয়েছে
মৃত্যু, কে বলিতে পারে ফিরে এসে দেখা
হবে কি না ?

জয়। এস এস ভাই!

কোলাকুলি করিয়া প্রস্থান।

গোবিন্দ। জয়সিংহ
কোথা যাবে ? এ মুহূর্ত্তে এ ধরায় আজি
কত লোক বাড়ায়েছে পদ, কত যাত্রা-
ছলে—কোথা গিয়ে পঁহুছিবে শেষে, নাহি
জানে! আমি কোথা ফেলিতেছি পদ, কোন্
অন্ধকারে, কোন্ মৃত্যু মাঝে, কোন্ অশ্রু-
পারাবারে! জয়সিংহ, তব বিদায়ের
বাণী বাজিয়াছে কর্ণে মোর, শ্মশানের
মাঝখানে হতে মৃত্যুভরা রাগিণীর
মত! সেনাপতি, রণবাদ্য বাজাইতে
বল। যাত্রা করা যাক্ শুভক্ষণ দেখে!

চরের প্রবেশ।

চর। নির্ব্বাসনপথ হতে লয়েছে কাড়িয়া
কুমার নক্ষত্ররায়ে মোগলের সেনা;
রাজপদে বরিয়াছে তাঁরে। আসিছেন
সৈন্য লয়ে রাজধানী পানে।

গোবিন্দ। চুকে গেল।
আর ভয় নাই! যুদ্ধ তবে গেল মিটে!

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। পত্র আসিয়াছে বিপক্ষ শিবির হতে।
গোবিন্দ। •নক্ষত্রের হস্তলিপি। শান্তির সংবাদ
হবে বুঝি।—এই কি স্নেহের সম্ভাষণ!
এ ত নহে নক্ষত্রের ভাষা! চাহে মোর
নির্ব্বাসন, নতুবা ভাসাবে রক্তস্রোতে
সোনার ত্রিপুবা—দগ্ধ করে দিবে দেশ,
মোগলের অন্তঃপুরতরে বন্দী হবে
ত্রিপুর রমণী?—দেখি, দেখি, এই বটে
তারি লিপি! "মহারাজ নক্ষত্রমাণিক্য!"
মহারাজ! দেখ সেনাপতি—এই দেখ
রাজ দণ্ডে নির্ব্বাসিত দিয়েছে রাজারে
নির্ব্বাসন দণ্ড! এমনি বিধির খেলা!
নয়ন। নির্ব্বাসন! এ কি স্পর্দ্ধা! এখনোত যুদ্ধ
শেষ হয় নাই!
গোবিন্দ। এ ত নহে মোগলের
দল! ত্রিপুরাব রাজপুত্র রাজা হতে
করিয়াছে সাধ, তাব তরে যুদ্ধ কেন?
নয়ন। রাজ্যের মঙ্গল—
গোবিন্দ। রাজ্যের মঙ্গল হবে?
দাঁড়াইয়া মুখোমুখী ভ্রাতৃবক্ষ লক্ষ্য
ক'রে, দুই ভাই হানে মৃত্যুমুখী ছুরি—
রাজ্যের মঙ্গল হবে তাহে? রাজ্যে শুধু
সিংহাসন আছে, গৃহস্থের ঘর নেই,

ভাই নেই, ভ্রাতৃত্ববন্ধন নেই হেথা?
দেখি দেখি আরবার—এ কি তার লিপি?
নক্ষত্রের নিজের রচনা নহে! আমি
দস্যু! আমি দেবদ্বেষী, আমি অবিচারী,
এ রাজ্যের অকল্যাণ আমি! নহে, নহে,
এ তার রচনা নহে!—রচনা যাহারি
হোক্, অক্ষর ত তারি বটে! নিজ হস্তে
লিখেছে ত সেই! যে সর্পেরি বিষ হোক্,
নিজের অক্ষর মুখে মাথায়ে দিয়েছে—
হেনেছে আমার বুকে!—বিধি, এ তোমার
শাস্তি,—তার নহে! নির্ব্বাসন! তাই হোক্!
তার নির্ব্বাসন দণ্ড তার হয়ে আমি
করিব বহন!

নয়। সন্তানেরে বিমাতার
হাতে স্বেচ্ছাক্রমে সঁপি দিয়া চলে যাবে,
মাতার কর্ত্তব্য সে কি!

গোবিন্দ। আমার ত পুত্র
নাই, মোর সিংহাসনে নক্ষত্র বসিবে
এক দিন। কিছুদিন থাকি আমি দূরে,
বিশ্রাম করি গে। দুরূহ রাজ্যের কার্য্য
কিছুদিন আগে হতে করুক্ অভ্যাস
কুমার নক্ষত্র। রব' আমি কাছাকাছি
কোনখানে। রাজদণ্ড যদি গুরুভার
বোধ হয় দুর্ব্বল বালক হস্তে তার
আবার আসিব ফিরে। সামান্য এ কথা।

ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ এরি লাগি? সেনাপতি
যাও তুমি, বল নক্ষত্রেরে, নিজে আমি
দিব তারে রাজটীকা। স্বহস্তে সঁপিয়া
তারে রাজ্যভার, প্রসন্নহৃদয়ে চ'লে
যাব পর-দেশে!

নয়নের প্রস্থান।

মুকুট খুলিয়া ফেলা
এত কি সহজ? এই মণিময় চূড়া
মানবের শিরে দ্বিতীয় মস্তক যেন,
এ মস্তক সহজে কি ফেলে দেওয়া যায়?
উচ্চশিরে নরের মহত্ত্ব, তার পরে
রাজার মহত্ত্ব আরো উচ্চে। সে মহত্ত্ব
রক্ষা করিবারে জীবনেরে উচ্চ পথে
সতত রাখিতে হয়; সেই মহিমার
চিহ্ন খুলিয়া ফেলিলে, প্রাণ কি হবে না
হীনবল? চেষ্টাহীন আলস্যের ভারে
ক্রমেই কি নিম্নপানে পড়িবে না লুটে?
হায়, মায়ামন্ত্রপূত রাজার কিরীট!
কাল যবে দরিদ্র দাঁড়াবে কর পাতি'
রিক্তহস্ত পানে চেয়ে ফেলিব নিঃশ্বাস;—
কাল যদি কেঁদে আসে অত্যাচারে ভীত
দুর্ব্বল অনাথ, অক্ষম করুণা ছাড়া
কিছু রহিবে না! নির্ভয়ে দাঁড়াবে দৃপ্ত
অবিচার চক্ষের সম্মুখে, রাজদণ্ড
নাই। নিষ্ঠুর স্পর্দ্ধিত বল খেলাচ্ছলে

অবলেরে দিবে পীড়া, পরিহাসযোগ্য
হবে আমার নিষেধ। বহুদিন রাজা
ছিনু, কিছুদিন দেখা যাক্ প্রজা হয়ে!
সিংহাসন তলদেশে যে সুখদুঃখের
ঢেউ উঠিছে পড়িছে—ঝাঁপ দিয়ে দেখি
তাহে, তার পরে যদি পুনঃ দিন দেন
ভগবান, শিখিব যথার্থ রাজা হতে!

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রান্তর।

অপর্ণা। রাত্রি। ঝড়বৃষ্টি।

অপর্ণা। পাগল কবিবে মোরে! দেবতার এ কি
উপদ্রব। মাগো এ কি ঝড়! পোড়া চখে
কিছুতেই নিদ্রা নাহি এল! যত শুনি
বায়ুর গর্জ্জন তরুহীন গৃহশূন্য
প্রান্তরের পর দিয়া, চমকিয়া দেখি
যত, বিছ্যতের তীক্ষ্ণ ফলা বারবার
বিদীর্ণ করিছে যামিনীর অন্ধকার
বুক, ভয়ঙ্কর গোপন রহস্যকথা
যেন ছিঁড়িয়া বাহির কবিবারে, তত
কেন মনে পড়ে জয়সিংহে! মনে হয়
তাহারি হৃদয় দেহমুক্ত হয়ে যেন

বাহির হয়েছে, ধরণীর পর দিয়া
কাঁদিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে,উর্দ্ধস্বরে
ডাকি' দেবী, দেবী ! নিশীথের অন্ধকার
দুয়ারের পরে প্রাণপণে হানিতেছে
কর, অটল আঁধার হাসিছে বিদ্যুৎ-
পরিহাস ! ওই শোন, দেবী, দেবী, দেবী !
জয়সিংহ ! কোথা জয়সিংহ ! হায় হায়,
সবে মিলে পাগল করিবে বালিকারে !
মনে হয় যেন, জীবজন্তু সকলেই
হারায়েছে পথ ; আমার "কমল" যেন
এই ঝড়ে খুঁজিয়া ফিরিছে, ভিখারীর
সেই পরিচিত গৃহকোণ ! আজ মোর
নিদ্রা নাই চখে ! কোথা মন্দিরের পথ !

পঞ্চম দৃশ্য ।

মন্দির ।

পূজোপকরণ লইয়া রঘুপতি ।

রঘু । এতদিন পরে—আজ বুঝি জাগিয়াছ
দেবি ! ওই রোষ হুহুঙ্কার ! ওই শুনি,
অভিশাপ প্রচারিয়া, নগরের পর
দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ তিমিররূপিণী ।
আজি তোর পূজার রজনী বটে ! ওই

তোর প্রলয় সঙ্গিনীগণ ক্ষুধাভরে
প্রাণপণে নাড়া দেয় বিশ্বমহাতরু !
আজ মিটাইব তোর দীর্ঘ উপবাস !
ভক্তেরে সংশয়ে ফেলি এতদিন ছিলি
কোথা দেবি ? তোব খড়্গ তুই না তুলিলে
আমরা কি পারি ? আজ তোব চণ্ডিমূর্ত্তি
দেখে কি আনন্দ ! সাহসে ভবেছে চিত্ত,
সংশয় গিয়েছে ; হতমান নতশিব
উঠেছে নূতন তেজে। ওই পদধ্বনি
শুনা যায, ওই আসে তোব পূজা ! জয়
মহাদেবী !

অপর্ণাব প্রবেশ।

অপর্ণা। জয়সিংহ। জযসিংহ কোথা।
জয়সিংহ !

বঘু। দুব হ,' দূর হ' মাযাবিনী !
জয়সিংহে চাস্ তুই ! আবে সর্ব্বনাশী
মহাপাতকিনী !

অপর্ণার প্রস্থান।

এ কি অকাল-ব্যাঘাত !
জয়সিংহ যদি নাই আসে ! কভু নহে !
সত্যভঙ্গ কভু নাহি হবে তার !—জয়
মহাকালী, সিদ্ধিদাত্রী, জয় ভয়ঙ্করী !—
যদি বাধা পায়—যদি ধরা পড়ে শেষে—
যদি প্রাণ যায় তার প্রহরীব হাতে !

জয় মা অভয়া! জয় ভক্তের সহায়!
জয় মা জাগ্রত দেবী! জয় সর্ব্বজয়ী!
মহামায়া বহু আশা করেছ নিস্ফল,
বহু অপমান চাপায়েছ এই শিরে!
শত্রু যারা তোর, তারা রক্ষা পায়, তারা
সুখে থাকে, তারা উচ্চে বসে—ভক্তজন
তোরি কার্য্য করে ব'লে লাঞ্ছিত নির্জ্জিত
নির্ব্বাসিত! দেখিস্ জননি, আর নহে!
ভক্তবৎসলার যেন দুর্ণাম না রটে
এ সংসারে! শত্রুপক্ষ নাহি হাসে যেন
নিঃশঙ্ক কৌতুকে! মাতৃ অহঙ্কার যদি
চূর্ণ হয় সন্তানের, মা বলিয়া তবে
তোরে কেহ ডাকিবেনা। ওই পদধ্বনি।
জয়সিংহ বটে। জয় নৃমুণ্ডমালিনী!
পাষণ্ডদলনী মহাশক্তি!

জয়সিংহের দ্রুত প্রবেশ।

জয়সিংহ,
রাজরক্ত কই?

জয়। আছে আছে! ছাড় মোরে!
নিজে আমি করি নিবেদন।—রাজরক্ত
চাই তোর, দয়াময়ী, জগৎপালিনী
মাতা? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না
তৃষা?—আমি রাজপুত, পূর্ব্ব পিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর

মাতামহবংশ—রাজরক্ত আছে এই
দেহে! এই রক্ত দিব! এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা! এই রক্তে যেন শেষ মিটে
যায় তোর অনন্ত পিপাসা! জয় মাতা!" (বক্ষে ছুরি বিদ্ধ)

রঘু। জয়সিংহ! জয়সিংহ! নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর!
এ কি সর্ব্বনাশ করিলিরে? জয়সিংহ,
অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, পিতৃমর্ম্মঘাতী,
স্বেচ্ছাচারী! জয়সিংহ, কুলিশকঠিন!
ওরে জয়সিংহ, মোর একমাত্র প্রাণ,
প্রাণাধিক, জীবন-মন্থন-করা-ধন!
জয়সিংহ, বৎস মোর, গুরুবৎসল!
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাহি; অহঙ্কার অভিমান
দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক্! তুই আয়!

অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা। পাগল করিবে মোরে! জয়সিংহ, কোথা
জয়সিংহ!

রঘু। আয় মা অমৃতময়ি! ডাক্
তোব সুধাকণ্ঠে, ডাক ব্যগ্রস্বরে, ডাক্
প্রাণপণে! ডাক্ জয়সিংহে! তুই তারে
নিয়ে যা'মা আপনার কাছে, আমি নাহি
চাহি! (অপর্ণার মূর্চ্ছা)

রঘু। (প্রতিমার পদতলে মাথা রাখিয়া)
ফিরে দে! ফিরে দে! ফিরে দে! ফিরে দে!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্রাসাদ।

গোবিন্দমাণিক্য। নয়নরায়।

গোবিন্দ। নয়ন, বৃথা এ তব উপদেশ! মোরে
অবিশ্বাস করে ভাই মোর, মনে করে
স্নেহবাক্য মিষ্টমুখী প্রবঞ্চনা শুধু!
তাই যুদ্ধে যাব? এই কি মন্ত্রণা! যুদ্ধে
গেলে বিশ্বাস কি ফিরে পাব? শান্তির বিশ্রামে
অবিশ্বাস ক্রমে দূর হবে; নিপীড়িত
ভ্রাতৃস্নেহ দীর্ঘ অবসর পাবে, মর্ম্মে
বসি জানাইতে আপনার নিবেদন।
এস তবে, বিদায় গ্রহণ করি সখা!

নয়ন। কিসের বিদায় মহারাজ? আমি দাস,
সাথে যাব তব!

গোবিন্দ। কোথা যাবে! থাক হেথা!
কর মোর কাজ। আমারে স্মরণ করে
নক্ষত্রের কর সেবা। দেখো, সাবধানে
থেকো! অসময়ে দিয়োনাক উপদেশ;
কোরো না ভর্ৎসনা, লজ্জা দিয়ে বলিয়ো না
কোন কথা, স্মরণ করায়ে অপরাধ!
নিশিদিন মোর নাম করি, মোর পরে
জন্মায়োনা দ্বেষ! শুধু প্রীতিভরে, মৃদু

আচরণে, ধৈর্য্য ধ'রে নীরবে নির্দ্দেশ
কোরো পথ!

নয়ন। তবে তাই বহিলাম প্রভু!
(স্বগত) চাঁদপাল, তোর আমি নেব প্রতিশোধ!

প্রস্থান।

গোবিন্দ। এখনি আনন্দধ্বনি! এখনি পরেছে
দীপমালা নির্লজ্জ প্রাসাদ! উঠিয়াছে
রাজধানী বহির্দ্বারে বিজয় তোরণ
পুলকিত নগরের আনন্দউৎক্ষিপ্ত
দুই বাহুসম! এখনো প্রাসাদ হতে
বাহিরে ফেলিনি পদ—এখনো আহত
বনস্পতি পড়ে নাই গুল্মবন মাঝে
যেখানেতে ছোট বড় সকলেই ছোট!
এতদিন রাজা ছিনু—কারো কি করিনি
উপকার? কোন ভিক্ষুকেরে দিই নাই
ভিক্ষামুষ্টি? কোন অবিচাব কবি নাই
দূর? কোন অত্যাচাব করিনি শাসন?
ধিক্ ধিক্ নির্ব্বাসিত রাজা! আপনারে
আপনি বিচার করি আপনার শোকে
আপনি ফেলিস্ অশ্রুজল, আব কেহ
কাঁদিবার নেই বলে?—মর্ত্ত্যবাজ্য গেল,
আপনাব বাজা তবু আমি। মহোৎসব
হোক্ আজি অন্তরের সিংহাসন তলে।
নব রাজটীকা পরে হবে মোর নব

অভিষেক! পরাভূত মান অপমান
পড়িবে চরণতলে আসি!—চাহিলাম
ধ্রুবেরে লইতে সাথে, দিল না আত্মীয়
তার! কাহারে নিষ্ফল ভিক্ষা বলে, আজ
হতে শিক্ষা হবে তার!—লাগুক্ আঘাত!
বাজুক্ বেদনা!

গুণবতীর প্রবেশ।

গুণ। প্রিয়তম, প্রাণেশ্বর,
আর কেন নাথ! এইবার শুনেছ ত
দেবীর নিষেধ! এস প্রভু, আজ রাত্রে
দোঁহে মিলে জননীর শেষ পূজা করে
চলে যাই নির্ব্বাসনে, রামজানকীর
মত!

গোবিন্দ। প্রিয়তমে, আজি শুভদিন মোর!
রাজ্য গেল, তোমারে পেলেম ফিরে! এস
প্রিয়ে, যাই দোঁহে দেবীর মন্দিরে, শুধু
প্রেম নিয়ে, শুধু পুষ্প নিয়ে, মিলনের
অশ্রু নিয়ে, বিদায়ের বিশুদ্ধ বিষাদ
নিয়ে, আজ রক্ত নয়, হিংসা নয়!

গুণ। ভিক্ষা
রাখ নাথ!

গোবিন্দ। বল দেবি।

গুণ। হোয়ো না পাষাণ!
আজিও রেখো না রাজগর্ব্ব! দেবতার

কাছে পরাভব না মানিতে চাও যদি
আমার যন্ত্রণা দেখে গলুক্ হৃদয়!
প্রভু, তুমি ত নিষ্ঠুর কভু ছিলেনাক',
কে তোমারে করিল পাষাণ! কে তোমারে
লইল কাড়িয়া আমার সৌভাগ্য হতে!
করিল আমারে রাজাহীন রাণী!

গোবিন্দ। প্রিয়ে,
একবার শুধু, আমারে বিশ্বাস কর!
না বুঝিয়া বোঝ মোর পানে চেয়ে! অশ্রু
দেখে বোঝ, আমারে যে ভালবাস, সেই
ভালবাসা দিয়ে বোঝ,—আব রক্তপাত
নহে! মুখ ফিরায়ো না দেবী, আর মোরে
যেয়ো না ছাড়িয়া, নিরাশ কোরো না আশা
দিয়ে! যাবে যদি মার্জ্জনা করিয়া যাও!
শেষ মিষ্টবাণী নির্ব্বাসনে সাথে নিয়ে
যাই! গেলে চলি!—কি কঠিন এ সংসার!—
ওরে কে আছিস্?—কেহ নাই! চলিলাম!
বিদায় এ সিংহাসন! হে পুণ্য প্রাসাদ,
আমার পৈতৃক ক্রোড়, নির্ব্বাসিত পুত্র
তোমারে প্রণাম ক'রে লইল বিদায়!

সপ্তম দৃশ্য।

অন্তঃপুর কক্ষ।

গুণবতী।

গুণ। বাজা' বাদ্য বাজা'। আজ রাত্রে পূজা হবে!
আজ মোর প্রতিজ্ঞা পূরিবে! আন্ বলি!
আন্ জবাফুল! রহিলি দাঁড়ায়ে? আজ্ঞা
শুনিবিনে মোর? আমি কেহ নই? রাজ্য
গেছে তাই ব'লে এতটুকু বাণী বাকি
নেই আদেশ শুনিবে যার দাসদাসী!
এই নে কঙ্কণ, এই নে হীরার কণ্ঠী—
এই নে যতেক আভরণ! ত্বরা করে
কর গিয়ে আয়োজন দেবীর পূজার!
মহামায়া, এ দাসীরে রাখিয়ো চরণে!

অষ্টম দৃশ্য।

মন্দির।

রঘুপতি।

রঘু। দেখ, দেখ, কি করে দাঁড়ায়ে আছে, জড়
পাষাণের স্তূপ! মূঢ় নির্ব্বোধের মত!

মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির! তোরি কাছে
কাঁদিয়া মরিছে সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব!
পাষাণ চরণে তোর, মহৎ হৃদয়
আপনারে ভাঙ্গিছে আছাড়ি! হা হা হা হা!
কোন্ দানবের এই ক্রূর পরিহাস
জগতের মাঝখানে রয়েছে বসিয়া!
মা বলিয়া ডাকে যত জীবগণ—হাসে
তত ঘোর অট্টহাস্যে নির্দ্দয় বিদ্রূপ!
দে ফিরায়ে জয়সিংহে মোর! দে ফিরায়ে!
দে ফিরায়ে রাক্ষসী পিশাচী! (নাড়া দিয়ে) শুনিতে কি
পাস্? আছে কর্ণ? জানিস্ কি করেছিস্?
কার রক্ত করেছিস্ পান? কোন্ পুণ্য
জীবনের? কোন্ স্নেহ দয়া প্রীতিভরা
মহা হৃদয়ের?
থাক্ তুই চিরকাল
এই মত—এই মন্দিরের সিংহাসনে,
সরল ভক্তির প্রতি গুপ্ত উপহাস!
দিব তোর পূজা প্রতিদিন, পদতলে
করিব প্রণাম, দয়াময়ী মা বলিয়া
ডাকিব তোমারে! তোর পরিচয় কারো
কাছে নাহি প্রকাশিব, শুধু ফিরায়ে দে
মোর জয়সিংহে!—কার কাছে কাঁদিতেছি!
তবে দূর, দূর, দূর করে দাও এই
হৃদয় দলনী পাষাণীরে! লঘু হোক্
জগতের বক্ষ! (দূরে গোমতীর জলে নিক্ষেপ)

মশাল লইয়া বাদ্য বাজাইয়া গুণবতীর প্রবেশ।

গুণ। জয় জয় মহাদেবী!
দেবী কই?

রঘু। দেবী নাই!

গুণ। ফিরাইয়া আন
তাঁরে গুরুদেব, এনে দাও তাঁরে, রোষ
শান্তি করিব তাঁহার! আনিয়াছি পূজা!
রাজ্য পতি সব ছেড়ে দিয়ে পালিয়াছি
প্রতিজ্ঞা আমার! দয়া কর, দয়া ক'রে
প্রভু দেবীরে ফিরায়ে আন শুধু আজ
একরাত্রি তরে! কোথা দেবী!

রঘু। কোথাও সে
নাই! ঊর্দ্ধে নাই, নিম্নে নাই, কোথাও সে
নাই, কোথাও সে ছিল না কখনো!

গুণ। প্রভু,
এইখানে ছিল না কি দেবী?

রঘু। দেবী বল
তারে? এ সংসারে কোথাও থাকিত যদি
দেবী—তবে সেই পিশাচীরে দেবী বলা
সহ্য কি করিত দেবী? মহত্ত্ব কি তবে
হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে ফেলিত নিষ্ফল-
রক্ত পাষাণের পদে! দেবী বল তারে?
পুণ্য রক্ত পান ক'রে, সে রাক্ষসী ফেটে
মরে গেছে!

গুণ। গুরুদেব, বধ করিয়ো না
মোরে! সত্য করে বল আরবার! দেবী
নাই?

রঘু। নাই!

গুণ। দেবী নাই?

রঘু। নাই?

গুণ। দেবী নাই?
তবে কে রয়েছে?

রঘু। কেহ নাই! কিছু নাই!

গুণ। নিয়ে যা—নিয়ে যা পূজা! ফিরে যা, ফিরে যা!
বল্ শীঘ্র কোন্ পথে গেছে মহারাজ!

প্রস্থান।

অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা। পিতা!

রঘু। জননী, জননী, জননী আমার!
পিতা! এ ত নহে ভৎসনার নাম! পিতা!
মা জননী, এ পুত্রঘাতীরে পিতা বলে
যে জন ডাকিত, সেই রেখে গেছে, ওই
সুধাময় নাম তোর কণ্ঠে, এই দয়া-
টুকু করে গেছে! আহা, ডাক্ আরবার!

অপর্ণা। পিতা! এস মোরা এ মন্দির ছেড়ে যাই!